জনগণের ক্ষমতা
বাংলায় চাই মমতা

ইস্তাহার ২০১৬

তৃণমূল মানে এসেছে সুদিন,
দুঃশাসনের প্রতিকার;
তৃণমূল মানে রাম আর রহিম,
শিখ-খ্রিস্টান একাকার।

তৃণমূল মানে পেট ভরে ভাত,
'খাদ্যসাথী'র আহ্বান,
তৃণমূল মানে 'সবুজ সাথী'তে;
'কন্যাশ্রী'র জয়গান।

তৃণমূল মানে ছাত্র-যৌবন,
'যুবশ্রী'র নতুন সকাল;
তৃণমূল মানে সুষম স্বাস্থ্য,
বিনাপয়সায় হাসপাতাল।

তৃণমূল মানে রায়বেঁশে ছৌ,
মাটির গন্ধে বাউল গান;
তৃণমূল মানে কৃষকের ঘরে,
স্বপ্নে বোনা সবুজ ধান।

আবেদন

পশ্চিমবঙ্গের মানুষের মহান ঐতিহ্যকে সঙ্গে নিয়ে এবং মা–মাটি–মানুষের আশীর্বাদ, শুভেচ্ছা ও দোয়াকে সাথে নিয়ে, ২০১১ সালের ২০ মে, ৩৪ বছরের বাম অপশাসনের হাত থেকে বাংলাকে মুক্ত করে আমাদের পরিবর্তনের সরকার পথ চলা শুরু করে। মানুষের জন্য মানুষের সরকার — এই ছিল চাওয়া। আপনাদের আন্তরিক সহযোগিতায় আর সকলের সক্রিয় শ্রমে সেই চাওয়া আজ সার্থক।

বাংলা শুভ নববর্ষ ১৪২৩ আর কিছুদিনের মধ্যেই উদ্‌যাপিত হবে। বাংলা শুভ নববর্ষের আগাম প্রীতি, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন আপনারা গ্রহণ করুন।

আজ প্রায় সাড়ে চার বছর পর যখন আসন্ন ষোড়শ সাধারণ বিধানসভা নির্বাচনের সম্মুখে আমরা উপস্থিত হয়েছি, তখন গর্বের সাথে সসম্মানে একথা বলতে পারি যে, মাত্র চার, সাড়ে চার বছরে আমাদের সরকার যে কাজ করতে পেরেছে, তা শুধুমাত্র আমাদের ২০১১–র প্রতিশ্রুতি পালন করা নয়, আরও অনেক নতুন নতুন কাজের মাধ্যমে বাংলাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। এই সাড়ে চার বছরে অনেক কাজ হয়েছে যা বাংলার উন্নয়নকে শুধুমাত্র ত্বরান্বিতই করেনি, বাংলার মানুষকে দিয়েছে সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সর্বাত্মক স্বস্তি। গণতন্ত্রের মুখ উদ্ভাসিত হয়েছে। বিরোধীদের অবিমিশ্র কুৎসা আর প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিক বিপর্যয়ে কেন্দ্রীয় সরকারগুলির বৈষম্যমূলক আচরণ আমাদের দমিয়ে রাখতে পারেনি।

আজ বাংলা অনেকটাই তার হৃত গৌরব ফিরে পেতে সক্ষম হয়েছে। বাংলা আজ উন্নয়ন, প্রগতি ও সংহতিরক্ষায় দেশ ও দশের এক সেরা সংযোজনে অধিষ্ঠিত। এ কাজ সম্ভব হয়েছে শুধুমাত্র সাধারণ মানুষের বিশ্বাস, ভরসা ও আস্থা থেকে। মা–ভাই–বোনেদের এই কাজ করতে দেওয়ার বিশ্বাসই আমাদের কাজের প্রতি বিরাটভাবে আস্থাশীল করতে সাহায্য করেছে। রাজনৈতিক অধিকার রক্ষার দাবিতে মানুষের পাশে আমরা ছিলাম, আছি, থাকব — নিরন্তর।

বিগত ৩৪ বছর ধরে CPM–এর নেতৃত্বে বামফ্রন্ট সরকার শাসনের নামে এক দলতান্ত্রিক শাসন কায়েম করে আমাদের সবার প্রিয় রাজ্য পশ্চিমবঙ্গকে পরিণত করেছিল এক গতিহীন,

উন্নতিহীন ও দিশাহীন রাজ্যে। সিঙ্গুর–নন্দীগ্রাম–নেতাই থেকে সাঁইবাড়ি, মরিচঝাঁপি–বানতলা–ধানতলা সর্বত্র চলেছিল সরকারের প্রচ্ছন্ন মদতে দলীয় সন্ত্রাস। তাই সেদিনের মানুষের সবচেয়ে বেশি প্রত্যাশা ছিল প্রকৃত উন্নয়নের ভাবধারায় বিশ্বাসী, প্রগতিমূলক চিন্তাধারার নির্মাতা এক সরকারের; যেখানে সন্ত্রাস নয়, সাধারণ মানুষ পাবেন এক মুক্ত নিঃশ্বাস ও প্রাণভরা বিশ্বাস নিয়ে মানুষের জন্য কাজ।

সত্যি কথা বলতে কী, দীর্ঘ সাড়ে তিন দশক ধরে সুনিপুণ অকর্মণ্যতায় একটা রাজ্যকে যেভাবে পিছিয়ে দেওয়া হয়েছিল, সেই প্রেক্ষিতে দাঁড়িয়ে কাজ করাই ছিল দুস্কর।

‘কো–অর্ডিনেশন কমিটি’ নামক বিশ্রী এক জাঁতাকলে ফেলে প্রশাসনের সর্বস্তরের কাজকে বিলম্বিত করা, এমনকী কাজ না–করার পাকাপাকি বন্দোবস্ত করে রেখেছিল পূর্বতন সিপিএম সরকার। কাজ করতে এসে প্রথমেই দেখলাম প্রচুর ফাইল নেই। যাও বা আছে, সেগুলি খুঁজে বের করতে করতেই প্রায় বছর দুয়েক লেগে গেল। সেভাবে দেখতে গেলে আমরা কাজের সময় পেয়েছি ২৫ থেকে ৩০ মাস। আর এই অল্প সময়েই রাজ্যের আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে সব দিকে সোনা ফলিয়েছি আমরা।

ক্ষমতায় আসার আগে ইস্তাহারে যে যে কাজ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম তার সিংহভাগের বেশি কাজ তো হয়েছেই, উপরন্তু কাজ করতে এসে আমরা আবিষ্কার করেছি অজস্র নতুন কাজ। অথচ, এই কাজগুলো আরও আগে আবিষ্কৃত হওয়া উচিত ছিল। সবমিলিয়ে এক অসম্ভবকে সম্ভব করা গেছে।

সেদিনের মানুষের সেই প্রত্যাশাকে মাথায় নিয়েই আমরা আমাদের দেওয়া সব রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি পালন করে শুধু কথা রাখা নয়, কথা ও কাজের মধ্যে রাখতে চেষ্টা করেছি এক বৃহৎ সামঞ্জস্য।

ভালো করে দেখলে, কিংবা আমাদের পরিসংখ্যানগুলি খতিয়ে দেখলেই দেখতে পাবেন যে, বাম সরকার ৩৪ বছর ধরে যে কাজ করতে পারেনি, যেসব কাজ বাম জমানায় অনাবিষ্কৃত ছিল — আমরা মাত্র সাড়ে চার বছরে সেইসব কাজ করেছি। এটা কিন্তু সত্যিই মুখের কথা নয়। মাটির জন্য, মানুষের জন্য সহমর্মিতা না থাকলে, কাজ করার মানসিকতা না থাকলে এটা সম্ভব হত না। স্বাধীনতা–উত্তর পশ্চিমবঙ্গের সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাস একটু অধ্যয়ন করলেই দেখতে পাবেন, আগের সমস্ত সরকার নানাভাবে পশ্চিমবঙ্গকে পিছিয়ে দিয়েছে ভারতের অন্য সব প্রদেশের থেকে।

আমাদের পরিচিতি আমাদের কাজে, আমাদের উন্নয়নের খতিয়ানে, আমাদের স্বচ্ছ পরিকাঠামোগত পরিবর্তনে। পাশাপাশি অন্যান্য রাজ্যগুলির দিকে তাকিয়ে দেখুন — BJP, CPM, কংগ্রেস ইত্যাদির প্রত্যেকেই দুর্নীতি, দমননীতি ও কর্মবিমুখতার দোষে দুষ্ট। কেবল আমরাই মানুষের দ্বারা নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি হিসেবে মানুষের মতামতের যোগ্য সম্মান দিয়েছি। তাই, এবারও ভোট দেবার আগে একটু ভাববেন — কারণ, বাংলার উন্নয়ন অব্যাহত রাখতে মা–মাটি–মানুষ সরকারের একমাত্র বিকল্প আরও শক্তিশালী উন্নত মা–মাটি–মানুষ সরকার — যেটা তৈরি করবেন আপনারা।

ক্ষমতায় এসে আমাদের প্রথম কাজ ছিল সিঙ্গুরের জমি অধিগ্রহণ করে অনিচ্ছুক কৃষকের জমি ফেরানো। সেই উদ্দেশ্য নিয়েই বিধানসভায় আমরা আমাদের প্রথম বিল (সিঙ্গুর জমি অধিগ্রহণ বিল) পাশ করি। কারণ আমরা জোর করে জমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে। এই বিল

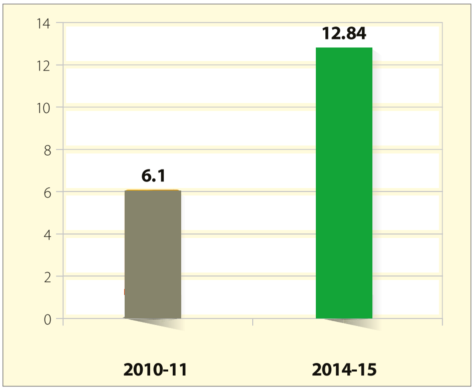

দেশের থেকেও দ্রুত হারে
মাথাপিছু আয় বেড়েছে বাংলায়

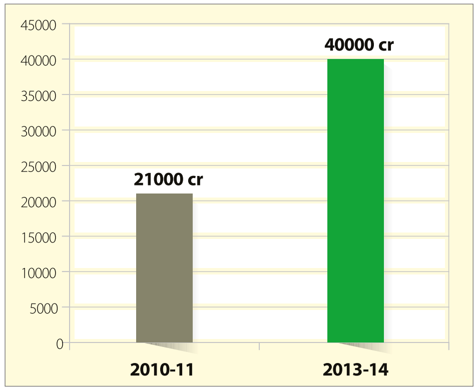

মাত্র তিন বছরে ডবল হল কর আদায়

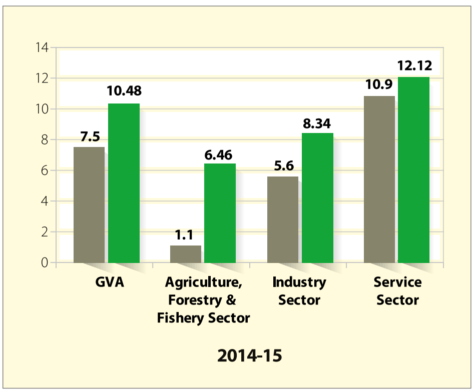

সার্বিক উন্নয়ন, শিল্প, কৃষি ও পরিষেবা
বৃদ্ধির হারে বাংলা অনেক এগিয়ে

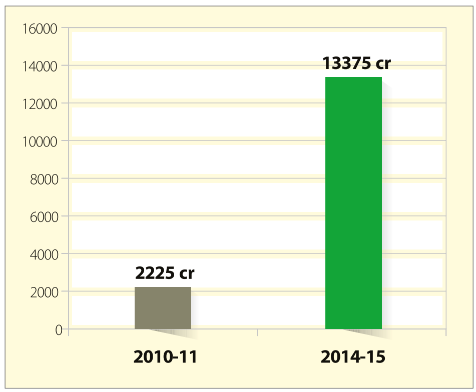

সম্পদ সৃষ্টি বৃদ্ধি পেয়েছে ৬ গুণ

ভারতবর্ষ পশ্চিমবঙ্গ

নিয়ে মামলা এখন মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের বিবেচনাধীন। আমরা কথা দিচ্ছি, সিঙ্গুর সমস্যার সমাধানে আমরা আন্তরিক ও দৃঢ় প্রচেষ্টায় কোনও ত্রুটি রাখব না এবং সমাধান না হওয়া অবধি আমরা সিঙ্গুরবাসীর পাশে থাকব, সাহায্যের হাত বাড়িয়ে। সিঙ্গুরের অনিচ্ছুক কৃষক ও খেত মজুরেরা তাদের প্রাপ্য সম্মান ফেরত পাবেই। অনিচ্ছুক কৃষকদেব জমি ফিরিয়ে দেওয়াই আমাদের লক্ষ্য।

রুগ্ণ ও বন্ধ চা-বাগান শ্রমিকদের স্বার্থে ও চা-বাগান পুনর্গঠনে আমাদের সরকার ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে এবং চা-বাগানের শ্রমিকদের মাত্র ৪৭ পয়সা দরে খাদ্যশস্য দেওয়া হচ্ছে।

অন্যদিকে শ্রমজীবী মানষের স্বার্থে সরকার ডানলপ ও জেসপ শিল্পসংস্থা অধিগ্রহণ করেছে। যতদিন না পর্যন্ত বিধানসভায় অনুমোদিত বিলটি আইনে পরিণত হয়, ততদিন পর্যন্ত ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা প্রতি মাসে শ্রমিকরা পাবেন।

আমরা প্রগতি, উন্নয়ন ও ধর্মনিরপেক্ষতায় সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাসী একটি রাজনৈতিক দল। আমরা সর্বদা সাধারণ মানুষের পক্ষে কাজ করায় বিশ্বাসী এবং তাই বাংলাকে যারা শুধুমাত্র বঞ্চিত ও লাঞ্ছিত করে এক সন্ত্রাসের বাতাবরণ চালিয়েছিল, তাদের একতরফা কুৎসা, CPM-কংগ্রেস-BJP দলের অনেক অপপ্রচার সত্ত্বেও আমরা কিন্তু আমাদের কাজ সর্বতোভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে পেরেছি। মা-মাটি-মানুষের আশীর্বাদ, শুভেচ্ছা ও দোয়ায়, নতুন বাংলা গড়ার যে স্বপ্ন আমরা দেখেছিলাম সেই স্বপ্ন অনেকটাই সাকার হয়েছে। এটা শুধু হয়েছে আপনারা আমার পাশে আছেন বলে। আপনারা ভরসা রেখেছেন বলেই আমরা আজ সাহস পাই লড়াই করার। তাই আগামী বিধানসভা নির্বাচনে কেবলমাত্র একটি রাজনৈতিক দল হিসেবে নয়, আমরা লড়ব এক বিপুল সমগ্রের অংশ হিসেবে। জনগণকে সাথে নিয়ে, জনগণের স্বার্থে।

নির্বাচনকে সামনে রেখে তো বটেই, গত সাড়ে চার বছর ধরে আমরা একনাগাড়ে কাজ করে গিয়েছি। আর আমাদের রাজ্যে সিপিএম, কংগ্রেস, বিজেপির মতো রাজনৈতিক দলগুলো শুধুমাত্র নেতিবাচক বিরোধিতা করতে গিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে অনেকাংশে অনৈতিক জোটও তৈরি করেছে। এবারের ২০১৬-র বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখেও চলছে এক অনৈতিক বোঝাপড়ার তথাকথিত অলিখিত জোট। দেউলিয়া রাজনীতি, দেউলিয়া নীতি ও আদর্শহীনতার জোটের নামে রাজনৈতিক ঠিকানা খুঁজে বার করার অক্ষম চেষ্টা।

আমরা বিশ্বাস করি মানুষের 'মহাজোট', গণতন্ত্রে সাধারণ মানুষই হচ্ছেন একেবারে '১০০'। তাই আমরা এককভাবে এ নির্বাচনে লড়াই করছি আমাদের প্রিয় মা-মাটি-মানুষের ১০০ ভাগকে সঙ্গে নিয়ে।

মানুষের মহাজোটই আমাদের রাস্তা দেখাবে।

মানুষের ক্ষতি হোক এমন কোনও কাজ কখনও আমার দ্বারা হবে না — এ বিশ্বাস যেমন সাধারণ মানুষের আছে আমার উপর, তেমনই আমারও আছে মানুষের উপর।

এ পৃথিবীতে আমার যতদিন কাজ করার ক্ষমতা থাকবে, ততদিনই মানুষের জন্য কাজ করে যাব — এ আমার অঙ্গীকার। এর থেকে কেউ কোনওদিন আমাকে বিচ্যুত করতে পারবে না। এটাই আমার জীবন, এটাই আমার সংগ্রাম, এটাই আমার প্রাণমন।

এই সাড়ে চার বছরে বিপুল দেনা মাথায় নিয়েও চেষ্টা করেছি সর্বদা মানুষের কাজ করতে। আবারও তাই করব। **এ বিশ্বাস যদি আমার উপর থাকে তবে মা–মাটি–মানুষ সকল নাগরিকবৃন্দের কাছে আমার আবেদন থাকবে যে — সকাল সকাল ভোট দিন, জোড়া ফুলে হাসিমুখে ভোট দিন, বাংলাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে দিন।**

আপনাদের আশীর্বাদ, শুভেচ্ছা ও দোয়া একান্তই প্রার্থনীয়।

আপনারা যা রায় দেবেন, তা মাথা পেতে নেব।

আপনাদের একান্ত

১১ মার্চ, ২০১৬

আগের বামফ্রন্ট সরকারের রেখে যাওয়া প্রায় ২ লক্ষ কোটি টাকার বিপুল দেনা ঘাড়ে নিয়েও আমরা অব্যাহত রেখেছি আমাদের উন্নয়নের ধারা। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা আমরা পাইনি। কী করে এত টাকার বোঝা নিয়ে কাজ করব, এই দুশ্চিন্তা প্রথম থেকেই ছিল। এই সাড়ে চার বছরে প্রায় ১ লক্ষ কোটি টাকার দেনা শোধ করেও সাধারণ মানুষের আশীর্বাদে শিরদাঁড়া সোজা করে দাঁড়িয়ে আছি, কেবলমাত্র মানুষের ভালোবাসার জোরে। এই পাঁচ বছরে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবহণ, কৃষি, খাদ্য, বাণিজ্য, শিল্প, সংস্কৃতি, ক্ষুদ্র, মাঝারি ও কুটির শিল্প, নগর ও পৌর উন্নয়ন প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিপুল অগ্রগতি হয়েছে। সমৃদ্ধ হয়েছে নাগরিক পরিষেবা। সংখ্যালঘু সম্প্রদায় এবং আদিবাসী ও তপশিলি জাতি/উপজাতির মানুষের সার্বিক সামাজিক উন্নয়ন চোখে পড়ার মতো। আর এই পাঁচ বছরে আমাদের সবচেয়ে বড় পাওয়া পশ্চিমবঙ্গের কর্মসংস্কৃতির পুনরুদ্ধার। আমাদের সমস্ত দপ্তরে আমরা একটা অনুশাসনের বোধ সঞ্চারিত করতে পেরেছি, করতে পেরেছি 'সরকারি কাজ' সম্পর্কে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির আমূল পরিবর্তন। মন্ত্রী, আমলা থেকে বিভাগীয় অফিসার — সবাইকে নিয়ে শুধু শহর কলকাতায় নয়, জেলায় জেলায় ১০৫টিরও বেশি প্রশাসনিক বৈঠক করে মানুষের সাথে সরকারের সম্পর্ক স্বাভাবিক করা হয়েছে। আমলাদের উপর থেকে অযথা রাজনৈতিক চাপ কমিয়ে তাঁদের কাজে অনেক স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। জোর দিয়েছি কাজের সময়ানুগ সম্পাদনের ওপর, চালু করেছি কার্য সম্পাদনে গাফিলতির জন্য জবাবদিহির ব্যবস্থা। শিল্পে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে চালু হয়েছে 'সিঙ্গল উইন্ডো ক্লিয়ারেন্স'-এর ব্যবস্থা, যার ফলে লাল ফিতের ফাঁস অনেকটাই এড়ানো গিয়েছে। তৈরি হয়েছে ল্যান্ড ব্যাংক, জমি হস্তান্তরের সরল-সহজ ব্যবস্থা।

ইতিমধ্যেই বাংলার সর্বক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের উপর কোনও করের বোঝা না চাপিয়ে এবং ৯ কোটি জনসংখ্যার মধ্যে প্রায় সাড়ে ৮ কোটি মানুষকে কোনও-না-কোনও সরকারি জনকল্যাণমূলক পরিষেবা দিয়ে, আমরা সাধারণ মানুষকে সাথে নিয়ে, বাংলায় সরকারি কাজে এক নব জোয়ার আনতে সক্ষম হয়েছি। আর এর জন্য প্রশাসনকে সঙ্গে নিয়ে আমাকেও কম প্রাণপাত করতে হয়নি। রাজ্যস্তর থেকে ব্লকস্তরে আমার প্রশাসনিক আধিকারিকদের কাছ থেকে সবরকম সহযোগিতা পেয়েছি বলেই এত কম সময়ে এত বেশি কাজ হয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেস দলও আমার বা আমাদের সরকারের কাজে কখনোই হস্তক্ষেপ করেনি, উপরন্তু দলের কাজেও আমাকে সময় দিতে হয়নি। ফলে পুরো সময়টা আমি মানুষের জন্য কাজ করার সুযোগ পেয়েছি। দলের সহকর্মীরা কখনোই কোনও সরকারি কাজে আমার বাধা হয়নি, ফলে স্বাধীনভাবে মানুষের কাজ করবার ও প্রশাসনিক স্তরে সিদ্ধান্ত নেওয়ার যে সুযোগ আমি পেয়েছি তাতে আমার কাজ আরও ত্বরান্বিত হয়েছে।

শিল্পে আমরা এখন এগিয়ে। বাম আমলে যেখানে 'ইন্ডাস্ট্রিয়াল আউটপুট' ১২% থেকে কমতে কমতে ২%-এ এসে ঠেকেছিল, সেখানে এই সরকারের আমলে বাংলায় বিনিয়োগের 'বুলন্দ দরওয়াজা' খুলে গিয়েছে। বাংলায় শিল্পায়ন নিয়ে এতদিন ধরে হয়ে চলা বিদ্রুপগুলি আজ ভাষাহীন। বাংলায় শিল্পোদ্যোগের যে পথ বাম শাসনে অবরুদ্ধ ছিল সেই পথ গত ক'বছরে উন্মুক্ত হয়ে এখন আরও প্রশস্ত হয়েছে বহির্বিশ্বের কাছে। ২০১৬-র জানুয়ারিতে কলকাতায় শীর্ষ বাণিজ্য সম্মেলন দ্বিতীয় বেঙ্গল গ্লোবাল বিজনেস সামিট সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। এবারের এই সম্মেলন আয়তনে ও বিস্তারে ছিল আগের থেকে অনেক বড়। এবারের সম্মেলনে ৪৮ ঘণ্টায় ১৪৩টি 'বিজনেস-টু-বিজনেস' মিটিং করেছি, ৬৮টি মৌ স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং মোট লগ্নি প্রস্তাব এসেছে ২,৫০,২৫৩.৭৪ কোটি টাকার। আগের বার, ২০১৫ সালের প্রথম বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনে, মোট বিনিয়োগ প্রস্তাব এসেছিল ২.৪৩ লক্ষ কোটি টাকার, যার মধ্যে প্রায় ৭৫ হাজার কোটি টাকার প্রস্তাব এসেছিল কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্প বাবদ। কিন্তু এবারের ছবিটা সম্পূর্ণ আলাদা। এবারের সামিটে বেশিরভাগ প্রস্তাবই এসেছে বেসরকারি ক্ষেত্র থেকে। ১,১৬,৯৫৮ কোটি টাকা লগ্নি প্রস্তাব এসেছে রাজ্যের ম্যানুফ্যাকচারিং ক্ষেত্রে, আর পরিকাঠামো ক্ষেত্রে বিনিয়োগ প্রস্তাব এসেছে ৩৭,৪৮২ কোটি টাকার। এছাড়া, আমাদের লন্ডন সফর অসামান্যভাবে সফল হওয়ায় প্রথম বিশ্বে রাজ্যের শিল্পবান্ধব ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়েছে। ২০১৪-র অগস্টে সিঙ্গাপুরে আয়োজিত বিজ নেস মিটে বিভিন্ন দেশের বিনিয়োগকারীদের সাথে রাজ্যের ব্যবসায়ীদের ১৩টি মৌ স্বাক্ষরিত হয়, যেগুলির অগ্রগতির দিকেও আমাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রয়েছে। উল্লেখযোগ্য, নির্মাণ, ভারী শিল্প, ক্ষুদ্র-মাঝারি-কুটির শিল্প উদ্যোগ, খনি, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা, শক্তি ও প্রাথমিক গ্যাস, পরিবহণ ও ভ্রমণ, নাগরিক সুবিধা, খাদ্য প্রস্তুতকরণ, আর্থ সেবা, মৎস্য ব্যবসা, প্রাণী সংরক্ষণ এবং তথ্যপ্রযুক্তি — সব ক্ষেত্রেই এই বিশাল বিনিয়োগের আয়োজন এবং কর্মসং স্থানের সুযোগ।

আমরা বুঝেছি, শিল্পের আসল চালিকা শক্তি হল মানুষ। আমরা দেখেছি, আগে 'বন্‌ধ কালচার'-এর ভয়ে শিল্পোদ্যোগীরা এ রাজ্যে শিল্প করতে সাহস পেতেন না। তাই বাংলার মানুষকে আমরা কর্মনাশা বন্‌ধের হাত থেকে মুক্তি দিয়েছি। শিল্পসৃজনের পথ হয়েছে মসৃণ। আমরা বুঝেছি, উন্নয়নের প্রাথমিক প্রয়োজন ভালো পরিকাঠামো। ক্ষুদ্র-মাঝারি-কুটির শিল্প, বয়নশিল্প, পর্যটন, তথ্যপ্রযুক্তি ইত্যাদির ক্ষেত্রে আমরা নতুন পরিকাঠামো গড়ায় জোর দিয়েছি।

আমরা বুঝেছি, 'কর্মহীন যুবশক্তি' নয়, কর্মসংস্থানই যুবশক্তির উন্নয়নের একমাত্র সমাধান। সে জন্য বর্তমান অর্থনৈতিক পলিসির প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধিত হয়েছে। এই চার বছরে

প্রচুর কর্মহীন যুবক কাজ পেয়েছেন যা দেশের অর্থনৈতিক বৃদ্ধিতে এক বিরাট সদর্থক ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

বাম আমলের পরিচিত স্লোগান ছিল —'কৃষি আমাদের ভিত্তি'। কিন্তু ২০১০–১১ সালে একজন কৃষকের বার্ষিক আয় ছিল ৯৩ হাজার টাকা। তৃণমূল সরকারের আমলে খামার–শ্রমিকের মজুরিতে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি সত্ত্বেও কৃষকের বার্ষিক আয় বেড়ে ২০১৪–১৫ সালে হয়েছে প্রায় ১ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা। আগামী দিনে কৃষকের বার্ষিক আয় দ্বিগুণ করার লক্ষ্যমাত্রা রেখেছি। তাই উৎপাদিত ফসল কৃষক যাতে সরাসরি বাজারে এনে বেচতে পারেন তার জন্য কিষান মান্ডি, কিষান বাজার প্রভৃতির ব্যবস্থা করেছি। ৬৯ লক্ষেরও বেশি কৃষককে দেওয়া হয়েছে 'কিষান ক্রেডিট কার্ড'। খাদ্যশস্য উৎপাদনে পর পর চারবার জাতীয় স্তরে কৃষি কর্মণ পুরস্কার পেয়েছে পশ্চিমবঙ্গ। এছাড়াও, এগ্রিকালচার কলেজ নির্মাণ করে কৃষি বিষয়ে সামগ্রিক উন্নয়নের চেষ্টাও চলছে। কৃষি যদি সত্যিই আমাদের ভিত্তি হয় তবে তার যথার্থ মূল্যায়ন না–থাকলে আমাদের সভ্যতা, সংস্কৃতি সবই মূল্যহীন।

আর্থিক প্রতিকূলতাকে দূরে সরিয়ে রেখেও বাংলা আজ সুনামের সাথে এগিয়ে — অনেক দপ্তরে জাতির গর্ব হিসাবে প্রধান শক্তিতে ও প্রথম নম্বরে সম্মানিত। পরপর চার বছর কৃষি কর্মণ পুরস্কারে বাংলা প্রথম, ক্ষুদ্র শিল্পে বাংলা প্রথম, skilled development–এ বাংলা প্রথম, গ্রামীণ রাস্তা, IAY ও 'নির্মল বাংলা' নামক 'স্বচ্ছ ভারত' প্রোগ্রামে বাংলা প্রথম। জঙ্গলমহলে শান্তি প্রতিষ্ঠা ও দার্জিলিঙে শান্তি প্রতিষ্ঠায় বাংলা সারা দেশে মডেল। ভাবতেও ভালো লাগে, বাংলাকে বিশ্ব বাংলায় প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে চলেছে আমাদের বিশ্ব বাংলার নির্দিষ্ট কর্মসূচি। বাংলায় এই সময়ে প্রায় ৬৮ লক্ষ কর্মসংস্থান ও ৯৮ কোটি কর্মদিবস তৈরি হয়েছে। আরও ২ লক্ষ কর্মসংস্থান রূপায়ণের পথে। ১০০ দিনের কাজের খরচাতেও বাংলা প্রথম।

দাঙ্গার ছোবল থেকে মুক্ত করা গিয়েছে সকল সম্প্রদায়ের সবাইকে। প্রশাসন ও সাধারণ মানুষের সাহায্যে আমাদের সব উৎসব, বিশেষ করে দুর্গাপূজা, ঈদ, কালীপূজা, মহরম, ছটপূজা, রাসযাত্রা, জগদ্ধাত্রী পূজা থেকে বড়দিন — সবই পালিত হয়েছে একেবারে শান্তিতে। গঙ্গাসাগরে লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থীও সমবেত হয়েছেন, আবার ফিরে গিয়েছেন। কোথাও এমন কোনও ঘটনা ঘটেনি যার থেকে উৎসবের দিনগুলিতে মানুষ আঘাত পেতে পারেন। মানুষের আনন্দকে গুরুত্ব দিয়েই আমাদের সরকার ৩৬৫ দিন একনাগাড়ে কাজ করে গিয়েছে আবালবৃদ্ধবনিতাকে ভালো রাখার লক্ষ্যে।

সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে সংখ্যালঘু মানুষের স্বার্থ এখন অনেক বেশি সুরক্ষিত। পাশাপাশি এই সময়ে তপশিলি জাতি–উপজাতি, ওবিসিদের উন্নয়ন লক্ষণীয়। জঙ্গলমহলে মানুষের

শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। পশ্চিম মেদিনীপুরের ভসরাঘাটে ১.৪৭২ কিমি লম্বা বহু প্রতীক্ষিত জঙ্গলকন্যা সেতু নির্মিত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, 'খাদ্যসাথী' প্রকল্পে বাংলার প্রায় ৯ কোটির মধ্যে ৭ কোটি মানুষকে ২ টাকা কেজি দরে চাল আর আটা দেওয়া হচ্ছে, তার একটি বড় অংশই জঙ্গলমহলের মানুষ ও তপশিলি জাতি-উপজাতি সম্প্রদায়। কিন্তু পুরোনো কার্ড ধরলে বর্তমানে প্রায় ৮ কোটির বেশি মানুষ ২ টাকা কেজি দরে চাল ও গম পাচ্ছেন। এছাড়া, স্বাধীনতার ছয় দশক পরেও বেশ কিছু মানুষ তাদের 'ন্যাশনালিটি' নিয়ে ছিলেন সন্দিহান। আমরা নিরলস প্রচেষ্টায় তাঁদের নিজস্ব দেশ দিতে পেরেছি। 'ছিটমহল' নামের অন্ধকার থেকে তাদের বার করে আনতে পেরেছি।

মানুষ চেয়েছিলেন পরিবর্তন। আমরা সেই পরিবর্তনকে পাথেয় করে শুরু করেছিলাম আমাদের পথ চলা। পরিবর্তনের পথে ধর্মনিরপেক্ষতা, সুশাসন, উৎকৃষ্ট শিক্ষা থেকে স্বাস্থ্যব্যবস্থা, সবার ঘরে আলো, খাদ্যসাথী থেকে সবুজসাথী, জলসাথী থেকে কন্যাশ্রী, যুবশ্রী থেকে শিক্ষাশ্রী, শিল্প থেকে কৃষি, খেলাধুলা থেকে সংস্কৃতি, রাস্তাঘাট থেকে জমির পাট্টা, OBC Reservation থেকে শুরু করে শংসাপত্রের Self Attestation, পরিবহণ ব্যবস্থা থেকে নগর উন্নয়ন, গ্রাম থেকে শহর — সর্বত্র চলেছে মা-মাটি-মানুষের সরকারের এক বিরাট কর্মযজ্ঞ। পাহাড় থেকে জঙ্গল, সারা বাংলায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার। এই সময়ে রাজ্যে খরা-বন্যা বা লোডশেডিঙের ছায়া পড়তে দেওয়া হয়নি।

আমরা ২০১১ সালের ২০ মে ক্ষমতায় আসার পর থেকে শুরু হয়েছে নিরন্তর উন্নতির ইতিহাস। আজ আক্ষরিক অর্থেই তৃণমূল সরকার বাংলাকে নিয়ে গিয়েছে উন্নয়নের শিখরে। শত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও সাড়ে ৪ বছরে আমরা যা করেছি, তা পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলির চার্টগুলিতে চোখ রাখলেই পরিষ্কার হবে।

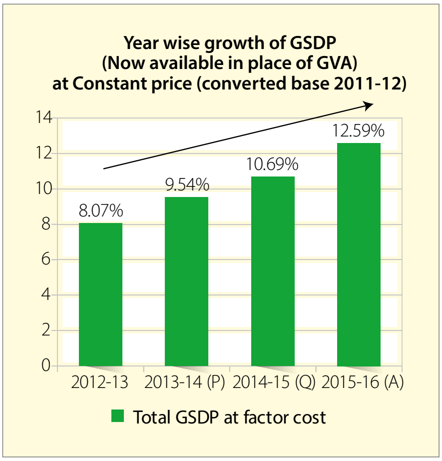
Year wise growth of GSDP
(Now available in place of GVA)
at Constant price (converted base 2011-12)
14
12
10
8
6
4
2
0
8.07%
9.54%
10.69%
12.59%
2012-13
2013-14 (P)
2014-15 (Q)
2015-16 (A)
Total GSDP at factor cost

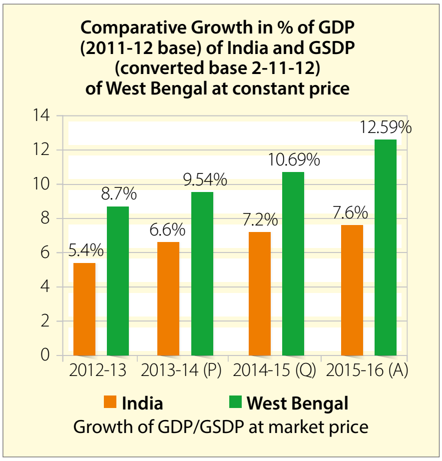
Comparative Growth in % of GDP
(2011-12 base) of India and GSDP
(converted base 2-11-12)
of West Bengal at constant price
14
12
10
8
6
4
2
0
5.4%
8.7%
6.6%
9.54%
7.2%
10.69%
7.6%
12.59%
2012-13
2013-14 (P)
2014-15 (Q)
2015-16 (A)
India
West Bengal
Growth of GDP/GSDP at market price

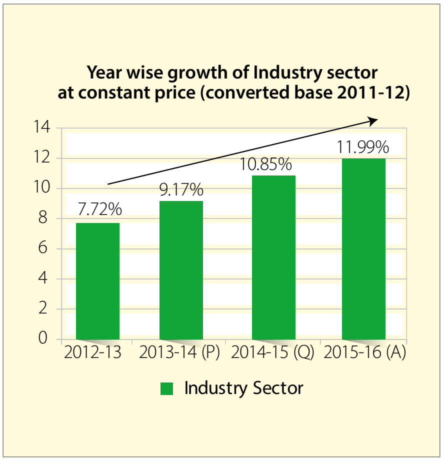
Year wise growth of Industry sector
at constant price (converted base 2011-12)
14
12
10
8
6
4
2
0
7.72%
9.17%
10.85%
11.99%
2012-13
2013-14 (P)
2014-15 (Q)
2015-16 (A)
Industry Sector

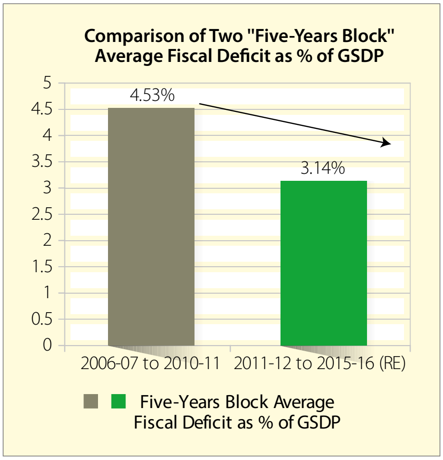
Comparison of Two "Five-Years Block"
Average Fiscal Deficit as % of GSDP
4.53%
3.14%
2006-07 to 2010-11
2011-12 to 2015-16 (RE)
Five-Years Block Average
Fiscal Deficit as % of GSDP

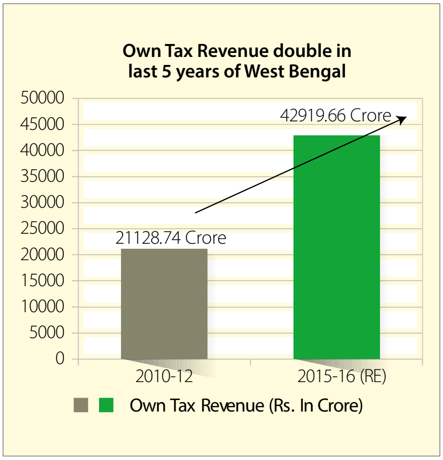
Own Tax Revenue double in
last 5 years of West Bengal
42919.66 Crore
21128.74 Crore
2010-12
2015-16 (RE)
Own Tax Revenue (Rs. In Crore)

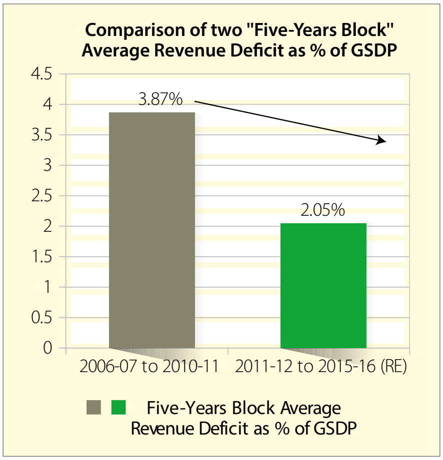
Comparison of two "Five-Years Block"
Average Revenue Deficit as % of GSDP
3.87%
2.05%
2006-07 to 2010-11
2011-12 to 2015-16 (RE)
Five-Years Block Average
Revenue Deficit as % of GSDP

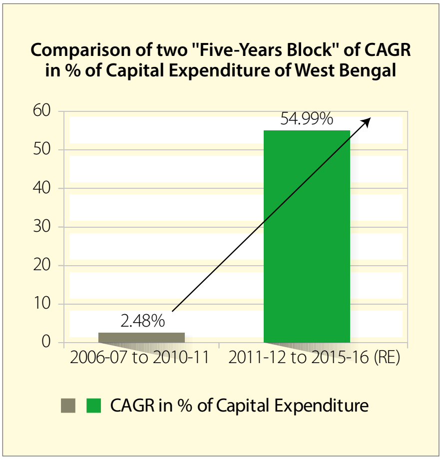
Comparison of two "Five-Years Block" of CAGR in % of Capital Expenditure of West Bengal
60
50
40
30
20
10
0
54.99%
2.48%
2006-07 to 2010-11
2011-12 to 2015-16 (RE)
CAGR in % of Capital Expenditure

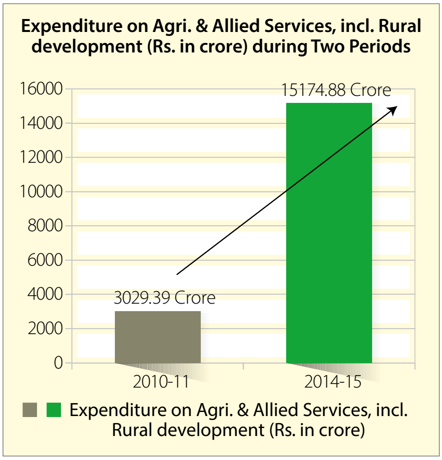
Expenditure on Agri. & Allied Services, incl. Rural development (Rs. in crore) during Two Periods
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
15174.88 Crore
3029.39 Crore
2010-11
2014-15
Expenditure on Agri. & Allied Services, incl. Rural development (Rs. in crore)

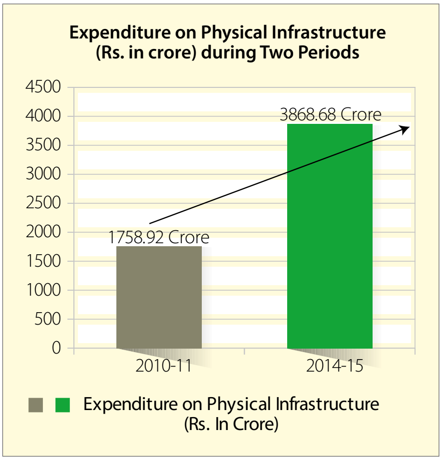
Expenditure on Physical Infrastructure (Rs. in crore) during Two Periods
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
3868.68 Crore
1758.92 Crore
2010-11
2014-15
Expenditure on Physical Infrastructure (Rs. In Crore)

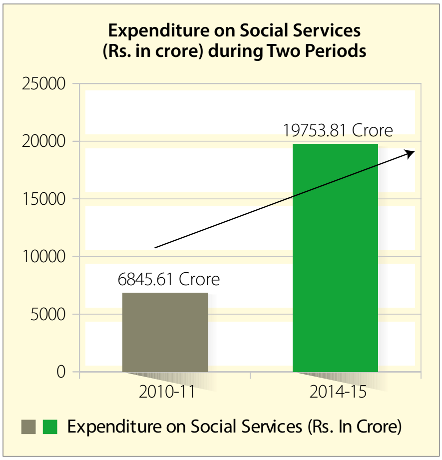
Expenditure on Social Services (Rs. in crore) during Two Periods
25000
20000
15000
10000
5000
0
19753.81 Crore
6845.61 Crore
2010-11
2014-15
Expenditure on Social Services (Rs. In Crore)

সূচিপত্র

সুশাসন ও আইনশৃঙ্খলা	১৫–২৮
স্বাস্থ্য	২৯–৩৬
শিক্ষা	৩৭–৪৬
শিল্প	৪৭–৫৪
ক্ষুদ্র শিল্প	৫৫–৬২
নারী ও শিশুকল্যাণ	৬৩–৬৬
গ্রামোন্নয়ন	৬৭–৭৪
নগরোন্নয়ন	৭৫–৮২
সংস্কৃতি, ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ	৮৩–৯২
কৃষি, ভূমি সংস্কার, উদ্যান পালন, মৎস্যচাষ ও প্রাণি সম্পদ বিকাশ	৯৩–১০০
সংখ্যালঘু উন্নয়ন	১০১–১০৮
জঙ্গলমহল, পাহাড় ও চা–বাগান	১০৯–১১৮
অনগ্রসর কল্যাণ ও আদিবাসী উন্নয়ন	১১৯–১২২
আবাসন	১২৩–১২৪
পূর্ত ও পরিবহণ	১২৫–১২৮
পর্যটন	১২৯–১৩৮

সুশাসন ও আইনশৃঙ্খলা

আমরা ক্ষমতায় আসার আগে থেকেই পশ্চিমবঙ্গে সার্বিকভাবে আইনশৃঙ্খলা ও প্রশাসন ভেঙে পড়েছিল। নারীদের নিরাপত্তা থেকে পথ দুর্ঘটনা, কিংবা সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন নিরাপত্তা — কোনও ক্ষেত্রেই পূর্বতন সরকার যথেষ্ট বিশ্বাসযোগ্যতার প্রমাণ দিতে পারেনি। আমরা বলেছিলাম, 'বদলা নয়, বদল চাই'। অর্থাৎ, চেয়েছিলাম বাংলার সার্বিক পরিবর্তন। সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্য ক্ষমতায় এসে প্রথমেই নজর দিয়েছি রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা রক্ষায়। এসেছে কাঙ্ক্ষিত সুশাসন। এই চার, সাড়ে চার বছরে নানাবিধ উদ্যোগের মাধ্যমে সেই সুশাসনকে আরও সংহত ও সংগঠিত করেছি।

শুধু ঘোষণা নয়, হাতেকলমে কাজ করেছি অনেক। এবার একনজরে দেখে নিই সেই সব সাংগঠনিক প্রক্রিয়ার সংহত ফলাফল।

- প্রশাসনিক বৈঠক ও পরিষেবা প্রদান অনুষ্ঠান : তৃণমূল সরকারকে কলকাতার চার দেওয়ালের মধ্যে আটকে না রেখে, মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে আমাদের সরকার জেলায় জেলায় পরিষেবা প্রদান অনুষ্ঠান ও প্রশাসনিক বৈঠক চালু করেছে। ইতিমধ্যেই আমরা সম্পন্ন করেছি ১০৫টি প্রশাসনিক বৈঠক ও ততোধিক পরিষেবা প্রদান অনুষ্ঠান।

- ভবিষ্যতের কাজের আগাম পরিকল্পনা : বর্তমান সরকারই সর্বপ্রথম, ২০১৪ সাল থেকে, প্রতিটি দপ্তরে সময়-মাফিক কাজ নির্দিষ্ট করে বার্ষিক প্রশাসনিক ক্যালেন্ডার (Administrative Calendar) প্রকাশ করেছে।

- সামাজিক দায়বদ্ধতা : মানুষকে সঠিক সময়ে তার প্রাপ্য পরিষেবা প্রদান সুনিশ্চিত করতে বর্তমান সরকার The Right to Services Act প্রণয়ন করেছে।

- সহজতর পরিষেবা : আমাদের সরকার জনসাধারণের জন্য ৪৩টি ক্ষেত্রে 'গেজেটেড অফিসার' দ্বারা প্রত্যয়ন (Attestation), ৩১টি ক্ষেত্রে হলফনামা (Affidavit) এবং সরকারি কর্মচারীদের জন্য ৫টি ক্ষেত্রে প্রত্যয়ন/হলফনামা প্রথার অবসান ঘটিয়েছে। এখন থেকে এইসব ক্ষেত্রে, প্রার্থীর স্ব-প্রত্যয়ন/স্ব-ঘোষণাই (Self-Attestation/Self-Declaration) যথেষ্ট। এই তালিকা ভবিষ্যতে আরও বর্ধিত করা হবে।

- বন্‌ধের পথ বন্ধ : বর্তমান সরকারের আমলে, কর্মসংস্কৃতিতে অভূতপূর্ব উন্নতি হয়েছে। কর্মনাশা ধর্মঘটের ফলে বিগত সরকারের আমলের নষ্ট হওয়া বিপুল শ্রমদিবস বর্তমানে শূন্যে এসে দাঁড়িয়েছে।

- ই-গভর্নেন্স : বর্তমান রাজ্য সরকার তথ্যপ্রযুক্তি ও বৈদ্যুতিন যোগাযোগ ব্যবস্থাকে কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন তথ্য, অভাব-অভিযোগের প্রতিকার (grievance redressal) ও সরকারি পরিষেবা, যেমন গভর্নমেন্ট টু কাস্টমার (G2C), গভর্নমেন্ট টু বিজনেস (G2B), গভর্নমেন্ট টু গভর্নমেন্ট (G2G) ইত্যাদি সরাসরি মূল উপভোক্তার কাছে পৌঁছে দিতে সক্ষম হয়েছে। এর ফলে একদিকে যেমন সরকারি পরিষেবা প্রদান (service delivery) ত্বরান্বিত হয়েছে, অন্যদিকে সরকারি কাজে স্বচ্ছতা (transparency),

কার্যকারিতা (efficiency) এবং স্বাচ্ছন্দ্য (convenience) বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

এই উদ্দেশ্যে মা–মাটি–মানুষের সরকারের বিভিন্ন দপ্তর একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। তার কিছু উদাহরণ নিম্নরূপ :

- অর্থ ও আবগারি দপ্তরের আই.এফ.এম.এস (ইন্টিগ্রেটেড ফিনান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম)–এর অন্তর্গত
    - ই–বণ্টন (অনলাইন অর্থ আবন্টন)
    - ই–সি.টি.এস (অনলাইন কেন্দ্রীভূত কোষাগার ব্যবস্থা)
    - ই–প্রদান (অনলাইন অর্থ প্রদান)
    - ই–বিলিং
    - এইচ.আর.এম.এস (অনলাইন মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা) ইত্যাদি রাজস্ব ব্যবস্থাপনাকে আরও জোরদার করতে সক্ষম হয়েছে।

এছাড়া এই দপ্তরের অন্যান্য উদ্যোগের মধ্যে উল্লেখযোগ্য:

- ডব্লু.এফ.টি.এস (অনলাইন ওয়ার্ক ফ্লো–বেসড ফাইল ট্র্যাকিং সিস্টেম)
- জি.আর.আই.পি.এস (গভর্নমেন্ট রিসিট্স পোর্টাল সিস্টেম)
- ই–টেন্ডারিং
- ই.সি.এস (ইলেকট্রনিক ক্লিয়ারিং সিস্টেম)
- ই–নথিকরণ
- ই–আবগারি
- সি.ও.এস.এ (বেতন অ্যাকাউন্টের কম্পিউটারাইজেশন) ইত্যাদি

সামগ্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে আরও স্বচ্ছ করেছে।

- শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের ‘শিল্পসাথী’ ই–গভর্নেন্সের মাধ্যমে বিনিয়োগকারীদের সর্বাঙ্গীণ সহায়তা প্রদান করে চলেছে।

- এছাড়া তথ্য ও প্রযুক্তি দপ্তরের পেপার–বিহীন অফিসের অন্তর্গত ই–অফিস ও ই–ডিস্ট্রিক্ট এবং অনলাইনে নথি সংরক্ষণের জন্য ডি.এম.এস (ইলেকট্রনিক ডকুমেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম) সারা রাজ্যে এবং জেলা কালেক্টরেটগুলিতে চালু করা হয়েছে।
- এর বাইরে বিভিন্ন পরিষেবামূলক প্রকল্পও ই–গভর্নেন্সের আওতাভুক্ত করা হয়েছে:
  - কন্যাশ্রী বৃত্তি প্রদান (নারী ও শিশু কল্যাণ দপ্তর)
  - শিক্ষাশ্রী বৃত্তি ও তপশিলি জাতি/উপজাতি শংসাপত্র প্রদান (অনগ্রসর শ্রেণিকল্যাণ ও আদিবাসী উন্নয়ন দপ্তর)
  - যুবশ্রী ভাতা প্রদান (শ্রম দপ্তর)
  - লোক প্রসার প্রকল্পে ভাতা প্রদান (তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর)
  - খাদ্যসাথী (খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তর)
  - মাটির কথা (কৃষি দপ্তর)
  - সংখ্যালঘুদের বৃত্তি প্রদান (সংখ্যালঘু বিষয়ক দপ্তর)
  - ১০০ দিনের কাজে মজুরি প্রদান, বার্ধক্য ভাতা প্রদান, বিধবা ভাতা প্রদান, অক্ষমতা ভাতা প্রদান (পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর) ইত্যাদি পুরোটাই ই–গভর্নেন্সের দ্বারা পরিচালিত।

এর স্বীকৃতিও হাতেনাতে পাওয়া গিয়েছে। তৃণমূল সরকার ই–গভর্নেন্সে অগ্রণী ভূমিকার জন্য যেসব পুরস্কার লাভ করেছে, সেগুলি হল:

- ই–রেডিনেসের জন্য ডেটাকোয়েস্ট পুরস্কার
- ডব্লিউ.এফ.টি.এস (অনলাইন ওয়ার্ক ফ্লো–বেসড ফাইল ট্র্যাকিং সিস্টেম)–এর জন্য সি.এস.আই নিহিলেন্ট পুরস্কার ২০১৩–১৪
- বাণিজ্য করের ক্ষেত্রে ই–উদ্যোগের জন্য জাতীয় ই–গভর্ন্যান্স পুরস্কার ২০১৪–১৫
- ই–আবগারির জন্য স্কোচ প্ল্যাটিনাম উৎকর্ষ পুরস্কার ২০১৪ ইত্যাদি

তবে এখানেই থেমে গেলে হবে না। আমাদের সরকার প্রতিটি ক্ষেত্রে ই–গভর্নেন্সের সুবিধা জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

সুশাসন ও গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক পদক্ষেপ :

- তৃণমূল সরকারের সময়ে বিভিন্ন নীতি নির্ধারণে ও প্রকল্পের দ্রুত রূপায়ণের জন্যে ৯৪টি ক্যাবিনেট মিটিং ৫৩টি স্ট্যান্ডিং কমিটির মিটিং অনুষ্ঠিত হয়েছে, যেখানে বিগত সরকারের সময়কালে (২০০৬ - ২০১১) ৫৯টি ক্যাবিনেট মিটিং ও ৩০টি স্ট্যান্ডিং কমিটির মিটিং অনুষ্ঠিত হয়েছিল।
- এরই সঙ্গে প্রতি ৩ মাস পর পর আমাদের রাজ্যস্তরে সমস্ত দপ্তরের ও প্রতিটি জেলার কাজকর্মের তদারকি করে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়েছেন মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী। এছাড়া নিয়মিত দপ্তরভিত্তিক সমন্বয় মিটিংগুলি আয়োজন করা হয়েছে।

শান্তিশৃঙ্খলা স্থাপন ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা —

- সারা পশ্চিমবঙ্গে আজ আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। জঙ্গলমহল থেকে পাহাড়, সর্বত্র আজ শান্তি বিরাজ করছে।
- হাওড়া, বিধাননগর, আসানসোল — দুর্গাপুর, ব্যারাকপুর ও শিলিগুড়িতে আমরা পাঁচটি নতুন Police Commissionerate গড়ে তুলেছি।
- উপকূলীয় সুরক্ষা মজবুত করতে সারা রাজ্যে ৮টি নতুন উপকূলবর্তী থানা স্থাপন করা হয়েছে।
- মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে নিরন্তর সতর্কতার মেলবন্ধন ঘটিয়ে, মানুষের সাহায্যে পুলিশি ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য আমরা Community Policing-এর উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছি। ৩টি নতুন Community Policing Project, যথা — GOALZ, SAMPARK ও SUKANYA, কলকাতা পুলিশ চালু করেছে। সাধারণ মানুষের সঙ্গে পুলিশের সম্পর্ক সুদৃঢ় করতে জেলায় জেলায় জঙ্গলমহল কাপ, সুন্দরবন কাপ, হিমল-তরাই-ডুয়ার্স কাপ আমরা চালু করেছি।
- পাশাপাশি বিচারব্যবস্থার উন্নতিকল্পে ৫১টি মহিলা কোর্ট-সহ মোট ৮৮টি FAST TRACK COURTS আমরা রাজ্যে গঠন করেছি। ৮টি CBI Court নতুন চালু হয়েছে, আরও ৩টি দ্রুত চালু হবে।

- আইনশৃঙ্খলা: রাজ্যে শান্তি ও স্থিতি বিরাজমান। জঙ্গলমহল ও পাহাড় হাসছে। জাতীয় অপরাধ লেখ্য ব্যুরোর (National Crime Records Bureau) তথ্য অনুযায়ী, কলকাতা মহানগরী মহিলাদের জন্য সবচেয়ে নিরাপদ শহর। রাজ্যে নারীদের প্রতি অপরাধ, ডাকাতি, খুন, জখম ইত্যাদির ঘটনা ক্রমশ কমছে।

পশ্চিমবঙ্গে আইনশৃঙ্খলার অগ্রগতি

- বর্তমান সরকারের বিগত সাড়ে চার বছরের শাসনকালে পশ্চিমবঙ্গে আইনশৃঙ্খলার অভূতপূর্ব উন্নতি হয়েছে। National Crime Record Bureau–র তথ্য অনুসারে, পশ্চিমবঙ্গে বিগত সময়কালের সঙ্গে বর্তমান সময়কালের তুলনা করলে বা ভারতবর্ষের অন্য রাজ্যে ঘটা অপরাধের সঙ্গে এই রাজ্যে ঘটা অপরাধের তুলনা করলে সহজেই বোঝা যায় যে, পশ্চিমবঙ্গে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে অপরাধের ঘটনা — সেকাল আর একাল

- ১৯৭৭ থেকে ২০০৯ — এই সময়কালে পশ্চিমবঙ্গে মোট ৫৫,৪০৮টি রাজনৈতিক হত্যা সংঘটিত হয় — অর্থাৎ, তখন গড়ে প্রতিদিন ৫টি করে রাজনৈতিক হত্যা হত। পাশাপাশি ১৯৬৭ থেকে ২০১১ সালের মধ্যে ৪০টি রাজনৈতিক গণহত্যা সংঘটিত হয়েছিল — যার মধ্যে রয়েছে নকশালবাড়ি, নেতাই, রাজারহাট, মরিচঝাঁপি, সাঁইবাড়ি, সিঙ্গুর, নন্দীগ্রাম, বানতলা, নানুর, ছোট আঙারিয়া ইত্যাদি।
- ২০০৬ থেকে ২০১১ সালের মধ্যে ভয়াবহ অপরাধের (Violent Crime) সংখ্যা প্রায় ১০০% হারে রাজ্যে বৃদ্ধি পেয়েছিল, সেখানে বর্তমান সরকারের সময়কালে, ২০১১ থেকে ২০১৪ সালের মধ্যে, বিগত দিনের তুলনায় ভয়াবহ অপরাধমূলক ঘটনার বৃদ্ধির হার ৬০% হ্রাস পেয়েছে।
- ২০০৬ থেকে ২০১১ সালের মধ্যে মহিলাদের প্রতি সংঘটিত অপরাধের

সংখ্যা যেখানে প্রায় ১২৭% হারে বৃদ্ধি পেয়েছিল রাজ্যে, সেখানে বর্তমান সরকারের সময়কালে, ২০১১ থেকে ২০১৪ সালের মধ্যে, বিগত দিনের তুলনায় মহিলাদের প্রতি সংঘটিত অপরাধের বৃদ্ধির হার ৯৬% হ্রাস পেয়েছে।

- ধর্ষণের মতো ঘৃণ্য অপরাধ ২০১১ সালের তুলনায় ২০১৪ সালে ৩৮% হ্রাস পেয়েছে। একইসঙ্গে, পার্ক স্ট্রিট, কামদুনির মতো মামলায় রাজ্য সরকারের দৃঢ় পদক্ষেপের ফলশ্রুতিতে অপরাধীরা ধরা পড়েছে ও দ্রুত শাস্তি পেয়েছে।
- উল্লেখযোগ্য যে, মহিলাদের প্রতি অপরাধের ক্ষেত্রে পুলিশ দ্রুততার সঙ্গে চার্জশিট গঠন করেছে। শালবনিতে ৪ দিন, বর্ধমানে ১০ দিন ও দক্ষিণ দিনাজপুরে ঘটনার ২১ দিনের মধ্যে চার্জশিট দাখিল তার অন্যতম উদাহরণ।
- জঙ্গলমহল এলাকায় কেবলমাত্র ২০০৯ ও ২০১০ সালে ৪০৪ জন সাধারণ মানুষ আর ৪৮ জন পুলিশকর্মী খুন হয়েছিলেন, কিন্তু বিগত তিন বছরে জঙ্গলমহলে এরকম ঘটনা একটিও ঘটেনি।
- ২০০৬ সালের জুন মাস থেকে ২০১১ সালের মে মাসের মধ্যে রাজ্যে ৩৬৫টি পুলিশের গুলিচালনার ঘটনা ঘটেছিল, যার ফলে ৭০ জন নিহত হন এবং ১০৮ জন আহত হন। গুলিচালনার ঘটনা এখন বিরল।

অপরাধের ঘটনা — সারা দেশের নিরিখে পশ্চিমবঙ্গ

- National Crime Record Bureau-র ২০১৪ সালের প্রকাশিত তথ্য অনুসারে, ২০১৩ সালের তুলনায় ২০১৪ সালে সারা দেশে অপরাধের ঘটনা (Cognizable Crime) ৮% বৃদ্ধি পেয়েছে। অপরাধের ঘটনা (Cognizable Crime Under IPC) সবচেয়ে বেশি (সারা দেশের প্রায় ১৯%) সংঘটিত হয়েছে মধ্যপ্রদেশ ও মহারাষ্ট্রে। পশ্চিমবঙ্গে অপরাধের ঘটনা এই রাজ্যগুলির তুলনায় নগণ্য — মধ্যপ্রদেশের তুলনায় ৩২% ও মহারাষ্ট্রের তুলনায় ২৫% কম।
- সারা দেশে ধর্ষণের ঘটনা সবচেয়ে বেশি সংঘটিত হয়েছে মধ্যপ্রদেশ ও রাজস্থানে। পশ্চিমবঙ্গে ২০১৪ সালে ঘটা ধর্ষণের ঘটনা মধ্যপ্রদেশের তুলনায় ২৪৬% কম এবং রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ ও মহারাষ্ট্রের তুলনায় ১৩০% কম।

- দিল্লির তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে ঘটা ধর্ষণের ঘটনা কম।
- পাশাপাশি দিল্লি শহরের তুলনায় কলকাতা অনেক বেশি নিরাপদ। ২০১৪ সালের প্রকাশিত তথ্য অনুসারে সারা ভারতের বিভিন্ন শহরে সংঘটিত হওয়া অপরাধের (Congnizable Crime Under IPC) মধ্যে যেখানে ২২.৭% দিল্লিতে ঘটে, সেখানে মাত্র ৪.২% সংঘটিত হয় কলকাতায়। মুম্বই, বেঙ্গালুরুর থেকেও অনেক কম অপরাধ ঘটে কলকাতায়।

  এক কথায়, পশ্চিমবঙ্গে আজ আক্ষরিক অর্থেই সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

বর্তমান রাজ্য সরকার সব ধরনের অপরাধ, বিশেষত নারীদের বিরুদ্ধে অপরাধের ক্ষেত্রে অনমনীয় মনোভাব (zero tolerance) গ্রহণ করেছে।

এই উদ্দেশ্যে সারা রাজ্যে ৮৯টি নতুন থানা গড়ে তোলা হয়েছে। এছাড়া, ৬৫টি মহিলা থানা গড়ে তোলা হচ্ছে — যার মধ্যে ৩০টি মহিলা থানা ইতিমধ্যেই কাজ করা শুরু করে দিয়েছে।

এর পাশাপাশি, কলকাতা পুলিশের পরিধি আরও বিস্তৃত করা হয়েছে।

রাজ্য পুলিশে প্রায় দেড় লক্ষ সিভিক ভলান্টিয়ার ও প্রায় সাড়ে ৩ হাজার ভিলেজ পুলিশ ভলান্টিয়ার নিয়োগের পাশাপাশি প্রায় ৫০ হাজার নতুন পদের সৃষ্টি ও আরও প্রায় ৫ হাজার নতুন পদের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

- মালিকানাভিত্তিক বাসস্থান প্রকল্প ‘আকাঙ্ক্ষা’ (সরকারি কর্মচারীদের জন্যে) ও ‘প্রত্যাশা’ (পুলিশের কর্মচারীদের জন্য) রূপায়ণের জন্য রাজ্য সরকার বিনামূল্যে জমির সংস্থান করেছে।
- পুলিশ কর্মচারীদের ১৫ বছরের কার্যকাল সম্পন্ন হলে তাঁদের ‘হোম ডিস্ট্রিক্ট পোস্টিং’-এর ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- সু-প্রশাসনের জন্য নতুন আলিপুরদুয়ার জেলা গঠন করা হয়েছে।
- সরকারি কর্মচারীদের জন্য প্রতি ৫ বছর অন্তর ‘হোম ট্র্যাভেল কনসেশন’ এবং প্রতি ১০ বছর অন্তর বিদেশ ভ্রমণের সুযোগ-সহ ‘লিভ ট্র্যাভেল কনসেশন’-এর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

- রাজ্য প্রশাসনের আধিকারিকদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে তাঁদের জন্য বিদেশে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- রাজ্যের যেসব যুবারা জাতীয় তথা রাজ্য স্তরের পরীক্ষার মাধ্যমে প্রশাসনিক পেশার সাথে যুক্ত হতে চান, তাঁদের সহায়তার জন্য সল্টলেকের এ.টি.আই–তে 'সিভিল সার্ভিসেস স্টাডি সেন্টার' স্থাপন করা হয়েছে।

পেনশন প্রদান :

- পেনশন প্রদানের মধ্যে দিয়ে সারা রাজ্যে প্রায় ২৩ লক্ষ মানুষকে সামাজিক সুরক্ষা প্রদান করছে আমাদের সরকারের বিভিন্ন দপ্তর —
- রাজ্যে পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর প্রতি মাসে ১৯ লক্ষের ও বেশি মানুষকে বার্ধক্য ভাতা, বিধবা ভাতা ও প্রতিবন্ধী ভাতা প্রদান করছে।
- সমাজ কল্যাণ দপ্তর প্রতি মাসে ১ লক্ষ ৬০ হাজারেরও বেশি মানুষকে বার্ধক্য ভাতা, বিধবা ভাতা ও প্রতিবন্ধী ভাতা প্রদান করছে।
- তপ. উপজাতি উন্নয়ন দপ্তর প্রতি মাসে প্রায় ১ লক্ষ ৩০ হাজারেরও বেশি তপ. উপজাতিভূক্ত মানুষকে বার্ধক্য ভাতা প্রদান করছে।

স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্প :

- আমাদের সরকার প্রায় ৮০ লক্ষ Civic Police Volunteers, Green Police Volunteers, Civil Defence Volunteers, প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতে Village Police Volunteers, Disaster Management Workers, ASHA Workers, SHGS, NVF/Home Guard, ICDS Workers এবং সরকারের জন্য Contractual/Casual/Daily rated Worker ও তাদের প্রায় ৪ কোটি পরিবারের সদস্যদের 'স্বাস্থ্যসাথী' প্রকল্পের মাধ্যমে স্বাস্থ্যবিমার আওতাভুক্ত করেছে। এ বছরের ১ এপ্রিল থেকে এটি চালু হবে।

- এই প্রকল্পে পরিবারের সদস্যের কোনও ঊর্ধ্বসীমা নেই এবং বছরে দেড় লক্ষ টাকা এবং ক্ষেত্রবিশেষে ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত Coverage-এর ব্যবস্থা রয়েছে।
- রাজ্য সরকার এই প্রকল্প খাতে বার্ষিক ১০০০ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দ ধার্য করেছে।

হকার সাথী প্রকল্প :

তৃণমূল সরকার খুব শীঘ্রই হকার ভাইবোনেদের জন্য হকার সাথী নামক একটি নতুন সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের সূচনা করতে চলেছে। এই প্রকল্পটির অন্তর্গত আইডেন্টিটি কার্ড, ভবিষ্যনিধি তহবিল (Provident Fund), সাধারণ ও দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুর ক্ষেত্রে অর্থ সাহায্য, ব্যবসার জন্য ভাতা ইত্যাদির সুযোগ থাকবে। বিভিন্ন পৌরসভাগুলিতে এই বাবদ হকার নথিভুক্তিকরণের কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে।

মাভৈ :

- পশ্চিমবঙ্গ সরকার ০১.০৩.২০১৬ তারিখ থেকে তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগে নথিভুক্ত (অ্যাক্রেডিটেড) সাংবাদিকদের চিকিৎসাজনিত ও ব্যক্তিগত দুর্ঘটনার বিমা সংক্রান্ত সুবিধার জন্য 'ওয়েস্টবেঙ্গল হেলথ স্কিম ফর জার্নালিস্ট ২০১৬' প্রকল্প চালু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। আমাদের সরকার এই প্রকল্পের নাম দিয়েছে 'মাভৈ'।

এই প্রকল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি হল —

- ৬৫ বছর বয়স পর্যন্ত নথিভুক্ত সাংবাদিক (এমনকী অবসরপ্রাপ্তরাও) ছাড়াও তাঁর স্ত্রী/স্বামী, পিতা/মাতা, নাবালক ভাই/বোন, নির্ভরশীল অবিবাহিতা/ /বিধবা/বিবাহবিচ্ছিন্না বোন এবং সন্তানাদি এই প্রকল্পের আওতাভুক্ত হবেন।
- সকল প্রকার সরকারি হাসপাতাল পরীক্ষাকেন্দ্র ছাড়াও পৌরসভা/ কর্পোরেশন/অন্যান্য স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলি পরিচালিত স্বাস্থ্যকেন্দ্র হাসপাতাল এবং সরকারি তালিকার অন্তর্গত বিভিন্ন বেসরকারি স্বাস্থ্য-পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থায় চিকিৎসাজনিত ব্যয় সরকার বা সরকার নির্দিষ্ট সংস্থা বহন করবে।

- তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর এই বিষয়ের পূর্ণ তদারকি করবে এবং পরবর্তী আদেশনামার মাধ্যমে এই প্রকল্পের বিস্তারিত বিবরণ দ্রুত জানানো হবে।

Contractual / Casual / Daily rated Worker–দের কাজের নিরাপত্তা

রাজ্য সরকার Contractual / Casual / Daily rated Worker–দের কাজের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করেছে এবং একগুচ্ছ সিদ্ধান্ত এ বিষয়ে গ্রহণ করেছে :

- ৬০ বছর বয়স পর্যন্ত তাদের চাকরি থেকে সরানো যাবে না।
- প্রতি বছর ৩% হারে তাদের উপার্জন বৃদ্ধি হবে।
- ৬০ বছর বয়সের পর তাদের ২ লক্ষ টাকার Benefit প্রদান করা হবে।
- স্বাস্থ্যবিমার আওতায় তাদের নিয়ে আসা হয়েছে। সাধারণ অসুস্থতার চিকিৎসায় দেড় লক্ষ টাকা পর্যন্ত এবং গুরুতর অসুস্থতায় পাঁচ লক্ষ টাকা পর্যন্ত চিকিৎসা ব্যয় এই বিমা প্রকল্পে বহন করা হবে।
- চাকরির মেয়াদের উপর নির্ভর করে Group-D কর্মচারীদের সর্বোচ্চ ২০ হাজার টাকা ও সর্বনিম্ন ১০ হাজার টাকা এবং Group-C কর্মচারীদের সর্বোচ্চ ২২,৫০০ টাকা এবং সর্বনিম্ন ১১,৫০০ টাকা মাসের বেতন ধার্য করা হয়েছে।
- এক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের অতিরিক্ত ব্যয় হবে ৫০০ কোটি টাকা। এছাড়া আরও সুযোগসুবিধার ব্যাপারে মুখ্য সচিবের নেতৃত্বে একটি High Powered Committee গঠিত হয়েছে। তারা ৩০ অগস্টের মধ্যে রিপোর্ট দেবে।

Paternity cum Child Care Leave

- আমাদের সরকার ইতিমধ্যেই মহিলা কর্মচারীদের জন্য Maternity Leave ১৮০ দিন এবং ৭৩০ দিন Child Care Leave মঞ্জুর করেছে। খুব সম্প্রতি রাজ্য সরকার সমস্ত পুরুষ কর্মচারীদের জন্য ৩০ দিন Paternity cum Child Care Leave মঞ্জুর করেছে।

বাংলার মা–মাটি–মানুষের সহায়তা ও শুভেচ্ছায় আগামী দিনে বাংলা পাবে আরও সুসংহত, সুশৃঙ্খল এক নাগরিক সমাজ, যেখানে সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির পথে প্রশাসন ও আইন ব্যবস্থার সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে মানুষ পাবে বেঁচে থাকার মানে।

- আইনশৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষেত্রে প্রশাসন যাতে ভালোভাবে কাজ করতে পারে তার জন্য গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে ও হবে।
- সাধারণ ক্রাইম ছাড়াও 'সাইবার ক্রাইম' এখনকার সময়ে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। এই সব দিকে প্রশাসনের বিশেষ নজর থাকবে।
- আমরা (তৃণমূল দল) মনে করি, আইন আইনের পথেই চলবে (The law will take its own course)।
- প্রশাসন স্বচ্ছতার সাথে ও নিরপেক্ষভাবে কাজ করুক — এটাই মা–মাটি–মানুষের সরকারের কাম্য।
- পুলিশকর্মীদের জন্য বাড়ির ('প্রত্যাশা' ও 'আকাঙ্ক্ষা' দিয়ে শুরু) সংখ্যা আরও বৃদ্ধি করা হবে।
- পুলিশকর্মীদের পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্য ও শিক্ষার দিকে বিশেষ নজর দেওয়া হবে।
- কাজ করতে করতে মৃত কর্মীর পরিবারের নিকট সদস্যরা চাকরি পাবেন। সামাজিক দায়বদ্ধতা পালনের জন্য প্রশাসন ইতিমধ্যে কনস্টেবলদের মধ্যে ১৫ বছর কাজের পরে নিজ নিজ জেলায় (home district) পোস্টিঙের আদেশ দিয়েছে। এই সুবিধা অন্য স্তরের পুলিশকর্মীদের ক্ষেত্রেও প্রসারিত করার কথা ভাবা হবে।

- Police Force-এর manpower, infrastructure ও অন্যান্য সুযোগ বৃদ্ধির জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হবে।
- পুলিশ প্রশাসনের সাথে জনসংযোগ নিবিড় ও সুদৃঢ় করার জন্য সচেষ্ট থাকা হবে।
- সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও সংখ্যালঘু সুরক্ষার বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে। তপশিলি, আদিবাসী, OBC ও অন্যান্য সম্প্রদায়ভুক্ত সব মানুষদের সুরক্ষার দিকে বিশেষ নজর দেওয়া হবে।
- সাধারণ মানুষ যেন নিরাপদে থাকেন ও বিচার পান এবং মহিলারা যাতে তাড়াতাড়ি বিচার পান সেদিকে বিশেষ নজর দেওয়া হবে।
- মা–বোনেদের সুরক্ষার জন্য বিশেষ সেল তৈরি করা হবে।
- সাধারণ পুলিশ স্টেশনের সাথে সাথে মহিলা পুলিশ স্টেশন আরও বেশি তৈরি করা হবে।
- Civic Volunteers, NVF, Home Guard, Village Police এবং District Management–এ যারা কাজ করে বেশি গুরুত্ব দিয়ে তাদের মান উন্নত করা হবে।
- Fast Track Court ও মানবাধিকার কোর্টের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে।
- কনস্টেবলের চাকরির ১০ শতাংশ সিভিক ভলান্টিয়ার এবং হোম গার্ডদের মধ্য থেকে বাছাই করা কর্মপ্রার্থীদের দেওয়া হবে।
- বয়স্ক নাগরিকদের জন্য আবাসন, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক বিভিন্ন নতুন প্যাকেজ প্রবর্তিত হবে।
- বর্জ্য পদার্থ বিষয়ক ব্যবস্থাপনা, বর্জ্য পদার্থের পুনর্ব্যবহার ও তার থেকে শক্তি উৎপাদন করার উদ্যোগ নেওয়া হবে।
- মহিলা পুলিশকর্মীর সংখ্যা বাড়ানো হবে।
- পাহাড়–জঙ্গল–সহ সারা বাংলায় কোনও বিভেদ নয়, শান্তি চাই। শান্তি ও ঐক্যের বাতাবরণের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হবে।

- নতুন Police Commissionerate তৈরি করা হবে। এছাড়া ৬টি নতুন জেলা (সুন্দরবন, কালিম্পং, বসিরহাট, বর্ধমান-শিল্প, বর্ধমান-গ্রামীণ ও ঝাড়গ্রাম) এবং ৩টি নতুন মহকুমা (মিরিক, ঝালদা ও মালবাজার) গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।
- প্রশাসনকে আরও বেশি করে তৃণমূল স্তরে নিয়ে যাওয়া হবে।
- ব্লক স্তর অবধি যে প্রশাসনিক (১০৫টি) মিটিং করা হয়েছে, তা আগামী দিনে আরও বেশি সংখ্যায় করা হবে, যাতে উন্নয়নের সুফল আরও দ্রুত মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায়।
- রাজ্যে শান্তির শাসন আরও বেশি করে সুপ্রতিষ্ঠিত করা হবে।
- কোনও দাঙ্গা বরদাস্ত করা হবে না।
- বাংলা হবে দাঙ্গামুক্ত।
- যারা অসামাজিক কাজে নিযুক্ত, পুলিশ তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেবে।
- সাধারণ মানুষেরর প্রতি পুলিশের আচরণ হবে মানবিক।
- মহিলা নিরাপত্তার দিকে আরও জোর দিতে হবে
- প্রশাসনিক স্তরে স্বচ্ছতা এবং দায়িত্ববোধের সঙ্গে আমরা আপামর জনসাধারণের জন্য সুশাসন দিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ থাকব।

স্বাস্থ্য

আমাদের প্রতিশ্রুতি ছিল যে, রাজ্যের সকলের জন্য সুস্বাস্থ্যের ব্যবস্থা হবে মা–মাটি–মানুষের সরকারের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। বলেছিলাম, প্রসূতি মৃত্যুর হার যথাসম্ভব কমাব। আপ্রাণ চেষ্টায় কমিয়ে আনব নবজাতক মৃত্যুর সংখ্যাও। দরিদ্র এবং গ্রামীণ মানুষ যাতে সেরা চিকিৎসা পান, তার জন্য প্রতিশ্রুতি ছিল সবার জন্য উন্নত মানের পরিষেবার। আমরা শপথ নিয়েছিলাম যে, প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে থাকবে অধিকতর চিকিৎসার সুযোগ এবং মহকুমা স্তরেও Intensive Care Unit–এর সুবিধা দেওয়া হবে। আমাদের লক্ষ্য ছিল — বিভিন্ন স্তরের হাসপাতালে আধুনিক যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা এবং সেগুলি চালাবার মতো লোক নিয়োগ। বলেছিলাম, পাঁচ বছরের মধ্যেই হাল ফেরাব স্বাস্থ্যব্যবস্থার। যে কোনও চিকিৎসা কর্মীকে নিজের দায়িত্ব সম্পর্কে সজাগ করে তোলাই ছিল মুখ্য উদ্দেশ্য।

আমাদের অঙ্গীকার ছিল — সবার জন্য স্বাস্থ্য, Health for All। আজ সগর্বে বলতে

পারি, সরকারি হাসপাতালগুলিতে বিনামূল্যে চিকিৎসাব্যবস্থা প্রবর্তন করে আমরা এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পেরেছি।

প্রতিশ্রুতি রক্ষার চেয়েও অনেক বেশি কাজ করেছি। স্বাস্থ্যে এসেছে বৈপ্লবিক জোয়ার:

স্বাস্থ্যক্ষেত্রের পরিকাঠামো উন্নয়নে বিগত সাড়ে চার বছরে অভাবনীয় উন্নতি ঘটেছে:

- এখন রাজ্যের সমস্ত সরকারি হাসপাতালে সবার জন্য অন্তঃবিভাগীয় (indoor) চিকিৎসা বিনামূল্যে পাওয়া যাচ্ছে। এর পাশাপাশি, রাজ্যের সরকারি হাসপাতালগুলিতে ভর্তি সমস্ত রোগীকে বিনামূল্যে ওষুধপত্র সরবরাহ করা হচ্ছে — এটি একটি অভিনব উদ্যোগ

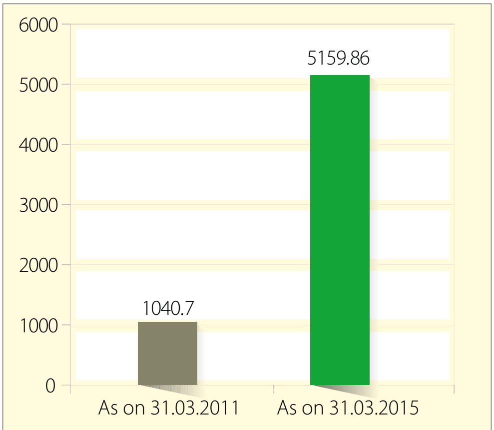

Amount of Plan Expenditure out of State Budget during 2007-11 vs. 2011-2015 (in ₹ crore)

- মাত্র সাড়ে ৪ বছরে, ১০৯টি ন্যায্য মূল্যের ওষুধের দোকান খোলা হয়েছে, যেখান থেকে বিভিন্ন ওষুধের দামে ৪৮% থেকে ৭৭.২% পর্যন্ত ছাড় দেওয়া হচ্ছে। আজ পর্যন্ত এইসব দোকান থেকে প্রায় ২ কোটি মানুষ ৫৮৫ কোটি টাকারও বেশি ছাড় পেয়ে উপকৃত হয়েছেন। আমাদের এই অভিনব উদ্যোগটি সারা দেশে Model হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে।
- আরও ৯টি ন্যায্য মূল্যের ওষুধের দোকান মে মাসের মধ্যে চালু হয়ে যাবে।
- ৭৯টি ন্যায্য মূল্যের ডায়াগনস্টিক কেন্দ্র খোলা হয়েছে, যেখানে বাজারদরের থেকে ৫০%-এরও কম মূল্যে (অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ

বিনামূল্যে) এক্স-রে, ডায়ালিসিস, সি.টি স্ক্যান ও এম.আর.আই করা হচ্ছে। আরও ১৪টি ন্যায্য মূল্যের Diagnostic Centre মে মাসের মধ্যে চালু হয়ে যাবে।

- আমরা বিভিন্ন জেলা ও মহকুমায় ৩৬টি CCU (Critical Care Unit) ও ১৭টি HDU (High Dependency Unit) গড়ে তুলেছি। পশ্চিমবঙ্গই একমাত্র রাজ্য যেখানে মহকুমা স্তরে CCU/HDU স্থাপন করার পাশাপাশি সকল রোগীর চিকিৎসা সম্পূর্ণ বিনামূল্যে করা হয়ে থাকে। আরও ২টি CCU ও ৪টি HDU মে মাসের মধ্যে চালু হয়ে যাবে ।

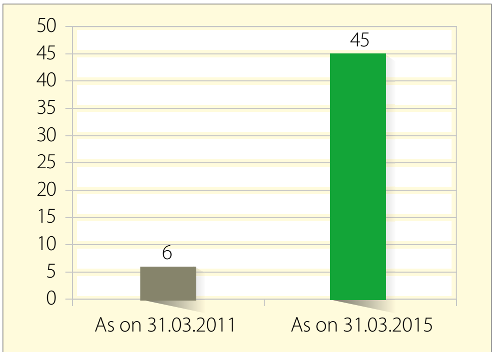

Sick Newborn Care Units (SNCUs)

- আমরা শিশু চিকিৎসায় বিপ্লব এনে ইতিমধ্যেই ৩০৭টি SNSU (Sick New Born Stabilisation Unit), ৪৯টি SNCU (Sick Newborn Care Unit) এবং ১৩টি Medical College-এ NICU (Neonatal Intensive Care Unit) ও ১১টি Medical College-এ PICU (Paediatric Intensive Care Unit) চালু করেছি।
- রাজ্যে ৪১টি মাল্টি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল গড়ে উঠছে। এই

হাসপাতালগুলি নির্মিত হচ্ছে ছাতনা, ওন্দা, বড়জোড়া, বিষ্ণুপুর, পুরুলিয়া, রঘুনাথপুর, বালুরঘাট, গঙ্গারামপুর, জলপাইগুড়ি, ফালাকাটা, মাল, ইসলামপুর, রাজগঞ্জ, সিউড়ি, বোলপুর, রামপুরহাট, শালবনি, ডেবরা, ঘাটাল, ঝাড়গ্রাম, নয়াগ্রাম, গোপীবল্লভপুর, নন্দীগ্রাম, এগরা, পাঁশকুড়া, সাগরডিহি, জঙ্গিপুর, ডোমকল, বারুইপুর, কাকদ্বীপ, মেটিয়াবুরুজ, ডায়মন্ড হারবার, এম আর বাঙ্গুর হাসপাতাল, চাঁচল, বনগাঁ, বসিরহাট, শ্রীরামপুর, আরামবাগ, আসানসোল, কালনা এবং উলুবেড়িয়াতে।

- পশ্চিম মেদিনীপুরের নয়াগ্রাম, বাঁকুড়ার বড়জোড়া, ওন্দা, ছাতনা এবং মুর্শিদাবাদের সাগরডিহি ও জঙ্গিপুরে মোট ৬টি মাল্টি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল ইতিমধ্যেই চালু হয়ে গিয়েছে। সম্প্রতি আরও ১৫টি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল বোলপুর, মেটিয়াবুরুজ, ঝাড়গ্রাম, সিউড়ি, রামপুরহাট, বালুরঘাট, গঙ্গারামপুর, ডোমকল, রায়গঞ্জ, ঘাটাল, কাকদ্বীপ, বিষ্ণুপুর, বারুইপুর, পাঁশকুড়া, গোপীবল্লভপুরে চালু হয়ে গিয়েছে। মার্চ মাসের মধ্যে মোট ৩২টি মাল্টি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল চালু হয়ে যাবে। বাকিগুলিও এ বছরেই কার্যকরী করা হবে।

- রাজ্যে প্রাতিষ্ঠানিক প্রসবের (Institutional Delivery) হার বিগত ৪ বছরে ৬৮% থেকে বেড়ে হয়েছে ৯০% । এর ফলে, শিশু ও মাতৃমৃত্যুর হার লক্ষণীয়ভাবে হ্রাস পেয়েছে। ০–১ বছর বয়সি শিশুমৃত্যুর হার (IMR) রাজ্যে ৩১ থেকে কমে ২৭–এ নেমে এসেছে ।

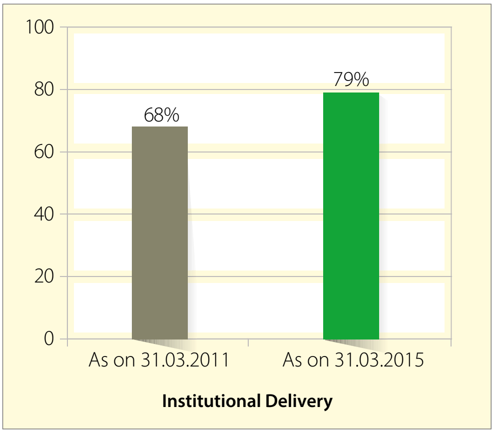

- ৯টি MCH Hub গড়ে উঠছে, এর মধ্যে উলুবেড়িয়া ও মুর্শিদাবাদ হাসপাতালের কাজ সমাপ্ত হয়েছে, কৃষ্ণনগর ও বাঁকুড়া হাসপাতাল ও কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে মে মাসের মধ্যে কাজ সমাপ্ত হবে ।

- S.S.K.M হাসপাতালে সরকারি ক্ষেত্রে পূর্ব ভারতের প্রথম Paediatric Cath Lab আমরা গড়ে তুলেছি।
- কলকাতায় পূর্ব ভারতের প্রথম 'কর্ড ব্লাড ব্যাঙ্ক' ও 'হিউম্যান মিল্ক ব্যাঙ্ক' — মধুর স্নেহ — আমরা গড়ে তুলেছি।
- ৯টি নতুন মেডিক্যাল কলেজ গড়ে তোলা হচ্ছে। এগুলি গড়ে উঠছে কোচবিহার (২টি), রামপুরহাট, পুরুলিয়া, রায়গঞ্জ, নদিয়া, ডায়মন্ডহারবার, ভাঙর ও কার্শিয়াঙে ।
- বিগত চার বছরে হাসপাতালগুলিতে ২৭ হাজারের বেশি শয্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে। ডাক্তারি পড়ার আসনসংখ্যা ১৩৫৫ থেকে বাড়িয়ে ২৯০০ করা হয়েছে। ৩০০০ জন নতুন ডাক্তার এবং ৩১০০ জন নতুন নার্স নিয়োগ করা হয়েছে।

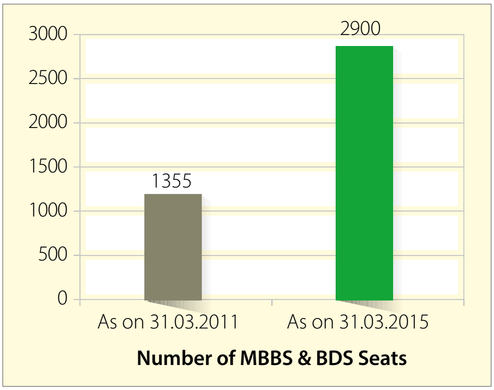

- 'আয়ুষ' (আয়ুর্বেদ, যোগাসন ও নেচারোপ্যাথি, ইউনানি, সিদ্ধা এবং হোমিওপ্যাথি) চিকিৎসা ব্যবস্থাকে আরও মজবুত করতে রাজ্য সরকার জেলায় জেলায় পৃথক পরিকাঠামো (set-up) গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। প্রথম পর্যায়ে বীরভূম, জলপাইগুড়ি, পশ্চিম মেদিনীপুর, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪

পরগনা, দার্জিলিং ও নদিয়া জেলায় 'আয়ুষ'-এর পৃথক পরিকাঠামো গড়ে তোলা হচ্ছে। পরবর্তী সময় পর্যায়ক্রমে বাকি জেলাগুলিতেও এই পরিকাঠামো গড়ে তোলা হবে।

- গ্রামের প্রতিটি ঘরে সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে কঠোর পরিশ্রম করে চলেছেন আমাদের গ্রামের ASHA-রা (Accredited Social Health Activist)। ASHA-দের এই পরিশ্রমকে সম্মান জানাতে এবং প্রত্যন্ত এলাকায় পিছিয়ে পড়া মানুষের কাছে সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছনো সুনিশ্চিত করতে তাদের মধ্যে সাইকেল বিতরণের কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে । সারা রাজ্যে মোট ৪৫,২৯৯ জন ASHA কর্মীকে সাইকেল দেওয়া হয়েছে।

আগামী দিনে আরও উন্নত হবে পশ্চিমবঙ্গের চিকিৎসা ব্যবস্থা। নানা ক্ষেত্রে বহু নতুন সুযোগ সৃষ্টি হবে, নানা প্রকার নতুন উদ্যোগ আমরা নেব। সেরকমই কিছু কর্মপরিকল্পনার উল্লেখ করছি এখানে। অবশ্যই মনে রাখা প্রয়োজন যে, এই তালিকার বাইরেও বহু উদ্যোগ আমরা পরিস্থিতি অনুযায়ী নেব।

- স্বাস্থ্য মানুষের অতি মূল্যবান সম্পদ। তা রক্ষার দায়িত্ব ও কর্তব্য আমাদের। আমাদের লক্ষ্য সবার জন্য স্বাস্থ্য।
- তৃণমূল স্তরে সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবার প্রতি মানুষের আস্থা আবার ফিরে আসছে ও আগামী দিনে আরও আসবে।
- নতুন তৈরি সমস্ত সুপার স্পেশালিটি ও মাল্টি-স্পেশালিটি হাসপাতালগুলিতে উন্নত মানের পরিষেবা প্রদান সুনিশ্চিত করা হবে।

- সমস্ত বিশেষজ্ঞ বিভাগ–সহ আরও মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হবে। ফলে আরও মেডিক্যাল আসনসংখ্যা বৃদ্ধি হবে।
- কল্যাণীতে এইমস (AIMS) স্থাপন করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, যা ত্বরান্বিত করা হচ্ছে।
- ওয়েব–বেসড রিপোর্টিং, ভিডিও কনফারেন্সিং ইত্যাদি যুক্ত এইচএমআইএস–এর শক্তি বৃদ্ধি।
- জঙ্গলমহল, সুন্দরবন, চা–বাগান, বনবহুল এবং কয়লাখনি এলাকায় ভ্রাম্যমাণ মেডিক্যাল ইউনিটের ব্যবস্থা করা।
- রাজ্যের শহরতলিতে স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য পিপিপি মডেলের আরও প্রয়োগ।
- জেলা হাসপাতালগুলিতে আরও বিশেষজ্ঞ ক্লিনিক স্থাপন করা।
- সেক্স–অনুপাত বজায় রাখতে 'সেভ দ্য গার্ল চাইল্ড' প্রকল্প আরও প্রচার করা।
- মা ও শিশুর স্বাস্থ্য রক্ষা আমাদের কাছে দুটি কঠিন চ্যালেঞ্জ, যা আমরা দৃঢ়ভাবে মোকাবিলা করব।
- শিশু মৃত্যুহার, নবজাতক মৃত্যুহার এবং মাতৃত্বকালীন মৃত্যুহার আরও কমানোর প্রচেষ্টা করা হবে।
- রাজ্য স্তরে এবং মহকুমা স্তরের হাসপাতালে নতুন সুযোগসুবিধা, যেমন আইসিইউ, আইটিইউ, বার্ন ইউনিট, ট্রমা কেয়ার ইউনিট এবং ব্লাড ব্যাংক ইত্যাদি চালু করা।
- রাজ্য স্তরে ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন, কার্ডিও–ভাসকুলার রোগ, স্ট্রোক এবং ক্যান্সারের উৎকর্ষ কেন্দ্র স্থাপন করা।
- রোগী কল্যাণ সমিতি, স্বাস্থ্য সমিতি এবং অন্যান্য বিকেন্দ্রীকরণ সংস্থার ক্ষমতায়ন করা।
- নার্সিং এবং প্যারামেডিক্যাল শিক্ষার জন্য নতুন স্কুল এবং কলেজ প্রতিষ্ঠিত করা।
- সবার জন্য হেলথ কার্ড।
- কম খরচে বা বিনা খরচে উচ্চমানের স্বাস্থ্য পরিষেবা আমাদের মূল লক্ষ্য।
- রাজ্যের সমস্ত জেলায় মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন করা হবে।
- কালাজ্বর, লেপ্রসি, ফাইলেরিয়ার মতো প্রাণঘাতী রোগগুলিকে নির্মূল করার

জন্য প্রচেষ্টা চলছে ও চলতে থাকবে। ডেঙ্গি, ম্যালেরিয়ার মতো মারাত্মক রোগগুলির আক্রমণ প্রতিহত করতেও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

- জলবাহিত ও পতঙ্গ–বাহিত রোগগুলির প্রাদুর্ভাব কমানো হবে।
- কলকাতার হাসপাতালগুলির উপর চাপ কমানোর জন্য জেলা ও ব্লক স্তরের হাসপাতালগুলি আরও সুদৃঢ় করা হবে।
- অতিরিক্ত চাপ কমানোর জন্য আরও ডাক্তার, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগ করা হবে।
- স্বাস্থ্য সম্পর্কিত কর্মী ICDS ও ASHA-সহ বিভিন্ন স্বাস্থ্যকর্মীদের কাজের সুযোগসুবিধার দিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে।
- সকলের জন্য স্বাস্থ্যব্যবস্থা আরও বেশি উন্নত ও সুনিশ্চিত করা হবে।
- সরকারি এবং বেসরকারি হাসপাতালে দুর্নীতির শিকার হওয়া মানুষের অভিযোগ নথিভুক্ত করার জন্য এবং সেই অভিযোগ খতিয়ে দেখে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য একটি উচ্চমানের কমিটি গঠন করা হবে।
- মোবাইল ফোনের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবাকে একটি ছাতার তলায় আনা হবে, যাতে যে কোনও জায়গা থেকে প্রয়োজনে যে কেউ অ্যাম্বুলেন্স পেতে পারেন।

শিক্ষা

তৃণমূল সরকারের লক্ষ্য ছিল, পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাব্যবস্থার হৃত গৌরব পুনরুদ্ধার করা। বলেছিলাম, শিক্ষায় রাজনীতিকরণ প্রতিরোধ করে বাংলায় নিয়ে আসব নবজাগরণের নতুন জোয়ার। আমাদের পরিকল্পনা ছিল, বিষয়ভিত্তিক উপযুক্ত শিক্ষকের ঘাটতি পূরণ করব আমরা। উচ্চতর শিক্ষা বিষয়ে নানাবিধ গবেষণা করার সংকল্পও করেছিলাম। শপথ নিয়েছিলাম, স্নাতকদের কর্মসংস্থান এবং পুরোনো পরিচালন ব্যবস্থার উন্নতি ঘটিয়ে শক্ত করব শিক্ষাক্ষেত্রের ভিত। পরিকাঠামোগত আর্থিক ঘাটতি মিটিয়ে শিক্ষার আদর্শ পরিবেশ সৃষ্টি করব বাংলায়, এই প্রতিশ্রুতিও ছিল। নিরপেক্ষ, সর্বসাধারণের আয়ত্তাধীন শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার এই লক্ষ্যে আমরা কতদূর এগিয়েছি তা পরবর্তী তথ্যগুলির সাপেক্ষে বিচার করে দেখতে অনুরোধ করি।

প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছি:

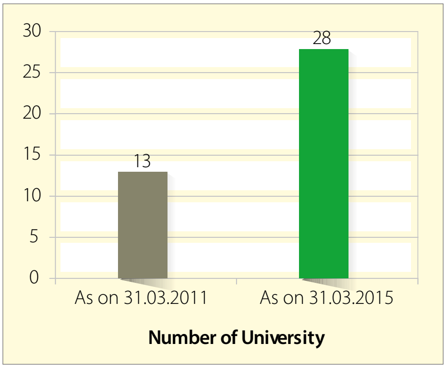

- জেলায় জেলায় নতুন বিশ্ববিদ্যালয়: বর্তমান সরকারের আমলে উচ্চশিক্ষায় সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে মোট ১৫টি নতুন বিশ্ববিদ্যালয় যুক্ত হয়েছে।
- বর্তমান সরকারের আমলে, সরকারি উদ্যোগে আসানসোলে কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়, কোচবিহারে পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়, ডায়মন্ড হারবারে পূর্বাঞ্চলের প্রথম মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়, বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়, রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয় এবং West Bengal University of Teachers' Training, Education Planning and Academic Administration স্থাপন করা হয়েছে। সংস্কৃত ভাষা শিক্ষাকে উৎসাহিত করতে রাজ্যের প্রথম সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় Sanskrit College and University স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।
- বেসরকারি উদ্যোগে সল্টলেকে 'টেকনো ইন্ডিয়া' বিশ্ববিদ্যালয়, বোলপুরে 'সিকম স্কিলস' বিশ্ববিদ্যালয়, বেলঘরিয়ায় 'অ্যাডামাস' বিশ্ববিদ্যালয়, খড়দায় 'জে.আই.এস' বিশ্ববিদ্যালয়, ডায়মন্ড হারবারে 'নেওটিয়া' বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতায় Amity University এবং University of Engineering and Management, উত্তর ২৪ পরগনা জেলায় Brainware University যুক্ত হয়েছে। উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থায় এতগুলি নতুন বিশ্ববিদ্যালয় রাজ্যের ছাত্রছাত্রীদের উচ্চশিক্ষা অর্জনে বিরাট ভূমিকা নেবে।
- জেলায় জেলায় নতুন কলেজ: স্বাধীনতার পরে যেখানে ৩৬টি সরকারি কলেজ স্থাপিত হয়েছিল, সেখানে আমাদের সাড়ে ৪ বছরের সময়কালে এই রাজ্যে ৪৬টি নতুন কলেজ স্থাপন হয়েছে — যার মধ্যে ৪২টি কলেজ ইতিমধ্যেই চালু হয়ে গিয়েছে।

- স্বাধীনতার পর রাজ্যের সর্বপ্রথম মহিলাদের জন্য সরকারি ডিগ্রি কলেজ আমরা গড়ে তুলেছি কলকাতার আলিপুর হেস্টিংস হাউসে। এর নাম রেখেছি 'সিস্টার নিবেদিতা কলেজ'। পাশাপাশি প্রায় ১৪ কোটি টাকা ব্যয়ে একবালপুরে Government Girls General Degree কলেজ গড়ে তুলেছি।

- অগস্ট ২০১৪ থেকে রাজ্যের প্রথম হিন্দি মিডিয়াম কলেজ বানারহাটে চালু হয়ে গিয়েছে।

- রাজ্যের উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রের ইতিহাসে এই সর্ববৃহৎ সম্প্রসারণের ফলে, গত সাড়ে ৪ বছরে প্রায় ৩ লক্ষ অতিরিক্ত আসনবৃদ্ধির পাশাপাশি, রাজ্যের Gross Enrolment Ratio ২০১১ সালের ১২.৬ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৪ সালে ১৭.৫ হয়েছে। গত সাড়ে ৪ বছরে, রাজ্যের স্কুল ও কলেজগুলিতে ৫০ হাজারেরও বেশি শূন্যপদে শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে।

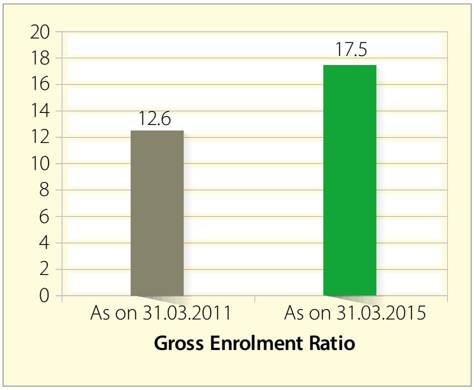

- উচ্চশিক্ষায় OBC সংরক্ষণ : সাধারণ শ্রেণির আসনসংখ্যা কোনওভাবে হ্রাস না করে (প্রতিষ্ঠানগুলিতে আসনসংখ্যা বৃদ্ধি করে), উচ্চশিক্ষায় OBC-দের জন্য ১৭% আসন সংরক্ষণ করা হয়েছে। এর জন্য রাজ্যকে অতিরিক্ত ১০০০ কোটি টাকার ব্যয়ভার বহন করতে হচ্ছে। সংরক্ষণের ফলশ্রুতি হিসাবে গত বছরে ৫৯,৬১২জন OBC ছাত্র Under Graduate ও Post Graduate কোর্সে ভর্তি হয়েছে — যা সারা রাজ্যের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হওয়া মোট ছাত্রের ১০.৬%।

- বিগত সাড়ে চার বছরে রাজ্যে ২৫১০টি নতুন প্রাথমিক ও ৩৫৪২টি উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয় গড়ে তোলা হয়েছে। ১৮১৫টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে উচ্চমাধ্যমিক স্তরে ও ৪৬৫টি জুনিয়র হাই বিদ্যালয়কে মাধ্যমিক স্তরে উন্নীত

করা হয়েছে। রাজ্যে এখন ৯৯টি বসতির ১ কিলোমিটারের মধ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ২ কিলোমিটারের মধ্যে উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে।

- তৃণমূল সরকার চায় রাজ্যের প্রতিটি ছাত্রছাত্রী নিয়মিত স্কুলে যাক। তা সুনিশ্চিত করতে আমরা সবাইকে সাইকেল প্রদান করছি। এই প্রকল্পটির আমরা নাম দিয়েছি 'সবুজ সাথী' — কেননা প্রকল্পটি আক্ষরিক অর্থেই আমাদের সমাজের সবচেয়ে সবুজ যারা, সেই ছাত্রছাত্রীদের কাছে আমাদের উন্নয়নকে পৌঁছে দিচ্ছে। তাছাড়া সাইকেল একটি সবুজ, পরিবেশবান্ধব যানও বটে। সারা রাজ্যে আমরা ৪০ লক্ষ সাইকেল প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা সামনে নিয়ে এগিয়ে চলেছি। ২৫ লক্ষ সাইকেল ইতিমধ্যেই আমরা বিতরণ করেছি, আরও ১৫ লক্ষ বিতরণ করা হবে।

- বিদ্যালয় শিক্ষায় ১৫৪ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রথম থেকে চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত সকল ছাত্রছাত্রীকে আমরা বিনামূল্যে Black Shoes প্রদান করছি। তাদের আর খালি পায়ে বিদ্যালয়ে যেতে হবে না ।
- পাশাপাশি বিনামূল্যে শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তক ও দশম শ্রেণির জন্যে টেস্ট পেপার প্রদান করা হচ্ছে ।
- প্রতিটি বিদ্যালয়ে ছেলে ও মেয়েদের জন্যে পৃথক শৌচাগার নির্মিত হয়েছে।
- মে ২০১১ সালের আগে রাজ্যে যেখানে মাত্র ৬৫টি পলিটেকনিক ছিল, সেখানে আমাদের সময়কালে রাজ্যে আরও ৮১টি নতুন পলিটেকনিক তৈরি হয়েছে। অর্থাৎ, ২০১৬ শিক্ষাবর্ষের শুরুতে এই রাজ্যে পলিটেকনিকের সংখ্যা হয়েছে ১৪৬টি ।
- মে ২০১১ সালের আগে রাজ্যে যেখানে মাত্র ৮০টি আই.টি.আই. ছিল, সেখানে আমাদের সময়কালে রাজ্যে আরও ১৭০টি নতুন আই.টি.আই. তৈরি হয়েছে। অর্থাৎ, ২০১৬ শিক্ষাবর্ষের শুরুতে এই রাজ্যে আই.টি.আই.-এর সংখ্যা হয়েছে ২৫০।
- মে ২০১১ সালের আগে যেখানে আই.টি.আই. ও পলিটেকনিকের মিলিত আসনসংখ্যা সারা রাজ্যে ছিল ২৫ হাজারেরও কম, সেখানে এখন এই সংখ্যা বর্তমানে হয়েছে ৭৫ হাজারেরও বেশি — অর্থাৎ ৩ গুণেরও বেশি বৃদ্ধি হয়েছে।
- আমাদের যুব সম্প্রদায়ের Skill Development-এর জন্য রাজ্য সরকার এক বিশাল কর্মসূচির সূচনা করেছে। এই কর্মসূচির নাম 'উৎকর্ষ বাংলা'। এই কর্মসূচির সফল রূপায়ণের মাধ্যমে তৈরি হবে এক অসাধারণ প্রতিভা—সম্পদ, যা আমাদের বাংলাকে উৎকর্ষতার শীর্ষে নিয়ে যাবে। 'উৎকর্ষ বাংলা' কর্মসূচি সূচনা করে আমাদের রাজ্য সরকার ৮০টি আই.টি.আই-এ পিপিপি মডেলে পঠন পাঠনের সূচনা করেছে, ৫৪টি পলিটেকনিকে e-learning ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছে ।
- প্রাতিষ্ঠানিক ও প্রকল্পভুক্ত প্রশিক্ষণ কর্মসূচির বাইরে রাজ্যের মানুষের জন্য স্বল্পকালীন প্রশিক্ষণের (Skill Development) ব্যবস্থা করা হবে 'উৎকর্ষ বাংলা'র মাধ্যমে। এর মূল লক্ষ্যই হবে স্বনির্ভরতা বৃদ্ধি ও মজুরিভিত্তিক আয়

বৃদ্ধি। এই প্রকল্প রূপায়ণের দায়িত্বে থাকবে 'Paschim Banga Society for Skill Development। রাজ্য সরকারের কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ বিভাগ এবং জেলা পর্যায়ের অধিকারিকরা প্রয়োজনীয় সাহায্য করবেন।

- এই প্রচেষ্টার মধ্যে দিয়ে আমরা সারা রাজ্যে প্রত্যেক বছর ৩ লক্ষ যুবক–যুবতীকে প্রশিক্ষণ দেব। প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচিগুলির মাধ্যমে সারা রাজ্যে বছরে ৩ লক্ষ যুবক–যুবতীকে কারিগরি প্রশিক্ষণ ইতিমধ্যেই দেওয়া হচ্ছে। অর্থাৎ, এখন থেকে প্রত্যেক বছর মোট ৬ লক্ষ মানুষকে আমরা প্রশিক্ষণ দিতে পারব।

- কর্মসংস্থানের পরিধিকে বাড়াতে এবং শিক্ষান্তে কর্মসংস্থান সুনিশ্চিত করতে কেবল Skill Development নয়, আমরা Placement-linked Skill Development–এর ব্যবস্থাও চালু করেছি । যেমন :
  - ইলেক্ট্রনিক্স — স্যামসাং–এর সাথে
  - বস্ত্র — রেমন্ডস–এর সাথে
  - রং — বার্জার পেন্টসের সাথে
  - গাড়ি — মারুতি সুজুকির সাথে
  - রত্ন ও গয়না — এ্যাসোচেম–এর সাথে
  - উৎপাদন — CREDAI–এর সাথে এবং অন্যান্য আরও কয়েকটি সেক্টরে।

- রাজ্যের যুবক–যুবতীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য আমাদের যে উদ্যোগ, তার ফলস্বরূপ কারিগরি শিক্ষার ক্ষেত্রে আমাদের রাজ্য পরপর দু’বার সর্বভারতীয়

দক্ষতা প্রতিযোগিতায় (All India Skill Competition) প্রথম স্থান অধিকার করেছে।

- বিগত সাড়ে চার বছরে আমাদের রাজ্যে ১৫ লক্ষ শিক্ষার্থী বিভিন্ন ক্ষেত্রে দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ নিয়েছে। কেবলমাত্র ২০১৫ সালেই সাড়ে ১০ লক্ষ এ রকম শিক্ষার্থী West Bengal State Mission on Employment-এর মাধ্যমে চাকরির সুযোগ পেয়েছে।
- পাশাপাশি আমরা গঠন করেছি রাজ্য স্কিল ডেভেলপমেন্ট মিশন (West Bengal Skill Development Mission) ও পশ্চিমবঙ্গ সোসাইটি ফর স্কিল ডেভেলপমেন্ট (Paschim Banga Society for Skill Development)।
- কল্যাণীতে গড়ে উঠেছে রাজ্যের প্রথম Indian Institute of Information Technology (IIIT)। কল্যাণীকে আমরা গড়ে তুলছি একটি নতুন Education Hub হিসাবে। এখানে তৈরি হচ্ছে নতুন Institute of Public Health এবং All India Institute of Medical Sciences।

সামনের বছরগুলিতে শিক্ষায় বহুদূর এগিয়ে যাবে পশ্চিমবঙ্গ। বিশ্বের দরবারে আমাদের মেধার খ্যাতি আরও বাড়বে। সেই লক্ষ্যেই নিম্নলিখিত কর্ম পরিকল্পনা। যদিও এই তালিকার বাইরেও অনেক বেশি কাজ করব আমরা, কথা দিলাম।

- বাংলার সভ্যতা ও সংস্কৃতি ও সম্প্রীতিকে প্রাধান্য দিয়ে বাংলার মনীষীদের লেখা জীবন দর্শনমূলক বিভিন্ন গ্রন্থ ছাত্রছাত্রীদের পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।
- রামকৃষ্ণ মিশনের সহায়তায় সংস্কৃত বোর্ড শুরু করা হবে।

- স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা আরও বাড়ানো হবে। যোগ্যতাসম্পন্ন Private Sector–কে সুযোগ দেওয়া হবে।
- নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের সমস্ত বিষয়ের পাঠ্যপুস্তক বিনামূল্যে প্রদান করা হবে।
- প্রথম থেকে চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের জুতো দেওয়া হচ্ছে। ২০১৬–১৭–তে পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের জুতো দেওয়ার চেষ্টা চলছে।
- আমরা শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যাপক বিস্তার এনেছি। প্রয়োজন অনুযায়ী আরও বিস্তার করা হবে ও সব জায়গায় উন্নত মানের শিক্ষা প্রদান সুনিশ্চিত করা হবে।
- অধুনা নির্মিত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলির পরিকাঠামোগত উন্নয়ন ঘটানো হবে। সরকারি কলেজগুলির বিজ্ঞান বিভাগগুলির পরিকাঠামোগত উন্নয়ন সাধিত হবে।
- ন্যাশনাল অ্যাসেসমেন্ট অ্যান্ড অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল এবং ন্যাশনাল বোর্ড অফ অ্যাক্রেডিটেশন দ্বারা বাধ্যতামূলকভাবে উচ্চশিক্ষা কেন্দ্রগুলিকে স্বীকৃত করানো হবে। এর ফলে শিক্ষাকেন্দ্রগুলির উৎকর্ষ বৃদ্ধি পাবে।
- নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে আমাদের যাবতীয় কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ওয়াইফাই সংযোগ দেওয়া হবে।
- প্রতি দুই বছরে একবার ছাত্রছাত্রীদের শীতবস্ত্র প্রদানের ব্যাপারেও ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
- অনুন্নত ব্লকগুলিতে নবম ও দশম শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের মিড–ডে মিল দেওয়া হবে।
- বিদ্যালয়গুলির শৌচাগারে জলব্যবস্থার উন্নতি করা হবে।
- বাংলার সমস্ত স্কুলে ধাপে ধাপে কম্পিউটার দেওয়া হবে।
- সমস্ত স্কুলে পানীয় জল পরিশোধক যন্ত্র দেওয়া হবে।
- সমস্ত পাঠ্যপুস্তক ডিজিটাল পদ্ধতিতে ইন্টারনেটে পাওয়া যাবে।
- সেন্ট জেভিয়ার্স ইউনিভার্সিটি তৈরি করা হবে।

- প্রেসিডেন্সির দ্বিতীয় ক্যাম্পাস রাজারহাটে চালু করা হবে।
- দার্জিলিঙে প্রেসিডেন্সির একটি ক্যাম্পাস চালু করা হবে।
- দুর্গাপুর ও জলপাইগুড়িতে নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় চালু করা হবে।
- সমস্ত প্রাইভেট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পঠনপাঠন ও পরিকাঠামো যথাযথ রাখার জন্য মনিটরিং কমিটি স্থাপন করা হবে।
- শিক্ষাক্ষেত্রে আরও স্বচ্ছতা আনতে ই–গভর্নেন্স চালু করা হবে।
- আরও স্কুলকে প্রাইমারি থেকে মাধ্যমিক, এবং মাধ্যমিক থেকে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে উন্নীত করা হবে।
- ITI/Polytechnic ইনস্টিটিউটের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হবে। বিভিন্ন ব্লকে এই উদ্যোগ চালু হয়েছে। এছাড়া কারিগরি শিক্ষা ও প্রযুক্তিবিদ্যা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির জন্য চালু হয়েছে মেগা ইভেন্ট, 'উৎকর্ষ বাংলা', যা প্রতিবছর ৬ লক্ষ যুবক–যুবতীকে দেবে নিশ্চিত চাকরি লাভের সুযোগ।
- অবশিষ্ট সমস্ত ব্লকগুলিতে আইটিআই স্থাপন করা হবে।
- আরও ইংলিশ, হিন্দি ও আদিবাসী মিডিয়াম মডেল স্কুল স্থাপন করা হবে। মেয়েদের জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী স্কুল ও কলেজের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হবে।

- চারটি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার ট্রেনিং ইনস্টিটিউট স্থাপন করা হবে।
- প্রাথমিক স্কুলগুলিতে ব্রতচারী তো ছিলই, এবার উচ্চ বিদ্যালয়গুলিতেও হবে। তার জন্য শিক্ষকদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে।
- দার্জিলিঙে নেপালি কলেজ শুরু হবে।
- বিভিন্ন কলেজে ধাপে ধাপে WiFi সুবিধা দেওয়া হবে।
- প্রাইভেট সেক্টরগুলিকে নতুন কলেজ খোলার জন্য উৎসাহিত করা হবে।
- যে সমস্ত শিক্ষকদের M.Phil./PhD Degree আছে তাদের অতিরিক্তি বেতন বৃদ্ধি হবে।
- বিজ্ঞান, তথ্যপ্রযুক্তি এবং প্রযুক্তিবিদ্যায় পশ্চিমবঙ্গ যাতে সামনের সারিতে এগিয়ে আসতে পারে তার জন্য ঐ বিষয়গুলিতে সবরকম গবেষণার দ্বার উন্মুক্ত করা হবে।
- হিন্দি ও উর্দু শিক্ষার প্রসারে বিভিন্ন ডিগ্রি কলেজ চালু হবে।
- হিন্দিভাষী এলাকাতে আরও হিন্দি মাধ্যম স্কুল ও কলেজ করা হবে।
- সুষ্ঠু সিলেবাস গঠনের মাধ্যমে অলচিকি ভাষাকে ধাপে ধাপে মাধ্যমিক স্তর অবধি উন্নীত করা হবে।

শিল্প

অঙ্গীকার করেছিলাম, শিল্পে আনব সবুজ বিপ্লব। বলেছিলাম, বিনিয়োগকারীদের জন্য নেব বিশেষ ব্যবস্থা, শিল্প গড়ে তোলার পরিবেশ স্বচ্ছ করে তুলব সিঙ্গলউইন্ডো সিস্টেমের মাধ্যমে। কেন্দ্রীয় সরকারি ও বেসরকারি বিনিয়োগ যাতে লক্ষণীয়ভাবে হয়, তার জন্য নিতে চেয়েছিলাম সবরকমের পদক্ষেপ। শিল্পে বাংলার অতীত সাফল্যের পুনরুদ্ধার ছিল আমাদের কর্ম–পরিকল্পনার একটি বিশেষ অংশ। শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষা করা এবং শিল্প গঠনের জন্য নতুন জমিনীতির প্রবর্তন করা ছিল আমাদের অন্যতম উদ্দেশ্য। বলেছিলাম জমির রেকর্ড রক্ষার জন্য থাকবে ই–গভর্নেন্স ব্যবস্থা। সুচিন্তিত, সুষম, উপযুক্ত গবেষণাজাত এবং সুষ্ঠু যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রবর্তন করার প্রচেষ্টা করব বলে কথা দিয়েছিলাম। বলেছিলাম, এগিয়ে যাব লৌহ এবং ইস্পাত নির্মাণে, অটোমোবাইল ও ইঞ্জিনিয়ারিঙে, পরিবহণ ও পর্যটন শিল্পে। সংকল্প ছিল চা ও পাটশিল্পের পুনর্যৌবন ফিরিয়ে আনার।

এইসব প্রতিশ্রুতি পালনে তৃণমূল সরকার কতটা সফল, তা নীচে জানালাম।

- বেঙ্গল গ্লোবাল বিজনেস সামিট (BGBS)–এর সূচনা হয় ২০১৫ সালে। ২০১৫ ও ২০১৬ সালের BGBS এক অসাধারণ সাফল্যের নজির সৃষ্টি করেছে।

- ২০১৫তে চূড়ান্ত সফল বেঙ্গল গ্লোবাল সামিটে ২,৪৩,১০০ কোটি টাকার বিনিয়োগ প্রস্তাব এসেছে, যা আগামী ৩ বছরে ১ কোটি মানুষের কর্মসংস্থান নিশ্চিত করবে।
- বর্তমানে শিল্পক্ষেত্রে ২ লক্ষ ২৬ হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগ রূপায়ণের পথে। আরও আড়াই লক্ষ কোটি টাকার নতুন বিনিয়োগের প্রস্তাব এসেছে।
- ২০১০–১১ সাল পর্যন্ত বন্‌ধের জন্যে শ্রমদিবস নষ্ট হয়েছিল ৯৪ লক্ষ যা ২০১৩–১৪ সালে নেমে এসেছে শূন্যতে।
- Online Single-Window Clearance System–এর প্রবর্তন করা হয়েছে। ভারী শিল্প স্থাপন করতে যে বিভিন্ন ছাড়পত্রের প্রয়োজন হয় তার মধ্যে ১৪ ধরনের ছাড়পত্র এর আওতায় আনা হয়েছে। শিল্প স্থাপনের প্রয়োজনীয় আবেদনপত্র জমা ও নিষ্পত্তির পাশাপাশি, আবেদনগুলি তদন্তের কোন পর্যায়ে রয়েছে তাও এই ব্যবস্থার মাধ্যমে জানা যাবে। সবটাই হবে Online।

  নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি এর অন্তর্গত করা হয়েছে:

  - জমি মিউটেশন ও কনভার্সান

- Lay Out Plan-এর অনুমোদন
- কারখানার নিবন্ধীকরণ ও লাইসেন্স
- কারখানা তৈরি ও চালু করতে দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের প্রয়োজনীয় ছাড়পত্র (Consent to Establish and Consent to Operate)
- অগ্নি নিরোধক ছাড়পত্র (Fire License/Safety Certificate)
- ভূগর্ভস্থ ও ভূপৃষ্ঠের জল ব্যবহারের অনুমতি
- বিদ্যুৎ সংযোগের ছাড়পত্র
- West Bengal Incentive Scheme–এর নিবন্ধীকরণ

এ ছাড়াও অন্যান্য আরও ব্যবস্থা

- আমাদের লক্ষ্য শিল্পপতি ও বিনিয়োগকারীদের জন্য শিল্পায়নের উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করা ও প্রয়োজনীয় সবরকম সাহায্য করা। সেই নীতিরই অন্যতম অঙ্গ এই নতুন Online ব্যবস্থা।
- এই একই উদ্দেশ্য নিয়েই আমরা সকল তথ্য সংবলিত EASE OF DOING BUSINESS পুস্তিকা প্রকাশ করেছি।

- নতুন স্টার্ট আপ নীতি (Startup Policy), ডিজাইন নীতি (Design Policy) ও রফতানি নীতি (Export Strategy) চালু করেছে তৃণমূল সরকার।
- শিল্পের জন্যে কোর কমিটি এবং বাণিজ্য-প্রতিনিধিদের নিয়ে স্টিয়ারিং কমিটি গঠিত হয়েছে

- দুর্গাপুরের অন্ডালে গ্রিনফিল্ড কাজী নজরুল ইসলাম এয়ারপোর্ট জনগণের সেবায় উন্মুক্ত
- কলকাতা পোর্ট ট্রাস্টের সাথে মিলিতভাবে দক্ষিণ ২৪ পরগনার সাগরদ্বীপে নতুন গভীর সমুদ্র বন্দর প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।
- আদিবাসী ও তপশিলি অধ্যুষিত খনি এলাকায় সামগ্রিক উন্নয়ন ও লক্ষাধিক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে আনুমানিক ২০,০০০ কোটি টাকা বিনিয়োগে বীরভূমে দেশের সর্ববৃহৎ কয়লাখনি দেউচা পাচামী দেওয়ানগঞ্জ হরিণশিঙা কয়লাখনি প্রকল্পের সূচনা হয়েছে। সঞ্চিত কয়লার পরিমাণ ২১০ কোটি টন। উত্তোলিত কয়লা ব্যবহৃত হবে তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে।
- ঋষি বঙ্কিম শিল্প উদ্যান, সাঁকরাইল ফুড পার্ক, জেমস অ্যান্ড জুয়েলারি পার্ক, অঙ্কুরহাটি, গোদাপিয়াসাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, সাহাচক ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, বাঁকুড়াতে প্লাস্টো স্টিল পার্ক, পুরুলিয়াতে রঘুনাথপুর স্টিল অ্যান্ড অ্যালায়েড ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, বর্ধমানে পানাগড়ে ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, হাওড়াতে উলুবেড়িয়া ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক এবং খড়গপুরে বিদ্যাসাগর পার্ক গড়ে উঠেছে।
- জেএসডব্লু সিমেন্টের শালবনি সিমেন্ট কারখানা স্থাপনের কাজ শুরু হয়েছে। খনিজ সম্পদকে নষ্ট না করে এবং পরিবেশের ভারসাম্যকে রক্ষা করেও বিশ্বমানের সিমেন্ট তৈরি হবে এই কারখানায়। বার্ষিক ২.৪ মিলিয়ন টন উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন এই সিমেন্ট কারখানা আগামী দিনে এলাকার আর্থসামাজিক উন্নয়নে ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে বিশেষ ভূমিকা নেবে।
- রাজ্যে IISCO-র বার্ষিক ইস্পাত উৎপাদন ক্ষমতা সাড়ে ৮ লক্ষ টন থেকে বাড়িয়ে ২৯ লক্ষ টনে নিয়ে যেতে SAIL ইতিমধ্যেই ১৬ হাজার কোটি টাকা

বিনিয়োগ করেছে। এছাড়া SAIL ইস্পাত উৎপাদন বৃদ্ধিতে আরও ৪০ হাজার কোটি টাকার নতুন বিনিয়োগ করতে চলেছে। এই পরিমাণ বিনিয়োগ সারা দেশের নিরিখে এক অনন্য নজির।

- বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পের ক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক ঋণের পরিমাণ ১ লক্ষ ১১ হাজার কোটি টাকা থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১ লক্ষ ৯০ হাজার কোটি টাকা।
- লোডশেডিং আজ পশ্চিমবঙ্গে ইতিহাস হয়ে গিয়েছে। শিল্পের চাহিদা মেটাতে প্রয়োজনীয় বিদ্যুতের আজ অভাব নেই পশ্চিমবঙ্গে। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে বিদ্যুৎ ঘাটতি নয়, উদ্বৃত্ত। পাওয়ার ব্যাংকিঙের মাধ্যমে অন্যান্য রাজ্যে আমরা এখন বিদ্যুৎ পাঠাচ্ছি। নতুন বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা প্রায় ৫০০০ মেগাওয়াট বৃদ্ধির কাজ চলছে। সাগরদিঘি এবং ব্যান্ডেলের তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের সঙ্গে সঙ্গে আজ নতুন কেন্দ্র স্থাপিত হচ্ছে কাটোয়া আর রঘুনাথপুরে।
- পশ্চিম মেদিনীপুরে গোয়ালতোড় ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, দক্ষিণ ২৪ পরগনার বজবজে গার্মেন্ট পার্ক, পূর্ব মেদিনীপুরে হলদিয়ায় হলদিয়া পার্ক, নদিয়ায় হরিণঘাটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক প্রস্তাবিত।
- সরকার থেকে জনগণ পর্যন্ত সবরকম গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে সর্বাঙ্গীন সুস্থ পরিষেবার লক্ষ্যে সারা রাজ্য জুড়ে ই–ডিস্ট্রিক্ট পরিষেবা চালু হয়েছে।
- গুরুত্বপূর্ণ জনস্বার্থ প্রকল্প সমাপ্তির জন্য সরকারের কাছে জমি বিক্রিতে ইচ্ছুক রায়তদের সুবিধার্থে সরাসরি জমি কেনা সংক্রান্ত নীতি প্রবর্তন।

- নতুন চা–পর্যটন নীতি তৈরি করা হয়েছে চা–পর্যটন, চা বাগানে বৈচিত্র্য আনা, স্থানীয় অধিবাসীদের নিয়োগ, চা বাগানের যেসব জায়গা ব্যবহৃত হয় না সেসব জায়গা ব্যবহার করে স্থানীয় মানুষদের রোজগারের ব্যবস্থা করা।

- উদ্যোগপতি, শিল্প ইউনিট এবং শিল্প পার্কগুলির দ্বারা প্রয়োজনীয় জমি অধিগ্রহণের সুযোগ প্রসারিত করার জন্য পশ্চিমবঙ্গ ভূমিসংস্কার আইন, ১৯৫৫-এর ১৪Y সেকশন-এ সংশোধন।
- পূর্ব মেদিনীপুরের নয়াচরে ইকো-ট্যুরিজম প্রজেক্ট এবং সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদনের কেন্দ্র স্থাপনের জন্য রাজ্য সরকার উদ্যোগ নেবে। এই প্রস্তাবে মৎস্যজীবীদের জন্য বাসস্থান ও মাছ ধরার উন্নত মানের যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা করা হচ্ছে।
- প্রযুক্তিগত কারণে কর্মবিরতির জন্য হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যালস প্রভূত আর্থিক সংকটের মধ্যে ছিল। সরকার দৃঢ় পদক্ষেপ নিয়েছে, ফলে সংস্থাটি আবার ঘুরে দাঁড়াতে পেরেছে।
- চর্মজাত দ্রব্যের জন্য ৪৯.৭৬ লক্ষ টাকা ব্যয় করে বর্জ্য পদার্থ নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প এবং পাম্পিং স্টেশন স্থাপন করা হয়েছে।
- ২০১০-১১ সালে রাজ্যে আইটি কোম্পানির সংখ্যা ছিল ৫০০, সেখান থেকে ৭৯ শতাংশ বেড়ে বর্তমানে হয়েছে ৮৯৪।
- আইটি শিল্পে মোট রপ্তানি ২০১০-১১ সালে ছিল ৮৩৩৫ কোটি টাকা, যা ২০১৩-১৪ সালে ৬৪ শতাংশ বেড়ে হয়েছে ১৩,৬৮৬ কোটি টাকা।
- কল্যাণীতে রাজ্যে প্রথমবার ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব ইনফরমেশন টেকনোলজি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।
- ২০১০-১১ সালে আইটি সেক্টরে কর্মীসংখ্যা ছিল ৯০,০০০, সেখান থেকে ৬১ শতাংশ বেড়ে বর্তমানে হয়েছে ১,৪৫,০০০।
- আইটি ক্ষেত্রে নতুন উদ্যোগ ও সদ্যোজাত কোম্পানির সুবিধার জন্যে NASSCOM-এর সাথে যৌথভাবে প্রারম্ভিক পণ্যাগার তৈরি হয়েছে।
- ই-রেডিনেসে বিশেষ প্রচেষ্টার জন্যে রাজ্য পেয়েছে মর্যাদাপূর্ণ ডেটাকোয়েস্ট পুরস্কার।

আগামী দিনে শিল্পক্ষেত্রে মহীয়ান হয়ে উঠবে পশ্চিমবঙ্গ। সেই লক্ষ্যে পৌঁছতে হলে পেরিয়ে

যেতে হবে দীর্ঘ পথ। মানুষের উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করতে তৃণমূল সরকার কোনও দিন পিছপা হয়নি, এবারও হবে না। কিছু কাজ, যা করবই, তার কথা নীচে জানালাম। এই তালিকা আরও লম্বা হবে, তাতে সন্দেহমাত্র নেই।

- পানাগড়, বিদ্যাসাগর, হরিণঘাটা এবং গোয়ালতোড়ের ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কগুলির পরিকাঠামো আরও উন্নত করা হবে। আন্তর্জাতিক সুবিধাযুক্ত আরও অনেক এমন নতুন পার্ক তৈরি করে বিনিয়োগ আকর্ষণ করা হবে। এছাড়াও পরিকাঠামো উন্নয়নের উদ্দেশ্যে প্রাইভেট ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক নির্মাণে উৎসাহিত করা হবে।
- অমৃতসর–কলকাতা ইন্ডাস্ট্রিয়াল করিডোরের কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে এবং রঘুনাথপুর অঞ্চলকে আগামী দিনের ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। করিডোর তৈরি সম্পূর্ণ করা হবে এবং করিডোর সংলগ্ন এলাকায় আরও ইন্ডাস্ট্রিয়াল ক্লাস্টার নির্মাণ সম্ভব কি না, তা খতিয়ে দেখা হবে।
- রসুলপুর এবং ভোর সাগর বন্দর নির্মাণের মাধ্যমে বন্দর নির্মাণের বিষয়ে বিশেষভাবে দৃষ্টিপাত করা হবে। এই বন্দরগুলি পূর্ব ভারত থেকে বাইরে এবং বাইরে থেকে পূর্ব ভারতে নৌবাহিত মাল সরবরাহের ব্যবস্থা আরও দৃঢ় করবে। এই বন্দরগুলি কলকাতা পোর্ট ট্রাস্টের পরিপূরক হিসেবে কাজ করবে। উপকূলবর্তী অঞ্চলের উন্নয়ন সাধিত হবে।
- বহু টাকার ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফান্ড তৈরির মাধ্যমে শিল্পের পরিকাঠামো নির্মাণের কাজ সহজ করার ব্যবস্থা করা হবে। ভারত সরকার প্রবর্তিত ন্যাশনাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইনভেস্টমেন্ট ফান্ডের সাহায্য এক্ষেত্রে চাওয়া হতে পারে। এই কাজে প্রাইভেট অংশগ্রহণকারীদেরও উৎসাহিত করা হবে। এর ফলে ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কগুলির

এলাকায় রাস্তাঘাট, বিদ্যুৎ, জলসরবরাহ ইত্যাদি পরিকাঠামো সুষ্ঠুভাবে নির্মিত হবে।

- প্রাকৃতিক গ্যাসের যথেষ্ট জোগান এই রাজ্যে এলে গ্যাস–চালিত শিল্প নির্মাণের ব্যবস্থা করা হবে। কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চল, শহরতলি এবং পড়শি জেলাগুলিতে সিটি গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম তৈরি করা হবে। সিএনজি–চালিত জনপরিবহণ ব্যবস্থা প্রবর্তিত হবে।
- আইটি বা ঐ ধরনের মেধাসম্পদজনিত শিল্পের প্রসারের জন্য আমরা সর্বাধিক প্রচেষ্টা নেব এবং তার জন্য বিশেষ সুবিধা দেওয়ার কথা আগ্রহের সাথে বিবেচনা করব।

ক্ষুদ্র শিল্প

ক্ষুদ্র শিল্পের ক্ষেত্রে বিশেষ নীতি অবলম্বনের প্রয়াস চালানোর পরিকল্পনা ছিল আমাদের। ছোট ও মাঝারি উদ্যোগে বিনিয়োগকারীদের জন্য সহজ ঋণদানের ব্যবস্থা, অসংগঠিত শ্রমিক, কুটিরশিল্পে নিযুক্ত শ্রমিক এবং কারুকর্মী ও বয়নশিল্পীদের জন্য সচিত্র পরিচয়পত্র চালু করা, ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পের উন্নয়নের জন্য ক্লাস্টার গঠন, ইত্যাদি কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ার বাসনা ছিল। বলেছিলাম ক্ষুদ্র শিল্পে কর্মরত মানুষদের বাধ্যতামূলকভাবে প্রভিডেন্ট ফান্ড ও স্বাস্থ্যবিমার আওতায় আনব।

আমরা যা বলি, তা করি। তৃণমূল সরকার কতটা কথা রাখতে পেরেছে, তা নিজেই বিচার করুন।

- MSME ও টেক্সটাইল পলিসি ২০১৩-১৮ : ২০১৩ সালে চালু হওয়া এই পলিসির উদ্দেশ্য হল এক বিজনেস ইকো সিস্টেম তৈরি করা, যেখানে অতি ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি উদ্যোগ তাদের কাঙ্ক্ষিত গুণমান ও ন্যায্য মূল্যে আসতে পারে।
- অতি ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি উদ্যোগের ক্ষেত্রে সর্বাধিক ঋণদানের বৃদ্ধিতে দেশের মধ্যে সর্বোচ্চ।
- গত চার বছরে মোট ঋণদান ৯১ হাজার কোটি টাকা। তুলনীয় যে, ২০০৭-১১ এই চার বছরে ঋণদানের পরিমাণ ছিল ১৬,৭৬৪ কোটি টাকা।
- এই চার বছরে ৫০,৪০০-রও বেশি MSME ইউনিট খোলা হয়েছে, যেখানে ৪,৫৬,০০০-এরও বেশি কর্মসংস্থানের সুযোগ হয়েছে।
- ৩২০টি ক্লাস্টার হয়েছে গত চার বছরে, যেখানে আগের চার বছরে হয়েছিল মাত্র ৪৯টি।

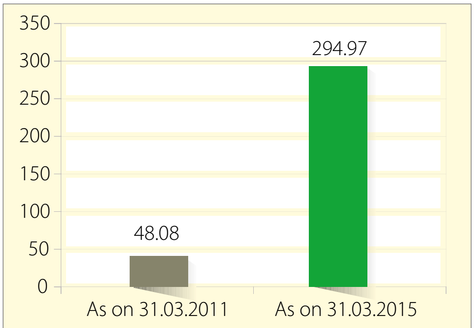

Employment generated in handloom during 2007-11 vs. 2011-2015 (in lakh person-days)

- অতি ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি উদ্যোগপতিদের মূলধন জোগাতে প্রাথমিক ভাবে ২০০ কোটি টাকার MSME ভেঞ্চার ক্যাপিটাল ফান্ড গঠিত হয়েছে।
- জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলার ঐতিহ্যবাহী দেশজ পণ্যকে প্রদর্শন ও প্রচারের উদ্দেশ্যে বিশ্ব বাংলা ব্র্যান্ড চালু হয়েছে।
- কলকাতা এয়ারপোর্টে ডোমেস্টিক ও ইন্টারন্যাশনাল দুই টার্মিনালেই একটা করে এবং দক্ষিণাপণ, রাজারহাট, বাগডোগরা এয়ারপোর্ট ও নিউ দিল্লিতে বিশ্ব বাংলার শোরুম চালু হয়েছে। এসপ্ল্যানেডের শোরুমটি শীঘ্রই চালু হবে।
- ফিনান্স ক্লিনিক (FC) : উদ্যোগপতি, ব্যাঙ্ক ও সরকার — এই তিন সূত্রকে এক জায়গায় আনার এক অভূতপূর্ব উদ্যোগ গত এক বছরে ২৮০০-রও বেশি উদ্যোগপতি সুবিধা ও পরামর্শ পেয়েছেন।

- টেকনোলজি ফেসিলিটেসন সেন্টার (TFC) : অতি ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি উদ্যোগের ক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তি প্রসঙ্গে তথ্য জানার জন্যে যাদবপুর ইউনিভার্সিটির CDCRI ক্যাম্পাসে এক সিঙ্গল উইন্ডো পরিষেবার সূচনা হয়েছে। TFC-র পরিষেবা পাবেন www.msmetfc.in সাইটে। এখনও পর্যন্ত প্রায় ২৪০০ উদ্যোগপতির প্রযুক্তি প্রসঙ্গে সমাধান দেওয়া হয়েছে।
- ইউনিক ক্লিয়ারেন্স সেন্টার (UCC) : হাওড়া, জলপাইগুড়ি, বর্ধমান, পুরুলিয়া, হুগলি ও বাঁকুড়া জেলায় অবস্থিত মিউটেশনের দ্রুত ট্র্যাকিং ও শিল্পের জন্যে জমির পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে নিবেদিত এক প্রচেষ্টা — গত দেড় বছরে এই UCCগুলিতে ১০০০ একরেরও বেশি জমির মিউটেশন ও পরিবর্তন সম্ভব হয়েছে।
- MSME ইনভেস্ট পোর্টাল : ২০১৫ সালে IIM কলকাতার সাথে একযোগে স্থাপিত হয়ে এই পোর্টাল একই সঙ্গে উদ্যোগপতি, বিনিয়োগকারী ও পেশাদার বিশেষজ্ঞদের সংযুক্ত রাখে।
- রুরাল ক্রাফট হাব :২০১৪ সালে UNESCO–র সাথে যৌথভাবে প্রতিষ্ঠিত এই প্রজেক্টের আওতায় আছে ৯টি জেলার ২৬টি গ্রামের ১০ রকমের কারুশিল্প এর উদ্দেশ্য — কারুকর্মীদের আত্মনির্ভর উদ্যোগপতি হিসেবে তুলে এনে এই গ্রামগুলির কারুক্ষেত্র হিসেবে উন্নয়ন। এই গ্রামগুলিকে আবার পর্যটনক্ষেত্র

হিসেবেও তৈরি করা হচ্ছে — বাংলার রুরাল ক্রাফট হাব। গত ২৮ জুলাই ২০১৫ UNESCO সদর দপ্তর দ্বারা নির্বাচিত হয়ে প্যারিসে তাদের কারুকলা প্রদর্শনের বিরল সম্মান পেয়েছে।

- রাজ্য সরকারের আবেদনে সাড়া দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের বস্ত্র মন্ত্রক নদিয়ার শান্তিপুরে 'ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব হ্যান্ডলুম টেকনলজি' গড়তে রাজি হয়েছে। এটি হবে দেশের প্রথম সারির কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির অন্যতম।
- উদ্যোগপতি গড়ার জন্য নতুন বিজনেস রিয়েলিটি শো 'এগিয়ে বাংলা' অত্যন্ত সার্থকতার সাথে করা হয়েছে।
- ছোট ও মাঝারি উদ্যোগে বিনিয়োগকারীদের ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত সহজ ঋণদানের জন্যে ভারতীয় স্টেট ব্যাঙ্কের সাথে যৌথভাবে SME Credit কার্ড।
- সিনার্জি MSME : এক অনন্য সেবা প্রদান ইভেন্ট, যেখানে একই ছাতার তলায় অতি ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি উদ্যোগের প্রয়োজনীয় সব সমস্যার রীতিপূর্ণ সমাধান পাবেন উদ্যোগপতিরা। ৩৫,৫০০-রও বেশি MSME উদ্যোক্তা রাজ্য স্তরে এই সুবিধা পেয়েছেন। ইতিমধ্যে হাওড়া, মালদা ও শিলিগুড়িতে ৩টি সিনার্জি ইভেন্ট হয়ে গেছে।
- Service with a Smile (SWAS) নামক মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে ক্ষুদ্র শিল্পে উঠতি উদ্যোগপতিরা সরাসরি তাদের বিনিয়োগ ও কাজ সম্পর্কে যাবতীয় তথ্যের আদানপ্রদান, অভিযোগ জ্ঞাপন ও পরামর্শ নিয়ে আলোচনা করতে পারবেন।
- অতি ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি উদ্যোগপতিদের সুবিধার্থে MSME Facilitation Centre (MFC) এবং Single Application Gateway (SAG) গঠিত হয়েছে।
- কান্ডারি (State Leadership Programme): এই প্রকল্পের আওতায় আগামী ৫ বছরে ১১টি ক্ষুদ্র শিল্পে (যেমন- জরি, ধূপকাঠি, মাছের খাবার, পাটজাত দ্রব্য, কার্পেট, বস্ত্র, ঢালাই, ধাতুশিল্প, প্যাকেটবদ্ধ-প্রক্রিয়াকৃত খাদ্য, রত্ন ও অলংকার এবং চর্ম) জাতীয় টার্নওভারে রাজ্যের শেয়ার ৫% হারে বৃদ্ধি করব। তাতে ৪১২,৬২৪ কোটি টাকার ব্যবসা হবে এবং ৬১ লক্ষ যুবার কর্মসংস্থান হবে।

- কারুকর্মী ও বয়ন শিল্পীদের সামাজিক সম্মান ও সুবিধা সুনিশ্চিত করতে ৫.৬৯ লক্ষ 'আর্টিসান আইডি কার্ড' এবং ৫.৩০ 'লক্ষ উইভার আইডি কার্ড' দেওয়া হয়েছে।

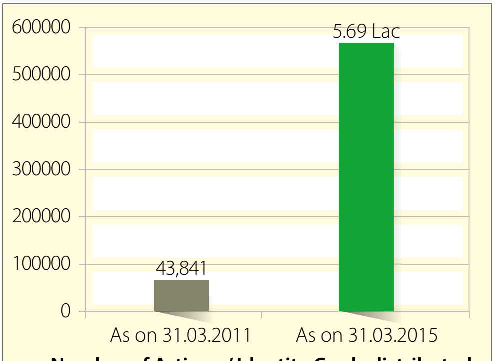

Number of Artisans' Identity Cards distributed

- রেডিমেড পোশাক, হোসিয়ারি দ্রব্য ইত্যাদি শিল্পের সুবিধা ও প্রচারের লক্ষ্যে ৯১৫৯ কোটি টাকার ডেভলপমেন্ট কস্ট এবং ২৬,১০০ কোটি টাকার বিনিয়োগে ইনটিগ্রেটেড টেক্সটাইল ডেভলপমেন্ট প্রজেক্ট চালু হয়েছে, যেখানে ৬,০১,১০০ মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে।

- ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে উৎসাহ জোগাতে ঝাড়গ্রাম, বিষ্ণুপুর, আলিপুরদুয়ার ও পুরুলিয়ায় গ্রামীণ হাটের আয়োজন করে রাজ্য সরকার। এক-একটি হাটে খরচ পড়ে প্রায় ৩ কোটি টাকা।

যা করেছি, শুধু তাই নিয়ে সন্তুষ্ট থাকার মানসিকতা মা-মাটি-মানুষের সরকারের নেই। মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে আরও অনেক কিছুই করার আছে। পূর্ণ মনোযোগের সঙ্গে তা করবও। সেই ভবিষ্যৎ কর্ম-পরিকল্পনার একটি ক্ষুদ্র অংশ লিখিত হল এখানে।

- আগামী পাঁচ বছরে এই সব সেক্টরগুলির ব্যাপক আর্থিক লাভ হবে।

- সদ্যপ্রণীত স্টার্ট আপ পলিসির সাহায্যে বহু স্টার্ট আপ কোম্পানিকে সহায়তা প্রদান করা হবে।
- টেক্সপ্রো : এই প্রকল্পের অধীনে তিন বছরের মধ্যে পিপিপি মডেলে গঠিত বেশ কয়েকটি টেক্সটাইল পার্ক এবং গার্মেন্ট হাব স্থাপিত হবে। এই প্রকল্পে বহু হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হবে এবং বহু লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থান হবে।
- সরকারি অনুমোদনপ্রাপ্ত ইন্ডাস্ট্রিয়াল হাব : স্কিম অফ অ্যাপ্রুভড ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কের অধীনে অনেকগুলি ইন্ডাস্ট্রিয়াল হাব স্থাপিত হবে। এতে বহু হাজার একর শিল্পের জন্য নির্দিষ্ট জমির ব্যবহার হবে।

- অলংকারশিল্প, চর্মশিল্প, ফাউনড্রি এবং প্রসেসড ও প্যাকেজড খাদ্যের জন্য বিশেষ ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক (শিল্পতীর্থ) গঠন করা হবে।

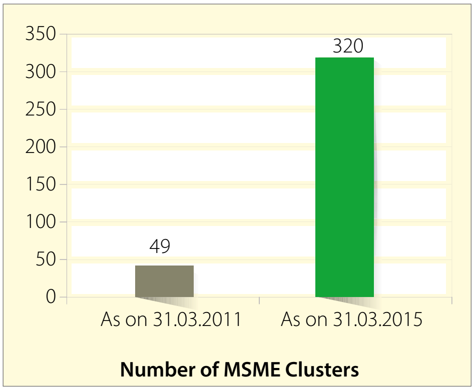

- ক্ষমতায় আসার সময় রাজ্যে ছিল ৪৯টি ক্লাস্টার। গত সাড়ে চার বছরে এমন ৩২০টি ক্লাস্টার আমরা নির্মাণ করেছি। আগামী পাঁচ বছরে আরও অনেক নতুন ক্লাস্টার তৈরি হবে, ফলে কয়েক লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থান হবে। যেসব সেক্টরগুলি এই সমস্ত ক্লাস্টার সৃষ্টিতে অংশগ্রহণ করবে সেগুলির মধ্যে আছে — কার্পেট, জরি, পাটের জিনিস এবং আগরবাতি।

- তাঁতি সাথী: অজস্র তাঁতযন্ত্র-বিহীন তাঁতিকে স্বনির্ভর করতে তাঁতযন্ত্র দেওয়া হবে। এতে বিনিয়োগ করা হবে প্রায় কয়েকশো কোটি টাকা।

- বহু শিল্পী ও কারিগরকে ক্রেডিট কার্ড দেওয়া হবে।
- শান্তিনিকেতনে স্থাপিত বিশ্ব ক্ষুদ্র বাজারে বহু কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হবে।
- মালদার রেশম পার্কে বহু কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হবে।
- রুরাল ক্রাফট অ্যান্ড কালচার হাব: ইউনেস্কো সমর্থিত বহু কোটি টাকা মূল্যের এই প্রকল্পের ফলে কয়েক হাজার লোক শিল্পীর উপার্জন বাড়বে।
- দেশে ও বিদেশে নতুন বিশ্ব বাংলা শোরুম স্থাপিত হবে।
- বানারহাটে ইকো ট্যুরিজম পার্কে বহু হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হবে।
- গোদাপিয়াশাল, বিদ্যাসাগর, শালবনি, সাহাচক, রঘুনাথপুর, হলদিয়া এবং বরজোড়ায় সমস্ত ইন্ডাস্ট্রিয়াল হাব নির্মাণকার্য সমাপ্ত হবে।
- এমএসএমই ভেনচার ক্যাপিটাল ফান্ডিং প্রসেস আরও শক্তিশালী করা হবে।

নারী ও শিশুকল্যাণ

নারীর অধিকার রক্ষা ও মহিলা এবং শিশুদের সুরক্ষার দিকে বিশেষ করে দৃষ্টি দেব বলে ঠিক করেছিলাম আমরা। বাল্য বিবাহ, অবৈধ নারীপাচার এবং শিশুপাচারের মতো অভিশাপ সমূলে বিনষ্ট করার অভিপ্রায় ছিল আমাদের। শিশুদের জন্য পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহ কতটা জরুরি, তা বুঝেছিলাম।

সমস্যা সমাধানে তৎপর হওয়া এবং পরিস্থিতি বিচার করে উদ্যোগ নেওয়া তৃণমূল সরকারের বৈশিষ্ট্য। এক্ষেত্রেও যে তার ব্যতিক্রম হয়নি, তা পড়লেই বুঝবেন।

- কন্যা শিশুদের সামগ্রিক উন্নয়নে, তাদের বিদ্যালয়মুখী করতে এবং তাদের বাল্যবিবাহ রোধের লক্ষ্যে প্রবর্তিত অভূতপূর্ব 'কন্যাশ্রী' প্রকল্প United Nations, ইউনিসেফ এবং ইংল্যান্ডের Department for International Development (DFID) দ্বারা সমাদৃত হয়েছে। এই প্রকল্পে এখনও পর্যন্ত ৩৩ লক্ষেরও বেশি কন্যা শিশু তালিকাভুক্ত হয়েছে। ১৪ই অগস্ট দিনটি 'কন্যাশ্রী দিবস' হিসাবে ঘোষিত হয়েছে।

- রাজ্যের ২০টি জেলায় ১,১৪,০৯৬টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র চালু রয়েছে। এর মাধ্যমে ৬ মাস থেকে ৬ বছর বয়সি ৬৬.৭৩ লক্ষ শিশু ও ১৩.৩৬ লক্ষ মা পরিষেবা পাচ্ছেন ।
- অপুষ্টি দূর করতে অপুষ্ট শিশুদের ready to eat খাবার প্রদান করা হচ্ছে।
- রাজ্যে শিশু অপুষ্টির হার ২০১০-১১ সালে ছিল ৩০, যা বর্তমানে কমে দাঁড়িয়েছে ১৮.৩৭ ।
- আমরা সমাজের বিভিন্ন স্তরের অবহেলিত মানুষদের উন্নয়নের মূল স্রোতে নিয়ে আসতে একগুচ্ছ কল্যাণকর প্রকল্পের সূচনা করেছি। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল :
  - যৌনকর্মী ও পাচার-হওয়া মহিলাদের সামাজিক পুনর্বাসনের জন্যে 'মুক্তির আলো' প্রকল্প ।
  - খুব কম উচ্চতাসম্পন্ন মানুষদের স্বাবলম্বী করতে 'Little Star' প্রকল্প
  - রূপান্তরকামী মানুষের উন্নয়নে 'West Bengal Transgender Development Board' গঠন ।
- State Plan of Action for Children : ২০১৪ সালের ডিসেম্বর মাসে রাজ্য সরকার ইউনিসেফের সহায়তায় ২০১৪ থেকে ২০১৮ সালের জন্যে State Plan of Action for Children প্রকাশ করেছে। রাজ্যে শিশুদের

সার্বিক উন্নয়নের প্রকল্পগুলির নিয়মিত তদারকিই হল এর মূল লক্ষ্য। পাশাপাশি মালদা ও পুরুলিয়ার জন্য District Plan of Action for Children–ও তৈরি করা হয়েছে।

- শিশু আলয় : শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হল জীবনের প্রথম কয়েকটি বছর। শিশু বিকাশের এই ধারণা মাথায় রেখে উপযুক্ত Early Childhood Care and Education (ECCE) প্রদানের লক্ষ্যে 'শিশু আলয়' প্রকল্পটি চালু করা হয়েছে। বর্তমানে রাজ্যের এক হাজারটি ICDS Centre-কে এই প্রকল্পের আওতায় আনা হয়েছে, কালক্রমে রাজ্যের সকল ICDS Centre এর আওতাভুক্ত হবে।

- স্বাবলম্বন : দরিদ্র, অসহায় মহিলাদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মধ্যে দিয়ে আর্থিকভাবে স্বনির্ভর করার কর্মসূচি হল স্বাবলম্বন। বিগত সাড়ে চার বছরে ৪০০টি প্রকল্পের মাধ্যমে ১৬ হাজারেরও বেশি মহিলাকে এর আওতায় আনা হয়েছে। বর্তমানে যৌনকর্মী ও তাদের সন্তানদের পুনর্বাসনের জন্যে একটি বিশেষ স্বাবলম্বন কর্মসূচি চালু হতে চলেছে।

মা–মাটি–মানুষের সরকার মায়েদের এবং শিশুদের কথা নিরন্তর ভাববেই, তা নিয়ে সন্দেহ থাকতে পারে না। বাংলার নারী এবং শিশুদের সুখ, স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তা ভবিষ্যতে বাড়বে বই কমবে না। এর জন্য যা করব বলে স্থির করেছি তার সামান্য উদাহরণ দিলাম।

- কন্যাশ্রী প্লাস প্রবর্তিত হবে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে কন্যাশ্রীর আওতায় থাকা বালিকারা উচ্চশিক্ষা এবং চাকরির সুবিধা অর্জন করবে। প্রকল্পটি আরও বর্ধিত

ও প্রসারিত করা হবে। যাতে আরও অনেক মেয়েরা সুযোগ পায়, তার জন্য পারিবারিক আয়ের মাত্রা বাড়ানো হবে।

- মহিলাদের জন্য রাজ্যব্যাপী একটিই বিশেষ হেল্পলাইন নম্বর চালু করা হবে।
- Women Employment Bank তৈরি করা হবে।
- Women Empowerment ও মহিলা কর্মসংস্থানের দিকে বিশেষ নজর দেওয়া হবে।
- শিশু ও মহিলা পাচার রুখতে বিশেষ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হচ্ছে। প্রকল্পটিকে আগামী দিনে আরও জোরদার করা হবে।
- শিশু ও তাদের মায়েদের জন্য পুষ্টিকর খাদ্যের সুবন্দোবস্ত করা হবে এবং তার জন্য রাজ্যব্যাপী একটি মিশন প্রবর্তন করা হবে। এতে সমস্ত নোডাল বিভাগ এবং ইউনিসেফের ভূমিকা থাকবে।
- অসহায় মহিলাদের জন্য পেনশনের সুবিধা দেওয়া হবে।
- অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের সরকারি আবাসিক ট্রেনিং সেন্টার চালু করা হবে।
- অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের জন্য সাইকেল প্রদান করা হবে।
- ইটভাটা ও ছিটমহল অঞ্চলে আইসিডিএস কেন্দ্র স্থাপন করা হবে।
- Women Empowerment Centre গুলিকে আরও শক্তিশালী করা হবে।
- ব্লকে ব্লকে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের ভবন নির্মাণ করা হচ্ছে ও হবে।

গ্রামোন্নয়ন

গ্রামের মানুষকে স্বচ্ছন্দ এবং সুবিধাযুক্ত জীবন দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছিলাম। পঞ্চায়েত পদ্ধতির সাংগঠনিক ক্ষমতা বৃদ্ধি, দারিদ্রসীমার নীচের মানুষদের আর্থিক সহায়তা এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ছিল কর্তব্যের তালিকায়। জল সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নতি, জলসেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং নানাবিধ জলপ্রকল্প গঠন করব বলে ঠিক করেছিলাম। গ্রামের মানুষদের জন্য সুচারু শৌচালয় গঠন করাও ছিল সার্বিক পরিকল্পনার অন্তর্গত। ঠিক করেছিলাম, গ্রামের মানুষদের যথোপযুক্ত কাজের সুবিধা দেব।

গ্রামবাংলার মুখে হাসি ফোটাতে তৃণমূল সরকার এই প্রতিশ্রুতিগুলি সর্বাংশে পালন করেছে।

- ১০০ দিনের কাজ : ২০১৫–১৬ সালে বিগত বছরের কাজের পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে একশো দিনের কাজের সঙ্গে অন্যান্য দপ্তরের কাজের সমন্বয়ের মাধ্যমে জীবিকার উন্নয়নের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সারা দেশে শ্রেষ্ঠত্বের আসন লাভ করেছে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রক কর্তৃক পুরস্কৃত হয়েছে। পাশাপাশি উত্তর ২৪ পরগনা জেলাও একশো দিনের কাজে অসাধারণ কৃতিত্বের জন্যে পুরস্কৃত হয়েছে।

- ২০১৪–১৫ আর্থিক বর্ষেও আমরা ৪০১০ কোটি টাকা ব্যয় করে দেশের মধ্যে প্রথম এবং সাড়ে ১৬ লক্ষেরও বেশি শ্রমদিবস সৃষ্টি করে দেশের মধ্যে দ্বিতীয় হয়েছিলাম।

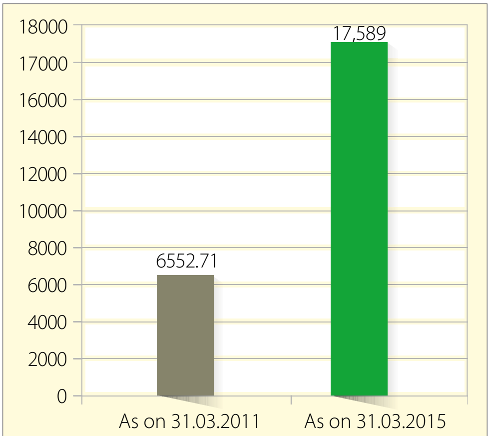

Amount of expenditure incurred under MGNREGA during 2007-11 vs. 2011-2015 (in ₹ crore)

- বিগত সাড়ে চার বছরে সারা রাজ্যে একশো দিনের কাজে আমরা প্রায় ১৭,৫৮৯ কোটি টাকা ব্যয় করে ৮৪.৫১ কোটি শ্রমদিবস সৃষ্টি করেছি। আগামী বছরের মে মাসের মধ্যে আমরা আরও ৫০০০ কোটি টাকা এই প্রকল্পে খরচ করতে চলেছি ।
- মিশন নির্মল বাংলা: বিগত আড়াই বছরে রাজ্যে ২৬ লক্ষের বেশি পরিবারে শৌচাগার নির্মিত হয়েছে। আমাদের রাজ্য ২০১৪–১৫ আর্থিক বর্ষে 'নির্মল বাংলা' স্বাস্থ্যবিধান (Sanitation) কর্মসূচিতে প্রায় সাড়ে ৮ লক্ষ শৌচালয় নির্মাণ করে ভারত সরকারের কাছ থেকে 'দেশ সেরা'র শিরোপা জিতে নিয়েছে। এ বছর ডিসেম্বর মাস অবধি ১১ লক্ষের বেশি পরিবারে শৌচাগার নির্মাণ করে আমরা প্রথম স্থানে রয়েছি। আগামী মে মাসের মধ্যে আরও সাড়ে ৭ লক্ষের বেশি পরিবারে শৌচাগার নির্মিত হবে ।

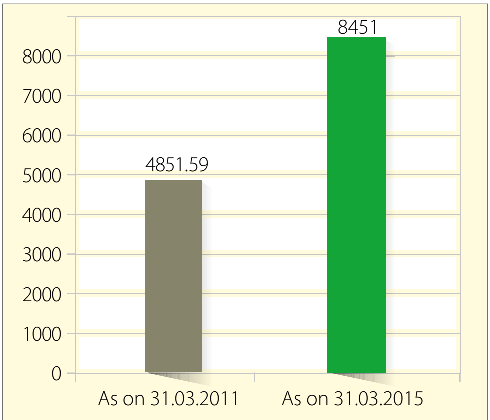

Person-days generated under MGNREGA during 2007-11 vs. 2011-2015 (in lakh)

- নদিয়া দেশের প্রথম উন্মুক্ত শৌচবিহীন জেলা হিসাবে পুরস্কার অর্জন করেছে। সারা দেশের পারিবারিক শৌচাগার নির্মাণের ক্ষেত্রে অগ্রগণ্য প্রথম চারটি জেলার মধ্যে তিনটি হল নদিয়া, উত্তর ২৪ পরগনা ও হুগলি — তিনটিই পশ্চিমবঙ্গে।
- ইন্দিরা আবাসন যোজনায় ২০১৫–১৬ সালে পশ্চিমবঙ্গ বাসগৃহ নির্মাণের অনুমোদন প্রদান ও নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রা পূরণে সারা দেশের মধ্যে ১ নম্বর স্থানে রয়েছে ।
- গত সাড়ে চার বছরে গ্রামীণ এলাকায় ৭৪৪টি নলবাহিত জলসরবরাহ প্রকল্প ও প্রায় ২১ হাজার টিউবওয়েল স্থাপন করা হয়েছে — যা থেকে ১ কোটি ৭০ লক্ষ মানুষ পরিষেবা পাচ্ছেন। ২০১৬ সালের মে মাসের মধ্যে ২ কোটি মানুষের কাছে পরিষেবা পৌঁছে যাবে ।

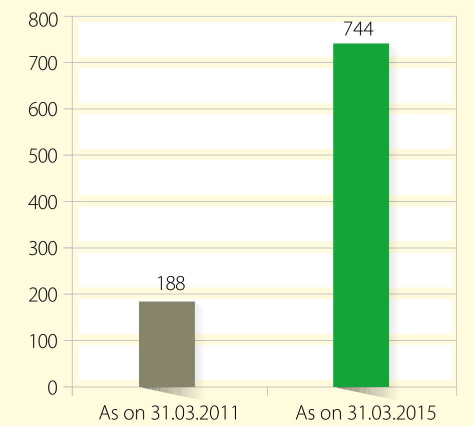

New Piped Water Supply Schemes commissioned during 2007-11 vs. 2011-2015

- আর্সেনিক উপদ্রুত এলাকায় ৯১% মানুষকে বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ করা হচ্ছে। আগামী মে মাসের মধ্যে ৯৭% মানুষকে পরিস্রুত জল প্রদান করা যাবে।

- পুরুলিয়া জেলায় প্রায় ১২০০ কোটি টাকায় রাজ্যের অন্যতম বৃহৎ পানীয় জল সরবরাহের জন্য 'জাইকা' প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে। এর ফলে পুরুলিয়া জেলার ৯টি ব্লকের ১৫ লক্ষ মানুষ উপকৃত হবেন।

- বাঁকুড়া জেলায় রাজ্যের অন্যতম বৃহৎ নলবাহিত পানীয় জল সরবরাহ প্রকল্প (১১০০ কোটি টাকার) হাতে নেওয়া হয়েছে।

- নিউটাউন ও তার সংলগ্ন এলাকার জন্য আমরা একটি ১০০ MGD (Millions of gallons per day) ক্ষমতাসম্পন্ন Surface Water -based জল প্রকল্প চালু করেছি। হুগলি নদী থেকে জল তুলে পরিশুদ্ধ করে এই প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ে নিউটাউন, সল্টলেক ও নবদিগন্ত এলাকায় ২০ MGD জল প্রতিকদিন

সরবরাহ করা হবে। প্রকল্পটির ব্যয় প্রায় ৭২৭ কোটি টাকা। এই প্রকল্পটি রূপায়ণের ফলে প্রাথমিক পর্যায়ে প্রায় সাড়ে চার লক্ষ মানুষ ও ভবিষ্যতে প্রায় ১৫ লক্ষ মানুষ উপকৃত হবেন।

- সারা রাজ্যে প্রায় ২ লক্ষ ৭৬ হাজার একর জমিকে সেচসেবিত করা হয়েছে। ২০১৬ সালের মে মাসের মধ্যে আরও প্রায় অতিরিক্ত ৬২,০০০ একর সেচ আওতাভুক্ত হবে ।

- সারা রাজ্যে এই সাড়ে চার বছরে ২০১৩ কিমি বাঁধ উন্নয়নের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। এর মধ্যে সুন্দরবনের আয়লা বিধ্বস্ত এলাকার ৫০ কিমি বাঁধও রয়েছে। আরও ২২৫ কিমি বাঁধ নির্মাণের কাজ চলছে ।

- 'জল ধরো জল ভরো' প্রকল্পে সারা রাজ্যে ৫০ হাজার জলাশয় নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রার পরিপ্রেক্ষিতে ১ লক্ষ ৪০ হাজারেরও বেশি নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয়েছে।

- জঙ্গলমহল এলাকার মূল সমস্যা হল ভূপ্রকৃতিগত কারণে মাটিতে জলধারণ ক্ষমতা কম এবং জমির অসমান ঢালের জন্যে বৃষ্টির জল গড়িয়ে যায়। এই সমস্যা সমাধানে আমরা এলাকায় জল ধরে রাখতে 'জলতীর্থ' প্রকল্পে চেক ড্যাম ও জল সংরক্ষণের ট্যাঙ্ক তৈরিতে উদ্যোগী হয়েছি। পশ্চিম মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া ও বীরভূম জেলায় মোট ৩২ হাজার হেক্টর জমির জন্য ৫০০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৮৩৮টি এইরকম প্রকল্প রূপায়ণের কাজ আমরা হাতে নিয়েছি, যার মধ্যে ৪২৪টি প্রকল্পের কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে।

- প্রায় ৬৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে কেলেঘাই–কপালেশ্বরী–বাগাই খালের পূর্ব মেদিনীপুরের অংশের সংস্কারের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় ইতিমধ্যেই ২১৬ কোটি টাকা ব্যয়ে নদীবক্ষে ৭৫ কিমি খনন এবং ১৫৮ কিমি সেচ নালা খননের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বাকি কাজও দ্রুত সমাপ্ত হবে। এই প্রকল্পে পূর্ব মেদিনীপুরের ময়না, ভগবানপুর–১ ও পটাশপুর–১ ব্লকের সঙ্গে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ১১টি ব্লকের প্রায় ৪ লক্ষ মানুষ উপকৃত হবেন।

- পাঁশকুড়া–১ ও ২ ব্লক–সহ পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার মোট ১২টি ব্লকে বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রায় ২ হাজার কোটি টাকার 'ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান' অনুমোদিত হয়েছে। এটি রূপায়িত হলে এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলের প্রায় ১৭ লক্ষ মানুষ প্রতি বছর বন্যার অভিশাপ থেকে মুক্তি পাবেন।

- ১১৭টি নতুন ব্রিজ নির্মাণ করা হয়েছে সারা রাজ্যে। গঙ্গাসাগরে তীর্থযাত্রীদের সুবিধার্থে কাকদ্বীপ লট ৮–এ নতুন জেটি নির্মিত হয়েছে। এরই সাথে ৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে পশ্চিম মেদিনীপুর জঙ্গলমহল এলাকায় লালগড় ব্লকে আমকলা ব্রিজটির নির্মাণ কাজও সম্পন্ন হয়েছে।

- গ্রামীণ সড়ক যোজনায় ৮ হাজার কিলোমিটারের বেশি দৈর্ঘ্যের রাস্তা নির্মিত হয়ে গিয়েছে। আরও প্রায় ২৩০০ কিমি রাস্তা আগামী মে মাসের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে।

বাংলার গ্রামে মানুষের মুখে যে হাসি ফোটাতে পেরেছি তা যাতে আগামী দিনেও মুছে না যায়, তা নিশ্চিত করতে তৃণমূল সরকার সর্বদা তৎপর থাকবে। কাজ আমাদের থামবে না। কী করব তার সামান্য কিছু উদাহরণ রইল এখানে।

গ্রাম আমাদের গর্ব। গ্রামকে নিজের পায়ে দাঁড় করানো ও গ্রামীণ সার্বিক উন্নয়ন আমাদের প্রথম লক্ষ্য। সেই লক্ষ্য পূরণে নির্দিষ্ট কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে ও আগামী দিনে আরও হবে।

- গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদের কাজে স্বচ্ছতা আনার জন্য ও গ্রামে আরও জনসংযোগ বাড়ানোর জন্য নির্দিষ্ট কর্মসূচি নেওয়া হবে।
- ১০০ দিনের কাজকে গুরুত্ব দিয়ে এই প্রকল্পটি আরও সঠিক সময়ে যাতে টাকা পায় তার ব্যবস্থা করা হবে।
- মিশন নির্মল বাংলা প্রকল্পকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। এর মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ বাড়িতে শৌচালয় নির্মাণ করা হবে। জনসমাবেশ হয় যেসব স্থানে, সেখানে বহু হাজার শৌচাগার নির্মিত হবে। যাবতীয় গ্রামাঞ্চলকে প্রকাশ্যে বর্জ্যত্যাগ–মুক্ত স্থান হিসেবে গড়ে তোলা হবে।
- House for all প্রকল্পটিতে জোর দেওয়া হবে।
- অনেক রাস্তা তৈরির সাফল্যের ওপরে জোর দেওয়া হবে।
- ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কের সহযোগিতায় আইএসজিপি প্রোগ্রামের মাধ্যমে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির বহু হাজার সদস্য ও কর্মীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির সম্পদ বৃদ্ধি করা হবে। জিও–ট্যাগিং পদ্ধতিতে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে পঞ্চায়েতগুলির সমস্ত কার্যকলাপ নথিভুক্ত করা হবে।

- সমস্ত জল সংরক্ষণ এবং কূপ খননের কাজ সমাপ্ত করা হবে এবং নির্ধারিত সংখ্যা ছাড়িয়ে যাওয়া হবে।
- গ্রাম উন্নয়ন প্রকল্প এবং কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পকে ভালো ফল লাভের উদ্দেশ্যে সমকেন্দ্রিক করা হবে। তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার এই সমকেন্দ্রিকরণের কেন্দ্রবিন্দু।
- বৃহদায়তনে পাইপলাইন জলসরবরাহ প্রকল্প সম্পন্ন করা হবে।
- সমস্ত বিদ্যালয়ে এবং অঙ্গনওয়াড়িতে পানীয় জল সরবরাহ করা হবে।
- বাঁকুড়া, পুরুলিয়া এবং অন্যান্য জলসংকট প্রবণ এলাকায় জলসরবরাহ প্রকল্প সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিত করতে হবে।

নগরোন্নয়ন

পথ যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি, উড়ালপুল তৈরি ইত্যাদি গঠনমূলক কাজ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। বুঝেছিলাম নতুন টাউনশিপ তৈরির প্রয়োজন আছে। শহরের মানুষ যাতে সুষ্ঠু জলসরবরাহ ব্যবস্থার সুবিধা পান তার প্রতি নজর ছিল আমাদের। বুঝেছিলাম, নগর পরিবহণ ব্যবস্থার প্রভূত উন্নতি দরকার। গত জমানায় বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থার করুণ হাল হয়েছিল — ঠিক করেছিলাম সেই ইতিহাস মুছে দেব। জনপরিষেবায় ই-গভর্নেন্সের প্রবর্তন করার পরিকল্পনা নিয়েছিলাম প্রথমেই।

তৃণমূল সরকার সঠিক পরিকল্পনা গ্রহণে যতটা পারঙ্গম ততটাই সক্ষম সেগুলির বাস্তব রূপায়ণে। কথা দিয়ে কথা রাখার ঐতিহ্য তাই এক্ষেত্রেও ব্যাহত হয়নি।

- বিধাননগর Municipal Corporation ও হরিণঘাটা, বুনিয়াদপুর ও ডোমকলে নতুন Municipality গড়ে উঠেছে।
- আসানসোল ও হাওড়া Municipal Corporation পুনর্গঠিত হয়েছে।
- অন্ডালে Golden City Industrial Township ও কলকাতা লেদার কমপ্লেক্স অঞ্চলে Sector VI Industrial Township গড়ে উঠছে।
- বিগত সাড়ে চার বছরে পরিকল্পনা খাতে Municipalityগুলিকে ৬৭০০ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে।
- বিগত সাড়ে চার বছরে পৌর বিষয়ক ও নগরোন্নয়ন দপ্তর একগুচ্ছ প্রকল্প রূপায়ণ করেছে। এদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল — কলকাতায় ই.এম. বাইপাস সংলগ্ন এলাকায় 'মা' উড়ালপুল নির্মাণ, ফুলবাড়ি Land Customs Station নির্মাণ, ধাপা সংলগ্ন এলাকায় জয় হিন্দ জল প্রকল্প, গার্ডেনরিচ জল প্রকল্প, বালি, ভাটপাড়া ও দমদম পৌরসভার Surface Water Supply প্রকল্প, বরানগর পৌরসভার Water Treatment Plant, গীতাঞ্জলি স্টেডিয়াম ও নজরুল মঞ্চের সংস্কার ইত্যাদি।

- পাশাপাশি নগর সৌন্দর্যায়নের লক্ষ্যে নিউটাউনে Eco Tourism Park — প্রকৃতি তীর্থ, বর্ধমানে Mandela Park ও ডুমুরজলায় Eco Park আমরা গড়ে তুলেছি ।
- একইসঙ্গে আমরা 4 Lane বিশিষ্ট কামালগাজী উড়ালপুলের নির্মাণ কাজ শেষ করেছি। কামালগাজী জংশনের সঙ্গে ই.এম. বাইপাসকে সংযুক্ত করছে এই উড়ালপুলটি। ১০০ কোটি টাকা ব্যয়ে আমাদের KMDA (Kolkata Metropolitan Development Authority) এই প্রকল্পটি সম্পূর্ণ করেছে আড়াই বছরেরও কম সময়ে ।
- এই সময়কালের মধ্যে গঙ্গাসাগর–বকখালি, ফুরফুরা শরিফ, তারাপীঠ –রামপুরহাট, পাথরচাপরি ও বক্রেশ্বর Development Authority গড়ে উঠেছে।
- সারা রাজ্যে আমরা ৬টি ভিন্ন ভিন্ন Theme–এর উপর ৬টি Greenfield City গড়ে তুলছি। বারুইপুরে উত্তম, শান্তিনিকেতনে গীতবিতান, আসানসোলে অগ্নিবীণা, কল্যাণীতে সমৃদ্ধি সিটি এবং হাওড়ায় স্পোর্টস সিটি–র সঙ্গে শিলিগুড়িতে তিস্তা সিটি গড়ে তুলছি আমরা।

- রাজ্যে পরিবহণে নতুন গতি এসেছে। দুর্গাপুরে অন্ডাল বিমান বন্দর দেশের সর্বপ্রথম বেসরকারি উদ্যোগে নির্মিত Greenfield Airport রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। দুর্গাপুর থেকে কলকাতা হয়ে নয়া দিল্লি পর্যন্ত উড়ান চালু হয়ে গিয়েছে। কলকাতা থেকে অন্ডাল হয়ে কোচবিহার পর্যন্ত উড়ান চালু হয়েছে।

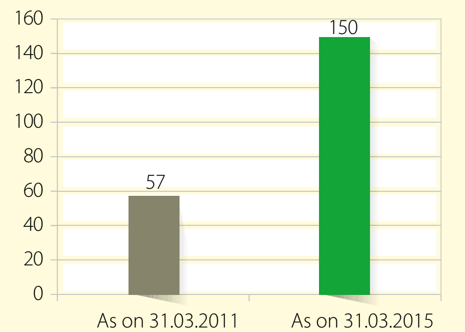

Number of new Bus Stands constructed/ renovated during 2007-11 vs. 2011-2015

- যাত্রী সুবিধার্থে: কলকাতা–মালদা, কলকাতা–বালুরঘাট, কলকাতা–গঙ্গাসাগর, কলকাতা–দীঘা হেলিকপ্টার পরিষেবা চালু হয়ে গেছে ।
- AC Bus–সহ ১৫০০ নতুন স্টেট বাস চালু হয়ে গিয়েছে। আরও ২৫০টি নতুন বাস কেনা হচ্ছে। ১৫,০০০ No Refusal Taxi পথে নেমেছে। ৪০০০ নতুন বেসরকারি বাসের পারমিট প্রদান করা হয়েছে।
- রাজ্যে মোট ১৬টি আই.টি পার্ক গড়ে উঠছে, যার মধ্যে ৮টির কাজ ইতিমধ্যেই

সম্পন্ন হয়েছে।

- 'লোডশেডিং' আজ পশ্চিমবঙ্গে ইতিহাস। 'সবার ঘরে আলো' কর্মসুচিতে মার্চ ২০১৬-র মধ্যে রাজ্যের সকল পরিবারে আলো পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা রূপায়িত হবে। বর্তমানে ৭টি জেলায় — উত্তর দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুরে এই কাজ শেষ হয়েছে। বাকি জেলায় মার্চ ২০১৬-র মধ্যে সবার ঘরে আলো পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে দ্রুত কাজ এগিয়ে চলেছে।

- বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে বিদ্যুৎ ঘাটতি নয়, উদ্বৃত্ত। Power Banking-এর মাধ্যমে অন্যান্য রাজ্যে আমরা এখন বিদ্যুৎ পাঠাচ্ছি। বিগত সাড়ে চার বছর সময়কালে আমাদের রাজ্যে নতুন বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা স্থাপিত হচ্ছে প্রায় ৫০০০ মেগাওয়াট ।

- ব্যান্ডেল তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের ৫ নং ইউনিটের পুনর্নবীকরণ ও আধুনিকীকরণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

- মুর্শিদাবাদ জেলায় WBPDCL ৬০০০ কোটি টাকা ব্যয়ে সাগরদীঘি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের দুটি নতুন ইউনিট — ইউনিট ৩ ও ৪-এর — স্থাপনের কাজ হাতে নিয়েছে। গত ১৫ ডিসেম্বর সাগরদীঘি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের ৩নং ইউনিটটি আনুষ্ঠানিক ভাবে চালু হয়েছে। এটি WBPDCL-এর সর্বপ্রথম ৫০০ মেগাওয়াট তাপবিদ্যুৎ উৎপাদনকারী ইউনিট।

বাংলার নগর একদিন গোটা বিশ্বে সমাদৃত হবে, এই হল তৃণমূল সরকারের বিশ্বাস। কিন্তু তার জন্য চাই নিরলস পরিশ্রম, সুষ্ঠু দায়িত্ব পালন। সংকল্প আছে অনেক কিছু করার। জানালাম তেমনই কিছু পরিকল্পনার কথা।

- দিল্লির বিজ্ঞান ভবনের আদলে আধুনিক বিশ্ব বাংলা কনভেনশন সেন্টার গড়ে তোলা হচ্ছে। সঙ্গে থাকছে বিশাল একটি হোটেলও। কনভেনশন সেন্টারে হাজার হাজার মানুষ আসন গ্রহণ করতে পারবেন।
- ইকো পার্কে গড়ে তোলা হচ্ছে সোলার ডোম।
- ইকো পার্কের নিকটবর্তী স্থানে নির্মিত হচ্ছে হেলিপোর্ট।
- হেলিপোর্টের অদূরেই তৈরি হতে চলেছে ইন্ডোর স্টেডিয়াম।
- শহরের বিশেষ কয়েকটি জায়গায় কলকাতা গেট নির্মাণ করা হবে।
- ইন্টারন্যাশনাল, ইন্টারস্টেট এবং ইন্টারসিটি বাস টার্মিনাল-সহ একাধিক কর্মসূচি নেওয়া হবে।
- ইকো পার্কের আইফেল টাওয়ার-সহ সাতটি আশ্চর্যের প্রতিরূপ।
- NKD-র জন্য নয় তলা বিশিষ্ট প্রশাসনিক ভবন নির্মাণ করা হবে।
- WiFi connection বাড়ানো হবে দুর্গাপুর, আসানসোল, বর্ধমান, শিলিগুড়ি, মালদা, উত্তর ২৪ পরগনা, দমদম, ব্যারাকপুর, বোলপুর, কৃষ্ণনগর, চন্দননগর, চুঁচুড়া ইত্যাদি জায়গায়।
- জয়গাঁও-এ দ্বিতীয় ইন্দো-ভূটান গেট নির্মাণ করা হবে।

- উল্টোডাঙা থেকে গড়িয়া অবধি বাস র‍্যাপিড ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম চালু করা হবে।
- প্রগতি ময়দানের মতো মিলন মেলায় তৈরি হবে exhibition-cum-mela ground ও convention centre.
- জিনজিরা বাজার থেকে বাটানগর অবধি বজবজ ট্রাঙ্ক রোডের উপর উড়ালপুল নির্মাণ করা হবে।
- দক্ষিণেশ্বর মন্দির এলাকায় পথচারী ও ট্রাফিকের ভিড় নিয়ন্ত্রণে আনা হবে। Sky Walk তৈরি হচ্ছে, সম্পূর্ণ হলে যাতায়াত হবে সহজ–সুলভ।
- হকারদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হবে ও অধিকার রক্ষার কার্ড দেওয়া হবে।
- ঢাকুরিয়া ব্রিজ থেকে সুকান্ত সেতু অবধি রাজা সুবোধ চন্দ্র মল্লিক রোড বরাবর একটি উড়ালপুল নির্মাণ করা হবে।
- আরও সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টের কাজ শুরু হবে।
- বায়ো গ্যাস বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে সলিড ওয়েস্টের ব্যবহার হবে।
- House for All–এর অধীনে গরিব ও সাধারণ মানুষের জন্য বাসস্থানের

বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখা হবে।

- তথ্যপ্রযুক্তি সেক্টরে প্রচুর কাজ হবে। সেক্টর ফাইভের মতো সেক্টর সিক্স নির্মাণের কাজ চলছে। তথ্যপ্রযুক্তি ভবন নির্মিত হলে এই সেক্টরের আরও বেশি উন্নতি অবশ্যম্ভাবী।
- তথ্যপ্রযুক্তিতে বিশেষ সুবিধা ও ছাড় দেওয়ার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন স্কিম প্রবর্তিত হবে।
- অনেক ছোট শহর ও উপনগরী তৈরি করা হবে যাতে প্রভূত কর্মসংস্থান হয়। তা নিশ্চিত করতে পরিকাঠামোর উপরও জোর দেওয়া হবে।

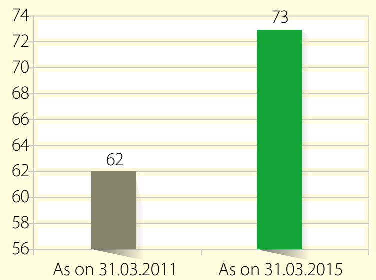

Number of new Water Supply Schemes commissioned during 2007-11 vs. 2011-2015

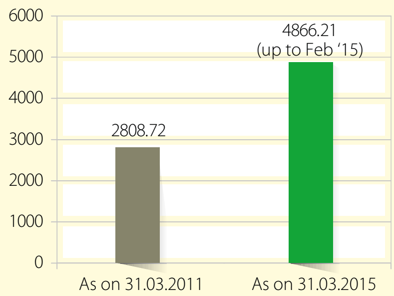

Amount of revenue generated during 2007-11 vs. 2011-2015 (in ₹ crore)

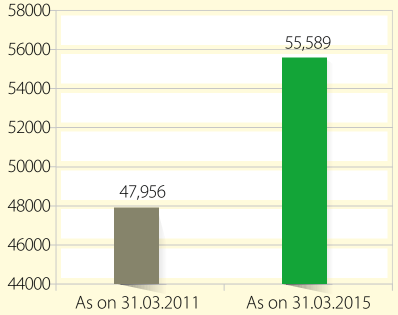

Number of houses constructed for Urban Poor under BSUP (Basic Services to the Urban Poor)during 2007-11 vs. 2011-2015

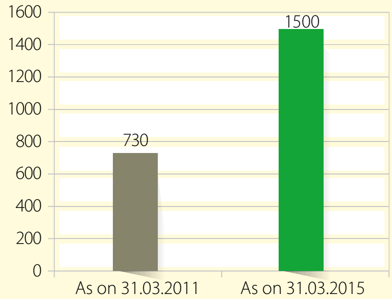

Number of new Bus routes introduced during 2007-11 vs. 2011-2015

সংস্কৃতি, ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ

বঙ্গসংস্কৃতি যাতে আবার জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করে তার সমস্ত ব্যবস্থা করার চেষ্টা করব বলে ঠিক করেছিলাম। রবীন্দ্র–নজরুলের চিন্তাধারাকে পৌঁছে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম বিশ্বের দরবারে। চলচ্চিত্র এবং নাটক — এই দুই ক্ষেত্রেই বিপুল পরিমাণে উন্নয়নমূলক কাজকর্ম করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম আমরা। নাট্যশিল্পীদের যথাযোগ্য আর্থিক সাহায্য এবং আন্তর্জাতিক মানের চলচ্চিত্র উৎসব করার পরিকল্পনা নিয়েছিলাম তখনই। দুঃস্থ লোকশিল্পীদের জন্য যথোপযুক্ত আয়ের ব্যবস্থা করার সিদ্ধান্ত ছিল। খেলাধুলায় বাংলা যাতে আবার এগিয়ে যায় তার দায়িত্ব নেব বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া পরিবার থেকে উঠে আসা প্রতিভাবান খেলোয়াড়দের জন্য বিশেষ প্যাকেজ থাকবে বলে জানিয়েছিলাম।

ভারতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সাংস্কৃতিক পীঠস্থান হিসাবে বাংলাকে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে তৃণমূল সরকার।

ক্রীড়াক্ষেত্রেও ফিরিয়ে আনতে চেয়েছি গৌরবের দিন। যা পেরেছি তার তালিকা নেহাত ছোট নয়।

- লোকসংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন ও কার্যকরী প্রসারের লক্ষ্যে চালু 'লোকপ্রসার প্রকল্প' ৬০ হাজার লোকশিল্পীর আর্থিক উপার্জন সুনিশ্চিত করেছে।
- বাংলার বিভিন্ন লোকশিল্পকে পুনরায় উজ্জীবিত করার লক্ষ্যে এটি একটি অনন্য প্রকল্প। এই প্রকল্পের অধীনে লোকশিল্পীরা প্রতি মাসে ১০০০ টাকা করে সাম্মানিক পাচ্ছেন। এই সবকিছুই তাঁদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি পৌঁছে যাচ্ছে।

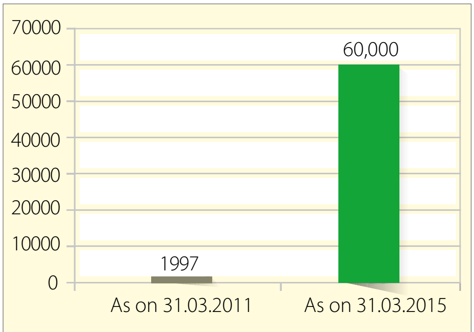

No of Local folk artists identified

- এই লোকশিল্পীরা তাঁদের শিল্প প্রদর্শনের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকল্পের। যেমন কন্যাশ্রী, যুবশ্রী, শিক্ষাশ্রী ইত্যাদি — প্রচারে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন। এই প্রকল্প বাংলার লোকশিল্পীদের মধ্যে ব্যাপক উদ্দীপনার সঞ্চার করেছে।
- ৭৭,০০০-এর বেশি লোকশিল্পী ও আদিবাসী শিল্পী সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প ও উদ্যোগ সম্পর্কে কার্যকরী তথ্য প্রচারের জন্য প্রায় ২৭,০০০ প্রচারমূলক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছিলেন।
- ২০০৭-২০১১ সালে ১৯৯৭ জন স্থানীয় লোকশিল্পীকে চিহ্নিত করা হয়েছিল। অন্যদিকে, ২০১১-২০১৫ সালে চিহ্নিত লোকশিল্পীর সংখ্যা ৬০০০০-র বেশি এবং তা আরও বাড়ছে।
- নাট্যগোষ্ঠী ও যাত্রাশিল্পীদের আর্থিক সহায়তা প্রদান: এখনও পর্যন্ত ৩০০টি নাট্যদল ৫০,০০০ টাকা করে আর্থিক সাহায্য পেয়েছে।

- স্ব স্ব ক্ষেত্রে কৃতীদের সম্মান জ্ঞাপনের জন্য বিবিধ পুরস্কার প্রবর্তন করা হয়েছে।
- সিনে ও টেলিভিশনের কলাকুশলী ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের জন্য 'গ্রুপ মেডিক্যাল ইনসিওরেন্স' চালু করা হয়েছে।
- রেকর্ড সময়ে টালিগঞ্জে টেকনিশিয়ান্স স্টুডিওর সংস্কার ও পুনর্নির্মাণ করা হয়েছে।
- ২০১২ সালে ছোট পর্দার ধারাবাহিকগুলির শিল্পী, যন্ত্রবিদ ও এই শিল্পজগতের সার্বিক উন্নয়নের জন্য পশ্চিমবঙ্গ টেলি আকাদেমি গড়ে তোলা হয়েছে। এটির পৃষ্ঠপোষকতায় বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে — যেমন টেলিভিশন কর্মীদের জন্য গ্রুপ মেডিক্যাল ইনিসিওরেন্স, টেলি সম্মান দেওয়া ইত্যাদি।
- ২০১১ সালে পশ্চিমবঙ্গ কাজী নজরুল ইসলাম আকাদেমি গড়ে তোলা হয়েছে, যার মূল উদ্দেশ্য কাজী নজরুল ইসলামের বহুমুখী কার্যাবলির গবেষণা ও তাঁর ধ্যানধারণা ও ভাবনাকে প্রচার ও প্রসারিত করা। নজরুলগীতিকে ভিত্তি করে নিয়মিত কর্মশালা ও অনুষ্ঠান করা হয়। সেই সঙ্গে তাঁর জন্ম ও মৃত্যুবার্ষিকীও পালিত হয়।
- ২০১২ সালে রাজ্যের আদিবাসী মানুষদের আর্থ–সামাজিক উন্নতি ও সাংস্কৃতিক পুনর্জাগরণের জন্য বিরসা মুণ্ডা আকাডেমি স্থাপন করা হয়। এটির উদ্যোগে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, সারে সকম এবং মুণ্ডারি ভাষায় বিভিন্ন অডিও সিডির প্রকাশ ঘটেছে।
- রাজ্যের হিন্দিভাষী মানুষদের সাংস্কৃতিক উন্নতির জন্য ২০১২ সালে পশ্চিমবঙ্গ হিন্দি আকাদেমি পুনর্গঠিত হয়। একটি সমিতি স্থাপন করা হয়, যা এর বিভিন্ন কার্যাবলি দেখাশোনা করে। পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরিকল্পনা করার জন্য বেশ কিছু বৈঠকও করা হয়েছে। এই হিন্দি আকাদেমির একটি গ্রন্থাগার গড়ে তোলা হয়েছে, যা এক অনন্য সম্পদ। গ্রন্থাগারটিতে আছে অমূল্য বই ও গবেষণাপত্র।
- ২০১১ সালে রাজবংশী ভাষার উন্নয়ন, প্রসার ও সংরক্ষণার্থে রাজবংশী ভাষা আকাদেমি গড়ে তোলা হয়। কোচবিহারে পুনর্গঠিত ভিক্টর প্রাসাদে এর কার্যালয়। আলোচনাচক্র, সভা, সংবর্ধনা অনুষ্ঠান ইত্যাদি নিয়মিতভাবে করা হয়েছে।

- পুরস্কার ও সম্মাননা প্রদান: রাজ্য সরকারের তরফ থেকে বঙ্গবিভূষণ ও বঙ্গভূষণ পুরস্কার, সঙ্গীত মহাসম্মান ও সঙ্গীত সম্মান, মহানায়ক সম্মাননা, টেলি পুরস্কার, শিল্পী মহাসম্মান ও শিল্পীসম্মান এবং শান্তিগোপাল ও তপন কুমার পুরস্কার ইত্যাদি প্রদান করা হচ্ছে।

- তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর নিয়মিতভাবে বাংলা, উর্দু, হিন্দি, সাঁওতালি ও ইংরাজিতে 'পশ্চিমবঙ্গ' প্রকাশ করে চলেছে। কিছু বিশেষ সংখ্যা — উন্নয়নের পথে মানুষের সাথে, হোপ টু রিয়্যালিটি, লেট বেঙ্গল শো দ্য ওয়ে, পথ দেখাবে পশ্চিমবঙ্গ ইত্যাদিও এই সময়ে প্রকাশিত হয়েছে।

- বসুমতী পত্রিকাকে পুনরুজ্জীবিত করা হয়েছে। সাহিত্য পত্রিকা 'মাসিক বসুমতী' এখন নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে।

- পুরোনো ধাঁচের হাতে লেখা ও টাইপ করা কার্ডের বদলে সাংবাদিকদের জন্য এসেছে আধুনিক ল্যামিনেটেড প্লাস্টিক কার্ড। ২০১৩ থেকে তাঁদের জন্য যোগাযোগের দ্রুত ও কার্যকরী মাধ্যম হিসেবে ই-মেল ও এসএমএস পদ্ধতির সূচনা করা হয়েছে।

- তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর থেকে অ্যাক্রেডিটেশন কার্ড প্রাপ্ত সমস্ত সাংবাদিকদের পরিবহণ দপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন রাজ্য পরিবহণ সংস্থা দ্বারা পরিচালিত সমস্ত বাস ও ট্রামে সারা রাজ্যজুড়ে বিনামূল্যে যাতায়াত আমরা নিশ্চিত করেছি।

- জেলার সাংবাদিকদের দেওয়া প্রেস কার্ডগুলির পুনর্নবীকরণ ত্বরান্বিত করতে তথ্য অধিকর্তা, জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিকদের উপর ক্ষমতা হস্তান্তর করেছেন।

- কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব আজ প্রকৃত অর্থেই আন্তর্জাতিক হয়ে উঠেছে। সারা দেশের নিরিখে কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের পুরস্কারমূল্য সর্বাধিক। কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবের প্রতি সাধারণ মানুষের আগ্রহ ও সক্রিয় অংশগ্রহণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে ।

- ২০১৪ এবং ২০১৬ সালের প্রজাতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজে অংশগ্রহণ করে এই দপ্তর দ্বারা প্রদর্শিত ট্যাবলো আমাদের রাজ্যের জন্য সেরা ট্যাবলো পুরস্কার জিতেছে।

- নিয়মিতভাবে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের জন্ম ও মৃত্যুবার্ষিকীতে স্মরণ ও শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করা হয়। এখনও পর্যন্ত প্রায় ১৭৫টি এমন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।
- বড় পর্দা ও ছোট পর্দার ২১,০০০-এর বেশি কর্মীকে গ্রুপ মেডিক্যাল ইনসিওরেন্স প্রকল্প ও গ্রুপ পার্সোন্যাল অ্যাক্সিডেন্ট ইনসিওরেন্সের আওতায় আনা হয়েছে, এগুলির মূল্যমান যথাক্রমে পরিবারপিছু ১.৫ লক্ষ ও ১ লক্ষ টাকা।
- বাউল সংস্কৃতি বিকাশের জন্যে বাউল গান ও বাউল শিল্পীদের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে আমরা বীরভূমের কেন্দুলিতে, জয়দেব-কেন্দুলি বাউল আকাদেমি গড়ে তুলছি ।
- স্টেডিয়াম, সুইমিং পুল ইত্যাদির উন্নতির জন্য ১০০ কোটি টাকার বেশি বরাদ্দ করা হয়েছে।
- যে কাজগুলি সম্পূর্ণ হয়েছে সেগুলি হল — ঝাড়গ্রাম স্টেডিয়াম, শালবনি স্টেডিয়াম, লেবঙ গোরখা স্টেডিয়াম, শিলিগুড়িতে কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামে ফ্লাডলাইটের ব্যবস্থা, বিবেকানন্দ যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে নতুন ফ্লাডলাইটের ব্যবস্থা, পুরুলিয়া স্পোর্টস হস্টেল, মেদিনীপুর সুইমিং ক্লাব, সুভাষ সরোবর সুইমিং পুল এবং ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান, মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবে মাঠের উন্নতি। বাকি কাজগুলিও খুব শীঘ্র সমাপ্ত করা হবে।

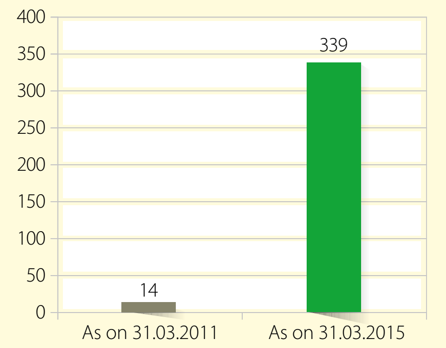

Number of Mini Indoor Games Complexes set up during 2007-11 vs. 2011-2015

- কলকাতায় সমস্ত ধরনের স্টেডিয়ামের সুবিধা, যেমন নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়াম, রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়াম, বিবেকানন্দ যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন, সুভাষ সরোবর সুইমিং পুল এবং কিশোর ভারতী স্টেডিয়ামের আধুনিকীকরণ এবং উন্নতির দায়িত্ব নেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে বিবেকানন্দ যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন সংস্কারের এবং উন্নতির স্বার্থে ২৫,০০০ প্লাস্টিক বাকেট সিট, শৌচাগার ও

নালার উন্নতি, দুটি আন্তর্জাতিক মানের সাজঘর, জিমনাসিয়ামের পুনর্সজ্জার কাজ করা হয়েছে। অনূর্ধ্ব–১৭ ফিফা বিশ্বকাপের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী কৃত্রিম ঘাসের পিচের বদলে প্রাকৃতিক ঘাসের পিচ এবং দুটি একইরকম অনুশীলনের জায়গা বরাদ্দ করা হয়েছে। দৌড়ের সিন্থেটিক ট্র্যাকের বদলে নতুন আন্তর্জাতিক মানের একটি ট্র্যাকের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

- খেলার জন্য চারটি বিভাগে সম্মান দেওয়া হচ্ছে ঃ ১) সারা জীবনের কৃতিত্বের জন্য ৫ লাখ টাকা নগদ পুরস্কার এবং একটি স্মারক। ২) ক্রীড়াগুরু পুরস্কার: ১ লাখ টাকা নগদ ও স্মারক। ৩) বাংলার গৌরব পুরস্কার: ১ লাখ টাকা নগদ ও একটি স্মারক। ৪) খেল সম্মান পুরস্কার: ৫০,০০০ টাকা নগদ পুরস্কার এবং স্মারক। এই পুরস্কারগুলি ২০১৩ থেকে প্রতি বছর দেওয়া হচ্ছে।

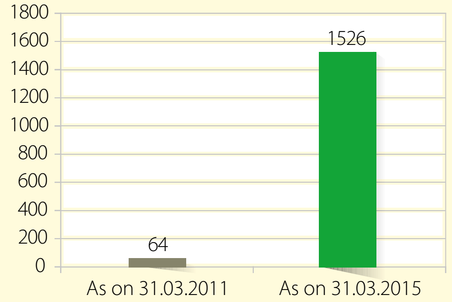

Number of Multi-Gyms set up during 2007-11 vs. 2011-2015

- জেলা ক্রীড়া পর্ষদ এবং মহকুমা ক্রীড়া পর্ষদ পুনর্গঠন করা হয়েছে এবং ক্রীড়ার উন্নতির জন্য জেলা ও মহকুমা স্তরে টাকা বরাদ্দ করা হচ্ছে।

- রাজ্য বাজেটে পরিকল্পনা ব্যয় ২০০৭–১১ সালের ১০৩.৯৭ কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে ২০১১–১৫ সালে ৩৪৯.৪৩ কোটি টাকা করা হয়েছে।

- গ্রামাঞ্চলে ক্রীড়ার প্রসারে সারা রাজ্যে ৮৩৭৪টি ক্লাবকে ক্রীড়া দপ্তর ২৮৩ কোটি টাকা ক্রীড়া সরঞ্জাম ক্রয় ও ক্রীড়ার পরিকাঠামো বৃদ্ধিতে প্রদান করেছে।

- নতুন প্রতিভার অন্বেষণে সুন্দরবনে ‘সুন্দরবন কাপ’, জঙ্গলমহলে ‘জঙ্গলমহল কাপ’, উত্তরবঙ্গে দার্জিলিং–ডুয়ার্স–তরাই ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে।

- ৯০ কোটি টাকা ব্যয়ে ২৩টি নতুন যুব হস্টেল গড়ে উঠছে। ৪৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ২০টি নতুন যুব হস্টেল সংস্কার করা হয়েছে।
- ১৯৫০টি মাল্টি জিম ও ৪৭৫টি মিনি ইন্ডোর গেম কমপ্লেক্স গড়ে তুলতে যথাক্রমে ৪৩ কোটি ও ৫৮ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে ।
- এভারেস্টজয়ী সফল পর্বতারোহীদের কৃতিত্বকে স্বীকৃতি দিতে আমরা 'Tenzing Norgay- Radhanath Sikdar Award' পুরস্কার ও মহিলা পর্বতারোহীদের জন্য আমরা 'Chhanda Gayen Bravery Award' চালু করেছি ।

আরও অনেক কিছুই করার আছে। আগামী দিনগুলিতে অজস্র কাজের মাধ্যমে ফিরিয়ে আনব পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি এবং ক্রীড়ায় স্বর্ণযুগ। কী করব তার কিছুটার উল্লেখ করলাম এখানে।

- লোকপ্রসার শিল্পী ও শিল্পকে আরও বৃদ্ধি করা হবে।
- যোগ্য মানুষকে যোগ্য সম্মান ও স্বীকৃতির ব্যবস্থা করা হবে, যা ইতিমধ্যেই চালু হয়ে গিয়েছে।

- টলিউড থেকে টেলিউড, যাত্রা, নাটক, সাহিত্য ও সংস্কৃতি, সঙ্গীত, কাব্য, লোকসংস্কৃতি থেকে শুরু করে কারু শিল্প, চারু শিল্প — সর্বত্র সরকার বিশেষ উদ্যোগের ব্যবস্থা নিয়েছে। এক্ষেত্রে আগামী দিনে আরও বিস্তৃত উদ্যোগ নেওয়া হবে।
- চারুশিল্প, কারুশিল্প এবং লোকশিল্পগুলিকে আরও বেশি করে পাদপ্রদীপের আলোয় আনার জন্য অনেক বেশি করে সরকারি অনুষ্ঠানে সেগুলির প্রদর্শনের আয়োজন করা হবে।
- মসলিন, সিল্ক, তাঁত প্রভৃতি লুপ্তপ্রায় শিল্পগুলির পুনরুদ্ধার করা হবে। পট শিল্প, কাঁথাশিল্প, হাপু গান, জারি গান, সারি গান ইত্যাদিকে লোকশিল্প প্রসারের আওতায় নিয়ে আসা হবে।
- নাটক এবং অন্যান্য মঞ্চশিল্পের জন্য আন্তর্জাতিক মানের একটি বিদ্যালয় এবং রেপার্টরি নির্মাণ করা হবে।
- ক্রীড়াক্ষেত্রে Talent Search Scheme তৈরি করা হবে। জেলায় জেলায় বিশ বাংলা যুবকেন্দ্র ও ব্লক পর্যন্ত তার প্রসার ঘটানোর প্রচেষ্টা করা হবে।
- ১৭ বছরের অনূর্ধ্ব খেলোয়াড়দের জন্য ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপ অনুষ্ঠিত হবে ২০১৭ সালে। এর জন্য বিবেকানন্দ যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের উন্নতি সাধন করা হচ্ছে।

- ডিসেম্বর ২০১৬-র ইন্টারন্যাশনাল প্রিমিয়ার টেনিস লিগ অনুষ্ঠিত হবে। আন্তর্জাতিক খেলাধুলার আসরগুলি যাতে বাংলায় আরও বেশি করে বসতে পারে তার জন্য সরকার আরও সচেষ্ট হবে।
- যেখানে স্টেডিয়াম নেই অথচ প্রয়োজন আছে, সেখানে স্টেডিয়াম নির্মাণের বিষয়টি যথোপযুক্ত গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হবে।
- পরবর্তী পাঁচ বছরে নিম্নলিখিত স্থানগুলিতে স্টেডিয়াম ও ক্রীড়া পরিকাঠামো তৈরি করা হবে: বোলপুর, ভাতার, মেমারি, বুনিয়াদপুর, অন্ডা, ইসলামপুর, আমতা, শান্তিপুর, রানাঘাট ও খাতরা। এছাড়াও অন্যান্য জেলার একাধিক জায়গায় প্রয়োজনমতো স্টেডিয়াম গড়ে তোলা হবে।
- রাজবাটি স্টেডিয়াম কমপ্লেক্স, উলুবেড়িয়া এবং ডুমুরজলা স্টেডিয়াম এবং ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান ও মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব-সহ Super league Club-এর আধুনিকীকরণ, উন্নয়ন এবং সংস্করণের জন্য আর্থিক সাহায্য দেওয়া হবে।
- ধনধান্য, উত্তীর্ণ স্টেডিয়াম — আলিপুরে কাজ চলছে। কলকাতা আরও দুটি স্টেডিয়াম পেয়ে যাবে।
- রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করা হবে।
- কিশোর ভারতী স্টেডিয়াকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করা হবে।
- হাবড়ার বাণীপুরে একটি স্পোর্টস স্কুল নির্মিত হবে।
- ক্রীড়াক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ ব্যক্তিত্বদের খেল সম্মান, বাংলার গৌরব, ক্রীড়া গুরু ইত্যাদি সম্মানে ভূষিত করা হবে।
- মহিলাদের খেলাধুলার দিকে বিশেষ নজর দেওয়া হবে।
- বিভিন্ন এনজিওদের সহযোগিতায় প্রতিবন্ধীদের স্পোর্টস চালু করা হবে। প্রতিবন্ধী সংস্থাগুলি যাতে খেলাধুলাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে তার জন্য আর্থিক সাহায্য দেওয়া হবে।
- সারা রাজ্যের মধ্যে অবস্থিত স্টেডিয়ামগুলির পুনর্বিন্যাস ও সৌন্দর্যায়ন করা হবে।

- যুব হস্টেলের উন্নতি এবং গঠন সমাপ্ত করা হবে। আরও নতুন হস্টেল তৈরি করা হবে এবং concession দেওয়া হবে।
- সমস্ত মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে খেলাধুলার উন্নতির জন্য আরও অর্থনৈতিক সাহায্য দেওয়া হবে এবং খেলাধুলা ও exercise–এর ক্ষেত্রে স্কুলে স্কুলে ব্রতচারী ফিরিয়ে এনে ও তার প্রসারের মাধ্যমে শরীর গঠনের উপর জোর দেওয়া হবে।
- সমস্ত গ্রাম এবং শহরকে আরও উৎসাহ দিতে ইউথ কম্পিউটার ট্রেনিং সেন্টারের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি করা হবে।
- বাংলার খেলাধুলা ও তার মানোন্নয়নে বিশেষ সাহায্য করা হবে।
- দুঃস্থ শিল্পী ও ক্রীড়াবিদদের সাহায্য করা হয়েছে ও হবে।
- প্রতিভাবান শিল্পী ও খেলোয়াড়দের কর্মসংস্থানের দিকে নজর দেওয়া হয়েছে ও হবে।
- ক্রীড়াক্ষেত্রে বিশিষ্ট মানুষদের যোগ্য কাজের সুযোগ করে দেওয়া হবে।
- বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কলাকুশলী ও প্রেস–মিডিয়ার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের জন্য insurance চালু করা হয়েছে ও হবে।
- যুবকল্যাণ, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি নিয়ে এক উৎকর্ষ কেন্দ্র গড়ে তোলা হবে।

কৃষি, ভূমিসংস্কার, উদ্যান পালন, মৎস্যচাষ ও প্রাণি সম্পদ বিকাশ

উন্নতমানের কৃষি প্রক্রিয়া অবলম্বন করে উৎপাদন বৃদ্ধি করার পরিকল্পনা করেছিলাম আমরা। বলেছিলাম, ধান উৎপাদনে পাঞ্জাব ও কর্নাটকের সমকক্ষ হব, উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে উৎপাদন বৃদ্ধি করব এবং কৃষকদের সঠিক দাম দেওয়ার ব্যবস্থা করব। জেলায় জেলায় কোল্ড স্টোরেজ এবং সেচব্যবস্থার পরিকাঠামো উন্নয়ন ছিল আমাদের লক্ষ্য। মুরগি পালন এবং মাংস, ডিম ও দুধ ইত্যাদি বিষয়ে ডব্লুএইচও প্রবর্তিত নিয়ম অনুযায়ী রক্ষণাবেক্ষণ এবং অপচয় রোধ করার ব্যবস্থা ছিল আমাদের অভিপ্রায়। কৃষকভাতা, মৎস্যজীবী মানুষদের নিরাপত্তাবৃদ্ধি, বীজের মান উন্নয়ন এবং ভূমি ব্যাঙ্ক গঠন ছিল কার্যসূচির অন্তর্গত।

আমাদের রাজনৈতিক দর্শনের কেন্দ্রেই আছে মাটি। বাংলার মাটিতে সোনা ফলাতে বদ্ধপরিকর ছিল তৃণমূল। মূল থেকেই শক্ত হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে কৃষির ভিত। পড়ে দেখুন, বুঝবেন সাড়ে ৪ বছরে আমাদের কৃতকর্মের ইতিবৃত্ত।

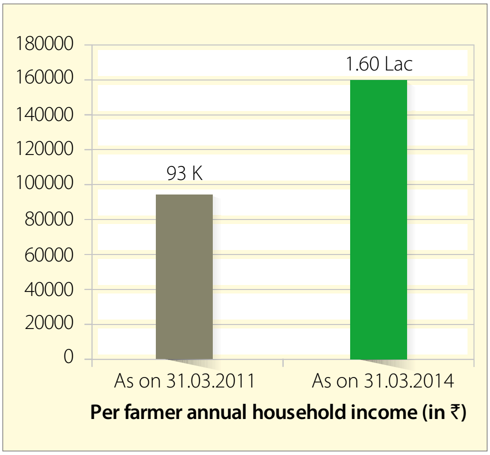

- খাদ্যশস্য উৎপাদনে উৎকর্ষের জন্য আমাদের রাজ্য চলতি বছর নিয়ে পরপর চারবার ভারত সরকারের 'কৃষি কর্মণ' পুরস্কারে ভূষিত হয়েছে। ২০১১–১২ সালে ডালশস্য ও ২০১২–১৩ সালে খাদ্যশস্য উৎপাদনে সাফল্যের পর, ২০১৩–১৪ সালেও খাদ্যশস্য উৎপাদনে অতুলনীয় সাফল্যের জন্যে বারংবার এই পুরস্কারপ্রাপ্তি ঘটেছে। ২০১০–১১ সালে উৎপাদন যেখানে ছিল মাত্র ১৪৮ লক্ষ টন, ২০১৪–১৫ সালে বৃদ্ধি সেখানে পেয়ে হয়েছে প্রায় ১৭৪ লক্ষ টন।
- এর সঙ্গে, কৃষকদের পারিবারিক আয়ও অনেকটাই বৃদ্ধি পেয়েছে। পরিবারপিছু বার্ষিক আয় ২০১০–১১ সালে ছিল মাত্র ৯৩ হাজার টাকা, ২০১৪–১৫ আর্থিক বছরে তা বেড়ে হয়েছে ১ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা।

- মাত্র সাড়ে ৪ বছরে আমরা প্রায় ৬৯ লক্ষ কৃষক পরিবারের হাতে 'কিষান ক্রেডিট কার্ড' তুলে দিয়েছি।
- রাজ্যে ১৭৬টি কৃষক বাজার গড়ে উঠছে। এর মধ্যে ১২১টিরও বেশি কৃষক বাজারের কাজ ইতিমধ্যেই সম্পূর্ণ হয়েছে।
- আমার ফসল আমার গোলা ও আমার ফসল আমার গাড়ি প্রকল্পে প্রায় ১৭,০০০ ও ২২,০০০ পরিবার উপকৃত হয়েছেন ।
- বর্ধমান জেলায় স্থাপিত 'মাটি তীর্থ – কৃষি কথা' United Nations–এর Food & Agricultural Organisation (FAO) দ্বারা প্রশংসিত হয়েছে।
- কৃষি, মৎস্যচাষ, পশুপালন ও সহযোগী ক্ষেত্রগুলির জন্য মত বিনিময় ও আদানপ্রদানের স্থায়ী পরিকাঠামো হিসাবে আমরা বর্ধমান জেলায় গড়ে তুলেছি 'মাটি তীর্থ'। মাটি উৎসব প্রাঙ্গণেরও স্থায়ী পরিকাঠামো হিসাবে গড়ে তুলেছি এই 'মাটি তীর্থ' — যেখানে আমরা এবারের উৎসব পালন করেছি।
- বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে আধুনিক কৃষিশিক্ষা প্রচারের জন্যে আমাদের সরকার এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপের মাধ্যমে বর্ধমান জেলার সাধনপুরে একটি নতুন কৃষি মহাবিদ্যালয় স্থাপন করেছে।

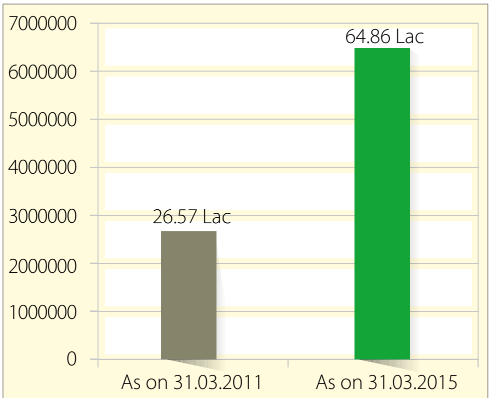

Number of Kishan Credit Cards (KCCs) distributed

- সারা দেশের মধ্যে সর্বপ্রথম পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি দপ্তর একটি অভিনব প্রকল্প — মাটির কথা — চালু করেছে। কৃষি সম্প্রসারণ এবং গ্রামোন্নয়নের উদ্দেশ্যে আধুনিকতম প্রযুক্তির সাহায্যে বাংলার চাষিভাইদের দোরগোড়ায় বৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষ–আবাদের যাবতীয় তথ্য, সরকারি প্রকল্পের খবর, কৃষি সম্প্রসারণ সংক্রান্ত ভিডিও, শিক্ষামূলক নথি, ছবি ইত্যাদি পৌঁছে যাচ্ছে এই প্রকল্পের মাধ্যমে।
- গ্রামের কৃষকের নাগালের মধ্যে উন্নত কৃষি যন্ত্রপাতি প্রযুক্তি উপলব্ধ করাবার লক্ষ্যে বর্তমান রাজ্য সরকার স্বনির্ভর দলকৃষি উন্নয়ন সমিতিগুলিকে 'কাস্টম হায়ারিং সেন্টার' গড়ে তোলার জন্য ২৪ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ভর্তুকি প্রদান করছে। এই কেন্দ্রগুলি থেকে কৃষকেরা তাঁদের প্রয়োজনমতো সুলভ মূল্যে কৃষি যন্ত্রপাতি ভাড়া নিতে পারবেন।
- বিগত ৪ বছরে, আমরা 'নিজ গৃহ নিজ ভূমি' প্রকল্পে পাট্টা, কৃষি পাট্টা ও বন পাট্টা মিলিয়ে ৩ লক্ষেরও বেশি পাট্টা প্রদান করেছি। পূর্বতন সরকারের আমলের শেষ ৪ বছরে এই সংখ্যা ছিল মাত্র ১ লক্ষ ১০ হাজার।
- আমরা ইতিমধ্যেই জমি বণ্টন পলিসি এবং জমি ক্রয় সংক্রান্ত পলিসি নির্ধারণ করেছি।
- শিল্প, বাণিজ্য ও উন্নয়নমূলক কাজের জন্য আমাদের রাজ্যে আছে জমি ব্যাঙ্ক (Land Bank) এবং জমি ব্যাঙ্কের ম্যাপ।
- এই প্রথমবার শিল্প গঠনের উদ্দেশ্যে জমির মিউটেশন করার সময়কাল নির্ধারিত হয়েছে ২১ দিন, এবং কনভারশন করার সময়কাল নির্দিষ্ট হয়েছে ৩০ দিন।
- আমাদের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও উদ্যানপালন দপ্তর বিগত সাড়ে চার বছরে সারা রাজ্যে ২৯টি কোল্ড স্টোরেজ, ৫৬টি বাজার গড়ে তুলেছে। প্রায় দেড়

লক্ষ বর্গ কিমি জায়গা জুড়ে পলি হাউস (Poly house) ও আড়াই লক্ষ বর্গ কিমি জায়গা জুড়ে শেড নেট (Shade net) গড়ে তোলা হয়েছে। পাশাপাশি ১৩৭টি Tractor ও ৮২৮টি Power tiller বিলি করা হয়েছে।

- মৎস্যচাষের ক্ষেত্রে আমাদের ৮১০টি বৃহৎ জলাশয়ে মৎস্যচাষ শুরু হয়েছে। ২৩ কোটি টাকা ব্যয়ে মৎস্যচাষীদের মাছের উন্নত খাবার সরবরাহ করা হয়েছে। ১.৩৮ লক্ষ মৎস্যচাষীকে Biometric Card প্রদান করা হয়েছে।
- ইলিশ মাছের জোগান বাড়াতে সুলতানপুরে Hilsa Conservation and Research Centre গড়ে তোলা হয়েছে ।
- আমাদের প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন দপ্তর বিগত সাড়ে চার বছরে ১ লক্ষের বেশি ছাগল ও আড়াই কোটি হাঁস ও মুরগির বাচ্চা, বিভিন্ন স্বনির্ভর দলের মধ্যে বিতরণ করেছে। পাশাপাশি বেকার যুবক-যুবতীদের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে প্রায় তিন হাজার Bengal Dairy Kiosk জেলায় জেলায় গড়ে তোলা হয়েছে।

কৃষি বাংলার গৌরব। এই গৌরব অক্ষুণ্ণ থাকবে আগামী দিনগুলিতেও। করব অনেক কিছুই, যা আমাদের সোনার বাংলাকে ভবিষ্যতেও রাখবে সুজলা-সুফলা। কিছু কাজ, যা করার সংকল্প করেছি, তার কথা রইল পরবর্তী পাতায়।

- আগামী পাঁচ বছরে আমাদের মূল লক্ষ্য কৃষিক্ষেত্রে বৃদ্ধির হার পর্যাপ্ত পরিমাণে বাড়িয়ে কৃষকদের আয় অন্তত দুই গুণ বাড়ানো। এর জন্য নানা পলিসি প্রবর্তন করে অর্থনৈতিক দিক থেকে কৃষিক্ষেত্রের আকর্ষণ বৃদ্ধি করে আন্তর্জাতিক স্তরে প্রতিযোগিতামূলক পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে হবে।
- আবহাওয়াজনিত যেকোনও বিচ্যুতির বিরুদ্ধে প্রস্তুত থাকব।
- স্কিম এবং প্রোগ্রামের বাইরে বেরিয়ে সুপরিকল্পিত এন্ড-টু-এন্ড প্রকল্পের প্রবর্তন করা হবে।

- কৃষিক্ষেত্রের সঙ্গে সংযুক্ত যাবতীয় বিভাগের কার্যাবলিকে একটি রাজ্য স্তরের কো-অর্ডিনেশন সেল দ্বারা সমকেন্দ্রিক করা হবে। এই সেলটিতে প্রতি বিভাগ, যেমন পশুসম্পদ, মৎস্য, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, জলসেচ প্রভৃতি, থেকে আগত অভিজ্ঞ সদস্যরা পরিকল্পনা ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে এই অভিসরণ ঘটাবেন।
- কো-অপারেটিভ ক্রেডিট, মার্কেটিং এবং প্রসেসিং ইনস্টিটিউশনগুলির শক্তিবৃদ্ধি করা হবে।
- ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল ইনসিওরেন্স স্কিমের রূপান্তরের মাধ্যমে ফলিত সমস্ত শস্য বিমা করার সুবিধা দেওয়া হবে।
- ডিজিটাল মিডিয়াম 'মাটির কথা'র বিকাশ ঘটাব।
- 'ইন সিটু' জল সংরক্ষণ ও মাটির নীচে অবস্থিত জলের সুবিবেচনাপূর্ণ ব্যবহারের দিকে দৃষ্টি দেওয়া হবে।
- সিড ভিলেজ প্রকল্প এবং সার্টিফিকেশন ব্যবস্থার বিস্তার ঘটানো হবে।
- আরও অনেক কৃষক বাজার স্থাপন করব। কৃষকবাজার-সহ বাজার এলাকাগুলির উন্নয়ন ঘটানো হবে।
- ই-ট্রেডিঙের মাধ্যমে জাতীয় কৃষি বাজারে প্রবেশ করব।
- কোল্ড স্টোরেজগুলির রক্ষণাবেক্ষণ করা হবে এবং পর্যায়ক্রমিকভাবে বিনিয়ন্ত্রিত করা হবে।
- স্ব-নিযুক্তির জন্য কৃষক পরিবারের দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।
- পশ্চিমবঙ্গ অ্যাগ্রো মার্কেটিং কর্পোরেশন দ্বারা সুগন্ধযুক্ত বিভিন্ন চালের উৎকর্ষতা বিষয়ক প্রচার চালানো হবে। অন্যান্য কৃষিযোগ্য পণ্যের বিপণনের জন্য নির্দিষ্ট পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

- সুফল বাংলা প্রকল্প: কলকাতা–সহ অন্যান্য জেলায় মাদার ডেয়ারি, লাইভস্টক ডেভলপমেন্ট কর্পোরেশন এবং ফিশারিস বিভাগের সঙ্গে সহযোগিতাপূর্ণ বিপণনকেন্দ্র গঠন করব।
- প্রয়োজনীয় তথ্য কৃষকদের জানাবার জন্য কিষান পোর্টাল সার্ভিস চালু করব।
- বেসরকারি বিনিয়োগের মাধ্যমে ইন্টিগ্রেটেড ফিশারিস জোন নির্মাণ করব।
- আম, কলা, পেয়ারা, লিচু, আনারস–সহ অন্যান্য ফল ও সবজির ফলন ক্রমবর্ধমান হবে।
- ফিশারি এস্টেটের উন্নয়ন ঘটানো হবে। ইলিশমাছ চাষে যথাযোগ্য গুরুত্ব দেওয়া হবে। গৃহহীন মৎস্যজীবী ও কৃষকদের জমির পাট্টা এবং গৃহের ব্যবস্থা করা হবে।
- সুন্দরবন ও দিঘাকে স্পেশাল ফিশারি জোন হিসেবে গড়ে তোলা হবে। আগামী দিনে বাংলা যাতে মৎস্য উৎপাদনে স্বাবলম্বী হতে পারে তার জন্য বড় মাছ চাষের পরিকাঠামো তৈরি করা হবে।
- মৎস্যচাষে দক্ষতা বৃদ্ধির উপর বিশেষভাবে জোর দেওয়া হবে।

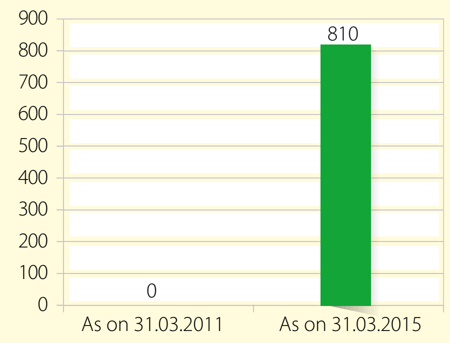

Number of big water bodies (>20 acre) developed and fish production started

- মৎস্যচাষে প্রাইভেট বিনিয়োগে ব্যবসায়ীদের উৎসাহিত করা হবে।
- গ্রাম স্তর অবধি পশুচিকিৎসার আধুনিকীকরণ হবে।
- ৮০% পোল্ট্রি ও পশুসম্পদের ভ্যাকসিনেশনের ব্যবস্থা নেওয়া হবে। মুরগির সঙ্গে সঙ্গে হাঁসেরও পোল্ট্রি ব্যবসার উপর জোর দেওয়া হবে। এতে কর্মসংস্থান ও স্বাবলম্বনের সুযোগ বাড়বে।
- পশুপালনে শিক্ষা দিয়ে মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করব।
- দুগ্ধ উৎপাদন যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি করা হবে।

- কৃষি উৎপাদনে লক্ষণীয় উন্নতির ওপর ভিত্তি করে গ্রামীণ অর্থনীতির পরিবর্তন করা হবে।
- গবাদি পশুর জন্য স্বাস্থ্য কার্ড দেওয়া হবে।
- উত্তরবঙ্গে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হবে।
- উচ্চমাধ্যমিক স্তরে কৃষিকে ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।
- খরাপ্রবণ অঞ্চলে গৃহীত সেচ প্রকল্প সম্পূর্ণ করা হবে।
- কৃষকদের ঋণ ও আর্থিক সুরক্ষা দিতে কিষান ক্রেডিট কার্ড দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা ১০০% পূর্ণ করা হবে।
- শস্যবিমার উপর জোর দেওয়া হবে।
- দ্রুত সেচের প্রসারে যথেষ্ট বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হবে।
- ইতিমধ্যেই আমরা প্রচুর সেচহীন জমিকে সেচের আওতায় নিয়ে এসেছি। বাকি সেচহীন জমিকেও সেচের আওতায় নিয়ে আসা হবে।
- কৃষকবাজার, গুদাম, হিমঘর ইত্যাদি তৈরি করে ন্যায্য মূল্যে ধান ও আলুর বিপণনে সাহায্য করা হবে। এক্ষেত্রে কৃষকের প্রাপ্য টাকা সরাসরি তাঁর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমা পড়বে।
- ‘কৃষিকথার আসর’ মোবাইল ও বৈদ্যুতিন মাধ্যমে মানুষের আরও কাছে নিয়ে এসে বহুফসলি বীজ বপণ এবং মাছ, পেঁয়াজ ইত্যাদির উন্নত ফলনের ব্যাপারে নিয়মিত প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।
- স্থায়ী ‘মাটিতীর্থ’ পরিকাঠামো ব্যবহার করে নতুন বহুফসলি চাষ, মৎস্য চাষ, উদ্যান পালন প্রভৃতি বিষয়ে প্রশিক্ষণ, গ্রিন ফার্মিং বিষয়ে আলোচনা ইত্যাদির ব্যবস্থা হবে। পাশাপাশি কৃষি বিদ্যালয়ে ছাত্ররা যাতে হাতে কলমে কাজ করে কৃষির উন্নয়ন ঘটাতে পারে সেই বিষয়ে দৃষ্টি দেওয়া হবে।

- জেলায় জেলায় কৃষিভবন তৈরি করা হবে।

সংখ্যালঘু উন্নয়ন

সংখ্যালঘুদের উন্নয়নে বিশেষ দৃষ্টি দেব — এই ছিল আমাদের প্রতিজ্ঞা। তাঁদের উন্নয়নের জন্য বিশেষ তহবিল গঠন, তাঁদের কর্মসংস্থানে প্রাধান্য দেওয়া এবং তাঁদের উন্নয়নের জন্য বিশেষ দপ্তর গঠন ছিল আমাদের উদ্দেশ্য। ঠিক করেছিলাম, আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের আদলে গড়ে তুলব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। গুরুত্ব দেব তাঁদের জন্য আসন সংরক্ষণ বিষয়কেও। প্রয়োজনীয় মাদ্রাসা নির্মাণ করা এবং সংখ্যালঘুদের উন্নয়নের জন্য বিশেষ কমিশন স্থাপন ছিল আমাদের অন্যতম পরিকল্পনা। এর অনেকটাই পেরে উঠেছি। কৃতকর্মের খতিয়ান লিখছি এখানে।

প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছি :

- সংখ্যালঘু স্কলারশিপ ও ঋণ : গত সাড়ে ৪ বছরে, রাজ্যের ১ কোটি ৫ লক্ষেরও বেশি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ছাত্রছাত্রীর জন্য ১৯২১ কোটি টাকার স্কলারশিপ এবং প্রায় ৪ লক্ষ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত যুবক-যুবতীকে স্ব-রোজগার জন্য ৭০০ কোটি টাকারও বেশি ঋণ প্রদান করার মাধ্যমে আমাদের রাজ্য সারা দেশের মধ্যে ১নং স্থানে রয়েছে।
- সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উন্নয়নের ক্ষেত্রে ২০১০-১১ আর্থিক বছরের বাজেটে বরাদ্দ ৪৭২ কোটি টাকা থেকে বর্তমান সরকারের আমলে ২০১৫-১৬ আর্থিক বছরে প্রায় ৫ গুণ বৃদ্ধি পেয়ে ২৩৮৩ কোটি টাকা হয়েছে।

- রাজ্য বাজেটে সংখ্যালঘু উন্নয়নে পরিকল্পনা খাতে ব্যয়বরাদ্দ ২০০৭-১১ সালে ছিল ৪৩২ কোটি টাকা, তা ২০১১-১৫ সালে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৮২৭ কোটি টাকা ।
- ১৫১টি সংখ্যালঘু অধ্যুষিত ব্লকে বহু-ক্ষেত্রীয় উন্নয়ন কর্মসূচি (MSDP) চালু করা হয়েছে। আমাদের রাজ্য তার কর্মকাণ্ডের নিরিখে এখনও অবধি প্রায় ২১৫৪.২৭ কোটি টাকা বরাদ্দ পেয়েছে — যা সারা ভারতে সর্বাধিক ।
- আমরা OBC তালিকায় আরও নতুন নতুন সম্প্রদায়কে অন্তর্ভুক্ত করেছি। রাজ্যের মুসলিম সম্প্রদায়ের ৯৭% মানুষকে OBC-র আওতায় নিয়ে এসে, শিক্ষাক্ষেত্রে এবং সরকারি চাকরিতে সংরক্ষণ এবং অন্যান্য সুযোগসুবিধা সুনিশ্চিত করা হয়েছে।
- এছাড়া, নতুন আইন প্রণয়নের মাধ্যমে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির ক্ষেত্রে ১৭% আসন OBC-দের জন্য সংরক্ষিত করা হয়েছে। এটির বাস্তবায়নে সাধারণ শ্রেণির আসনসংখ্যা কোনও ভাবে হ্রাস করা হয়নি এবং এটি রূপায়ণ করতে খরচ হবে অতিরিক্ত১০০০ কোটি টাকা। এর ফলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উচ্চশিক্ষা প্রাপ্তির সুযোগ নিঃসন্দেহে বৃদ্ধি পাবে। সংরক্ষণের ফলশ্রুতি হিসাবে গত বছরে ৫৯,৬১২ জন OBC ছাত্র Under Graduate ও Post Graduate কোর্সে ভর্তি হয়েছে — যা সারা রাজ্যের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হওয়া মোট ছাত্রের ১০.৬%।
- আপনারা জেনে খুশি হবেন, এই বছর সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ২৯১ জন ডাক্তারিতে, ২৫ জন WBCS-এ এবং ৯ জন WBJS-এ (Judicial Service) সফল হয়েছেন।
- নিউ টাউনে প্রায় ২০ একর জায়গায় প্রায় ২৫৭ কোটি টাকা ব্যয়ে গড়ে ওঠা আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের নবনির্মিত ভবনে ইতিমধ্যেই পঠনপাঠন শুরু হয়েছে। সেইসঙ্গে প্রায় ৭৫ কোটি টাকা ব্যয়ে আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্কসার্কাস ক্যাম্পাসের কাজও শেষ হয়েছে ।
- রক্ষণাবেক্ষণ ভাতা: সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের অধীনস্থ মাদ্রাসা স্কুল সংলগ্ন হস্টেলগুলিতে থাকা ছাত্রছাত্রীদের প্রতি বছর, প্রতি ১০(দশ) মাসের জন্য মাসিক ১০০০ টাকা হারে রক্ষণাবেক্ষণ ভাতা প্রদান করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

- নিউ টাউনে ৫ একর জমিতে তৃতীয় হজ ভবন মদিনা–তুল–হুজ্জাজ প্রায় ১০০ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মাণ করা হয়েছে।
- ওয়াকফ বোর্ডের মাধ্যমে প্রায় ৬৫,০০০ ইমাম ও মুয়েজ্জিম পোলিও দূরীকরণ, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা–সহ বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কাজে আমাদের সাহায্য করছেন।
- জবরদখল ও কলুষিত হওয়া থেকে কবরস্থানগুলিকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে ২ হাজারটি সার্বজনীন কবরস্থানের চারপাশে সীমানা প্রাচীর নির্মাণ করা হচ্ছে, যার জন্য ১৫০ কোটি টাকা অনুমোদন করা হয়েছে।
- মাদ্রাসায় কম্পিউটার প্রশিক্ষণ (সাইবারগ্রাম) : রাজ্যের সবকটি মাদ্রাসার প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর (ষষ্ঠ শ্রেণি ও তার ঊর্ধ্বে) জন্য কম্পিউটারের প্রাথমিক জ্ঞান ও ইন্টারনেট ব্যবহারের প্রশিক্ষণ চালু হয়েছে। মাদ্রাসার ছাত্রছাত্রীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। পশ্চিমবঙ্গ হল ভারতের প্রথম রাজ্য যেখানে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।
- হস্টেল নির্মাণ : আমাদের সরকার ইতিমধ্যেই ৩৮২টি নতুন হস্টেল (ছাত্র–১৯০ ও ছাত্রী–১৯২) নির্মাণের প্রস্তাব অনুমোদন করেছে। এর ফলে সবমিলিয়ে প্রায় ২২ হাজার শিক্ষার্থী উপকৃত হবে, যার মধ্যে অধিকাংশই ছাত্রী। ৮৭টি হস্টেল চালু হয়ে গিয়েছে, মার্চ ২০১৬–র মধ্যে ২৪০টি হোস্টেল সক্রিয় করা হবে।
- বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ : ২০১১ সালের মে মাসের পর থেকে সংখ্যালঘু যুবক–যুবতীদের জন্য নানাবিধ বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রায় ৬০ হাজার যুবক–যুবতী বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ

নিয়েছেন। সাম্প্রতিককালে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ সম্পূর্ণ করা ২১,৩৯১ হাজার শিক্ষার্থী বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিযুক্ত হয়েছেন।

- পলিটেকনিক ও আইটিআই. : সংখ্যালঘু ছাত্রছাত্রীর কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য রাজ্যের সংখ্যালঘু অধ্যুষিত ব্লকগুলিতে ৮টি পলিটেকনিক কলেজ (৭টি নতুন আর ১টি আপগ্রেডেশন) ও ৩৯টি আইটিআই নির্মাণের কাজ চলছে।
- কর্মতীর্থ (মার্কেটিং হাব) : সংখ্যালঘুদের স্বনিযুক্তির মাধ্যমে কিছু জিনিস তৈরি করে তা বাজারজাত করার জন্য ১৩২টি মার্কেটিং হাব তৈরি করা হচ্ছে । এর ফলে প্রায় ২১,০০০ যুবক-যুবতী উপকৃত হবেন । এই ক্ষেত্রে ১৩৬ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সারা রাজ্যে ৫০০টি মার্কেটিং হাব তৈরি করা হচ্ছে । মার্চ ২০১৬-র মধ্যে ৭৮টি মার্কেটিং হাব সক্রিয় করা হবে।
- সংখ্যালঘু ভবন নির্মাণ : সংখ্যালঘু উন্নয়নের সমস্ত কাজ এক ছাতার তলায় নিয়ে আসতে কলকাতা-সহ প্রত্যেক জেলায় একটি করে অর্থাৎ মোট ২০টি সংখ্যালঘু ভবন নির্মাণ করা হচ্ছে, যার মধ্যে ১৭টি ইতিমধ্যে চালু হয়েছে । সংখ্যালঘু উন্নয়নের কাজের তদারকিতে জেলা স্তরে একজন করে আধিকারিককেও নিয়োগ করা হয়েছে ।
- উর্দু ভাষার প্রসার: সংশ্লিষ্ট আইন সংশোধন করে উর্দু ভাষাকে সরকারি ভাষার তালিকাভুক্ত করা হয়েছে । যেসব অঞ্চলে ১০% উর্দুভাষী মানুষ বসবাস

করেন, সেখানে উর্দু ভাষাকে সরকারি ভাষার মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। বর্ধমান জেলার আসানসোল এবং উত্তর দিনাজপুর জেলার ইসলামপুরের মতো উর্দুভাষী সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকায় উর্দু ভাষার প্রসারের লক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গ উর্দু অ্যাকাডেমির শাখা হিসাবে ২টি উর্দু সাংস্কৃতিক কেন্দ্র নির্মাণের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

- আবাসন : সংখ্যালঘু জনসম্প্রদায়ের আবাসনের সমস্যা মেটানোর লক্ষ্যে ইতিমধ্যে এম.এস.ডি.পি., বি.আর.জি.এফ., গীতাঞ্জলি এবং অসহায় দরিদ্র মহিলাদের আবাসন প্রকল্প সমূহের মাধ্যমে প্রায় ৮২ হাজারেরও বেশি গৃহ নির্মাণের জন্য ১০৫৮ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে। বিগত সরকারের সময় মাত্র ৪১ হাজার আবাসন নির্মিত হয়েছিল।

বাংলার সংখ্যালঘু ভাইবোনেদের জন্য ভবিষ্যতেও কর্তব্যপালনে পিছপা হব না আমরা। তাঁদের সুখস্বাচ্ছন্দ্য সুনিশ্চিত করতে প্রচুর পরিশ্রম করব। কিছু কাজ, যা করবই, তার কথা এখানে জানালাম। মনে রাখা প্রয়োজন যে, এই তালিকাটিতেই আমাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সীমাবদ্ধ নয়।

- সংখ্যালঘু মানুষের জীবনের ও ধর্মীয় নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করাও আমাদের কাজ।
- সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অজস্র ছাত্রছাত্রীকে বৃত্তি প্রদান করা হবে।
- মাদ্রাসার নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির সমস্ত ছাত্রীকে সাইকেল প্রদান করা হবে।
- সংখ্যালঘু অধ্যুষিত জেলা এবং মহকুমায় ইংরাজি মাধ্যম মাদ্রাসা নির্মাণ করা হবে এবং যেগুলির নির্মাণ ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে সেগুলি সম্পূর্ণ করা হবে।

- ২০২০ সালের মধ্যে সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত সমস্ত মাদ্রাসার ছাত্রছাত্রীকে প্রাথমিক কম্পিউটার প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।
- নতুন মাদ্রাসা ভবন, হস্টেল, অতিরিক্ত শ্রেণিকক্ষ, পানীয় জলের ব্যবস্থা, শৌচালয় এবং ল্যাবরেটরি তৈরি করা হবে।
- বেশ কয়েকটি সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত মাদ্রাসাকে উৎকর্ষ কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা হবে।
- এছাড়াও, প্রচুর মাদ্রাসার বিজ্ঞান বিভাগকে উচ্চমাধ্যমিক স্তরে উন্নীত করা হবে এবং সেগুলিতে আধুনিক ল্যাবরেটরির সুবিধা থাকবে।
- নির্দিষ্ট স্কুল এবং মাদ্রাসায় ২০২০ সালের মধ্যে বেশ কয়েকশো হস্টেল নির্মাণ করা হবে।
- জেলা সদর দপ্তর এবং নতুন বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে সংখ্যালঘু হস্টেল স্থাপিত হবে। এতে সংখ্যালঘু ছাত্রছাত্রীরা আরও বেশি করে উচ্চশিক্ষার সুযোগ পাবেন।
- সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকায় নতুন উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং স্নাতক স্তরের কলেজগুলিতে নতুন নতুন বিভাগ সৃষ্টি করা হবে।
- উত্তরবঙ্গে সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকায় আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন ক্যাম্পাস স্থাপন করা হবে।
- সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকায় আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে বেশ কয়েকটি সরকারি কলেজ স্থাপিত হবে।
- আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়-এর অধীনে মেডিকাল কলেজ স্থাপন করার পরিকল্পনা আছে।
- দিল্লির আইএএস কোচিং সেন্টারে পাঠরত সংখ্যালঘু ছাত্রছাত্রীদের অর্থনৈতিকভাবে সাহায্য করার জন্য একটি বিশেষ স্কিম গ্রহণ করা হবে। এর ফলে বেশ কয়েকশো ছাত্রছাত্রী উপকৃত হবেন।
- বস্তি অঞ্চলে বসবাসকারী আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া সংখ্যালঘু ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা চালু করা হবে। সুখ্যাত প্রতিষ্ঠানের দ্বারা সান্ধ্যকালীন কার্যক্রমের সূচনা করে এই ছাত্রছাত্রীদের মানসিক বিকাশে সাহায্য করা হবে।
- ডব্লুবিসিএস এবং অন্যান্য কর্মসংক্রান্ত প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য অনেকগুলি বিশেষ প্রশিক্ষণ কোর্স চালু করা হবে।

- আগামী পাঁচ বছরে লক্ষ লক্ষ মানুষকে স্বনির্ভর করার উদ্দেশ্যে লোন দেওয়া হবে।
- যুবক–যুবতীদের পরবর্তী পাঁচ বছরে বিশেষ প্রশিক্ষণ দিয়ে বিভিন্ন বিষয়ে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা হবে।
- বহু কর্মতীর্থের নির্মাণ সম্পূর্ণ করা হবে। সংখ্যালঘু মহিলাদের জন্য আরও কয়েকশো কর্মতীর্থ গঠিত হবে।
- সংখ্যালঘু অধ্যুষিত ব্লকগুলিতে বেসলাইন সার্ভের দ্বারা পরিকাঠামোগত বিচ্যুতি চিহ্নিত করা হবে এবং সেগুলি নিবারণের উদ্দেশ্যে পরিকাঠামো নির্মাণ করা হবে।
- 'সবার জন্য আবাসন'–এর অধীনে সংখ্যালঘুদের জন্য অজস্র আবাসন প্রকল্প গৃহীত হবে।
- কেআইটি, কেএমডিএ, ডব্লু–বি হিডকো প্রভৃতি সরকারি সংস্থাগুলি দ্বারা প্রদত্ত জমিতে সংখ্যালঘুদের জন্য বিশেষ আবাসন নির্মিত হবে।
- কম সুদের হারে প্রচুর পরিমাণে হাউসিং লোন দেওয়া হবে।
- OBC তালিকায় ৯৭% মুসলিম অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ফলে তাঁদের কর্মসংস্থানের সুযোগ আরও অনেক বাড়বে।
- আসানসোল এবং ইসলামপুরের মতো হাওড়া, হুগলি এবং উত্তর ২৪ পরগনায় উর্দু আকাদেমির শাখা স্থাপিত হবে।

- প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খোলা হবে।
- সংখ্যালঘু মানুষদের সংখ্যা যেখানে যেখানে ১০%-এর বেশি, সেইসব স্থানে সংখ্যালঘুদের ভাষাগুলিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে।
- যেসব স্থানে উর্দুকে সরকারি ভাষা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, সেইসব জায়গায় বিভিন্ন বিভাগের কাজের সুবিধার্থে উর্দুভাষী সহকারীদের ক্যাডার গঠিত হবে, ঠিক যেমন অর্থ বিভাগের Personal Assistant–দের জন্য বিশেষ ক্যাডার গোষ্ঠী আছে।
- সীমালংঘন ঠেকানোর উদ্দেশ্যে যেকোনও ওয়াকফ ভূসম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ করা হবে।
- কবরস্থানের চারপাশে দেওয়াল তোলার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

জঙ্গলমহল, পাহাড় ও চা-বাগান

বাংলার জঙ্গলমহল ছিল উগ্র রাজনৈতিক চর্চার কেন্দ্র। পাহাড়েও শান্তি ছিল না। চা-বাগানগুলিতে শ্রমিক এবং মালিকদের মধ্যে ছিল নিত্য অশান্তি। সবমিলিয়ে এই তিন ভৌগোলিক ক্ষেত্রে বাংলার মাটি ছিল নিয়ত রক্তাক্ত। আমরা প্রশাসনিক, আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক সবরকম স্তরে অক্লান্ত প্রচেষ্টায় শান্তি ফিরিয়ে এনেছি বাংলার এই সকল উপদ্রুত অংশে।

প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্য তৃণমূল সরকারের বিপুল কর্মকাণ্ডের কিছু খতিয়ান নীচে লেখা হল।

- বর্তমান সরকারের আমলে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে জঙ্গলমহলে। বিগত সাড়ে চার বছরে জঙ্গলমহল উন্নয়নের কাজ এক অন্য মাত্রা পেয়েছে। আমাদের রাজ্যের মোট ২৪টি ব্লকের মানুষ (পশ্চিম মেদিনীপুরে ১১টি, পুরুলিয়ায় ৯টি ও বাঁকুড়া জেলার ৪টি) জঙ্গলমহল এলাকার অন্তর্ভুক্ত। ২০১৫ সাল থেকে বীরভূম জেলার ১০টি ব্লকও এর আওতায় এসেছে।

- কেন্দ্র সরকার ২০১৫-১৬ অর্থবর্ষ থেকে Integrated Action Plan (IAP) প্রকল্পটি বন্ধ করে দেওয়ায়, আমাদের সরকার জঙ্গলমহল উন্নয়নে Jangalmahal Action Plan (JAP) কর্মসূচি গ্রহণ করেছে এবং উন্নয়ন খাতে মোট ১১০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে।
- এই এলাকার মানুষের সরকারি কাজের সুবিধা এবং প্রশাসনিক কার্যকারিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রামকে একটি পৃথক জেলা এবং পুরুলিয়া জেলার ঝালদা এবং মানবাজারকে ২টি পৃথক মহকুমা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।
- বাঁকুড়া জেলার বড়জোড়া, ওন্দা, ছাতনা ও বিষ্ণুপুর এবং পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার নয়াগ্রাম, ঝাড়গ্রাম ও গোপীবল্লভপুরে মোট ৭টি মাল্টি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল গড়ে তোলা হয়েছে। এছাড়া, পুরুলিয়া জেলার হাতুয়াড়া ও রঘুনাথপুর এবং পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার শালবনি, ডেবরা ও ঘাটালে আরও ৫টি মাল্টি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল গড়ে তোলা হচ্ছে।
- আমাদের সরকার জঙ্গলমহলের প্রতিটি পরিবারে ২ টাকা কেজি দরে ৩৫ কিলো খাদ্যশস্য সরবরাহ করছে।

- কেন্দু পাতা কুড়িয়ে জীবন নির্বাহকারী মানুষজনদের সামাজিক সুরক্ষার জন্য নতুন প্রকল্প (West Bengal Kendu Leaves Collectors' Social Security Scheme, 2015) প্রণয়ন করা হয়েছে।

- এই সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিতে ৬০ বছর পূর্ণ হলে উপভোক্তা সর্বোচ্চ দেড় লক্ষ টাকা পর্যন্ত আর্থিক সহায়তা পাবেন। পাশাপাশি দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু হলে তাঁর পরিবার এককালীন দেড় লক্ষ টাকা ও স্বাভাবিক মৃত্যু হলে এককালীন ৫০ হাজার টাকা পাবেন। স্থায়ী অক্ষমতার জন্যে ২৫ হাজার টাকা, মাতৃত্বকালীন সাহায্য হিসাবে ৬ হাজার টাকা ও অসুস্থতার ক্ষেত্রে বার্ষিক ২৫ হাজার টাকা, পরিবারের সদস্যের মৃত্যু হলে সৎকার বাবদ ৩ হাজার টাকা আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থাও এই কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এই সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি কেন্দু পাতা সংগ্রহ করে জীবিকা নির্বাহকারী জঙ্গলমহলের দরিদ্র পরিবারগুলির জন্যে আর্থিক ও সামাজিক নিরাপত্তার এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করেছে।

- জঙ্গলমহল এলাকার মূল সমস্যা হল ভূপ্রকৃতিগত কারণে মাটিতে জলধারণ ক্ষমতা কম এবং অসমান জমির ঢালের জন্য বৃষ্টির জল গড়িয়ে যায়। এই সমস্যা সমাধানে আমরা এলাকায় জল ধরে রাখতে জলতীর্থ প্রকল্পে চেক

ড্যাম ও জল সংরক্ষণের ট্যাঙ্ক তৈরিতে উদ্যোগী হয়েছি। পশ্চিম মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া ও বীরভূম জেলায় মোট ৩২ হাজার হেক্টর জমির জন্য ৫০০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৮৩৮টি এইরকম প্রকল্প রূপায়ণের কাজ আমরা হাতে নিয়েছি, যার মধ্যে ৪২৪টি প্রকল্পের কাজ শুরু হয়ে গেছে।

- পুরুলিয়া জেলায় রাজ্যের অন্যতম বৃহৎ পানীয় জল সরবরাহের জন্য 'জাইকা' প্রকল্পের (প্রায় ১২০০ কোটি টাকা) কাজ শুরু হয়েছে। এর ফলে পুরুলিয়া জেলার ৯টি ব্লকের ১৫ লক্ষ মানুষ উপকৃত হবেন।
- বাঁকুড়া জেলায় রাজ্যের অন্যতম বৃহৎ নলবাহিত পানীয় জল সরবরাহ প্রকল্প (১১০০ কোটি টাকার) হাতে নেওয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে, দুর্গাপুরে দামোদর নদী, মুকুটমণিপুরে কংসাবতী জলাধার এবং জেলার অন্যান্য ছোট নদী যেমন শিলাবতী, দ্বারকেশ্বর প্রভৃতি থেকে জল তুলে পরিশুদ্ধ করে সরবরাহ করা হবে। এই প্রকল্প ২টি পর্যায়ে হবে এবং ২০৫২টি মৌজার ১৮ লক্ষেরও বেশি মানুষ উপকৃত হবেন।
- পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার মোট ১২টি ব্লকে বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রায় ২ হাজার কোটি টাকার 'ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান' অনুমোদিত হয়েছে। এটি রূপায়িত হলে এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলের প্রায় ১৭ লক্ষ মানুষ প্রতি বছর বন্যার সমস্যা থেকে মুক্তি পাবেন।

- প্রায় ৬৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে কেলেঘাই–কপালেশ্বরী–বাগাই খালের পূর্ব মেদিনীপুরের অংশের সংস্কারের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় ইতিমধ্যেই ২১৬ কোটি টাকা ব্যয়ে নদীবক্ষে ৭৫ কিমি খনন এবং ১৫৮ কিমি সেচ নালা খননের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বাকি কাজও দ্রুত সমাপ্ত হবে। এই প্রকল্পে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার ময়না, ভগবানপুর–১ ও পটাশপুর–১ ব্লকের সঙ্গে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ১১টি ব্লকের প্রায় ৪ লক্ষ মানুষ উপকৃত হবেন।

- ক্রীড়াক্ষেত্রে উপযুক্ত প্রতিভার নিরন্তর অনুসন্ধান এবং জঙ্গলমহলের যুব সম্প্রদায়কে সমাজের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে 'জঙ্গলমহল কাপ' প্রভৃতি ক্রীড়া প্রতিযোগিতার নিয়মিত আয়োজন করা হচ্ছে।

- সাড়ে চার বছরে জঙ্গলমহলে আমরা প্রায় ৩৩,০০০ যুবক–যুবতীকে পুলিশের বিভিন্ন পদে নিয়োগ করেছি। এর মধ্যে হোমগার্ড আমরা নিয়োগ করেছি ১১৯৩ জন, NVF আমরা নিয়েছি ৪০৩৭ জন, জুনিয়র কনস্টেবল ৪৮০৯ জন, S.T. Constable ৬৭৮ জন, Village Police Volunteer ৬৫০ জন, Civic Police Volunteer ২০,১৯৮ জন, মহিলা কনস্টেবল ৩৮০ জন, SPOs ৮৯৫ জন।

- নতুন সরকারের আমলে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে পাহাড়ে। পাহাড়ের ভাইবোনেরাও আজ রাজ্য সরকারের উন্নয়নে শামিল। ইতিমধ্যেই পাহাড়ের উন্নয়নে আমরা একগুচ্ছ পরিকল্পনা নিয়েছি। সরকার পাহাড়ের উন্নয়নের জন্য গোর্খা টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন তৈরি করেছে। রাজ্য সরকারের অর্থানুকূল্যে চলছে উন্নয়নের কর্মযজ্ঞ।

- পাহাড়ের উন্নয়নের জন্য আমাদের সরকার শুধু পরিকল্পনা খাতে ১০১৮ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে জিটিএ–কে। ব্লক, মহকুমা ও জেলাসদরের সঙ্গে গ্রামগুলির যোগাযোগ স্থাপনকারী রাস্তা তৈরি, সারাই, গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণ, কমিউনিটি হলের উন্নয়ন, নদীর পাড় ও ঝরনাগুলি সংরক্ষণের কাজ, গ্রাম ও শহরাঞ্চলের জলের সমস্যা সমাধান–সহ পর্যটনের উন্নয়নের জন্য সরকার পাহাড়ে সার্বিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

- এলাকার জনসাধারণের চাহিদা ও প্রশাসনিক সুবিধার্থে কালিম্পং মহকুমাকে নতুন জেলা এবং মিরিককে নতুন মহকুমা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

- আমরা 'Clean Darjeeling, Green Darjeeling' কর্মসূচির শুভ সূচনা করেছি। 'Clean Darjeeling, Green Darjeeling' কেবল কর্মসূচি নয়, এ হল আমাদের অঙ্গীকার। দার্জিলিঙের ঝরনাকে তার আগের গতি আমরা ফিরিয়ে দেব, পাহাড়চূড়াকে আবার ঢেকে দেব সবুজ বনানীতে। এর মূল লক্ষ্যগুলি হল:

  - সমগ্র দার্জিলিং জেলায় এক নির্মল, সুন্দর সজীব, পরিবেশ গড়ে তোলা
  - মৃত্তিকা সংরক্ষণ, বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে পাহাড়কে সবুজের আচ্ছাদনে (Green Cover) ঢেকে দেওয়া
  - এলাকার সাথে সাথে, এই সকল কাজের মধ্যে দিয়ে এলাকার মানুষের জীবিকা অর্জনের সুযোগ খুঁজে দেওয়া
  - জল সংরক্ষণ, বৃষ্টির জল ধরে রাখার মধ্যে দিয়ে পার্বত্য এলাকার মানুষের জলের সংকট মেটানো

- দার্জিলিং শহরের অন্যতম বড় সমস্যা ছিল পরিস্রুত পানীয় জলের অভাব। বিশেষ করে, জানুয়ারি মাস থেকে মে মাস পর্যন্ত জলের খুব সমস্যা হয়। জলের জোগানের জন্য এই শহর পুরোপুরি সিঞ্চল লেকের উপর নির্ভরশীল। ২৬টি ঝোরার জল এই লেকে জমা হয়। কিন্তু সেই জলে সারা বছরের চাহিদা মেটানো সম্ভব নয়। দার্জিলিং শহরের জলসমস্যাও সমাধানের পথে। ইতিমধ্যেই জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দপ্তরের উদ্যোগে দার্জিলিং শহর ও সন্নিহিত অঞ্চলে পরিস্রুত পানীয় জল সরবরাহের জন্য প্রায় ৫৫ কোটি টাকার বালাসন জল প্রকল্প রূপায়ণ করা হয়েছে। বালাসন নদী থেকে জল তুলে, পরিস্রুত করে দিনে প্রায় ২০ লক্ষ গ্যালন পানীয় জল সরবরাহ করা হয় এবং এই অঞ্চলের প্রায় দেড় লক্ষ অধিবাসী ও পর্যটকদের পানীয় জলের চাহিদা মেটানো হয়।

- দার্জিলিং জেলার প্রতিটি ব্লকে আমরা কঠিন ও তরল বর্জ্য (Solid and liquid waste management) নিষ্কাশন ব্যবস্থা গড়ে তুলছি।

- প্রতিটি গ্রামাঞ্চলে এবং শহর এলাকার বিদ্যালয়গুলিতে বৃষ্টির জল ধরে রাখতে উপযুক্ত পরিকাঠামো গড়ে তুলবে জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দপ্তর। বাড়ির ছাদে বৃষ্টির জল ধরে রাখতে উপযুক্ত পরিকাঠামোও গড়ে তোলা হবে।
- আমাদের সরকার লেপচা, তামাং, শেরপা, ভুটিয়া, মঙ্গর, লিম্বু ও রাই জনজাতির উন্নয়নের লক্ষ্যে পৃথক পৃথক বোর্ড গঠন করেছে। তাদের বাসস্থান নির্মাণ, শিক্ষা, সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন ও সার্বিক উন্নয়নে বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়িত হচ্ছে।
- তরাই–ডুয়ার্স এলাকার সার্বিক বিকাশের লক্ষ্যে 'তরাই–ডুয়ার্স টাস্কফোর্স'–এর গঠন করা হয়েছে।
- পর্যটকদের কাছে লেপচা সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে পৌঁছে দিতে আমরা দেড় কোটি টাকা ব্যয়ে দুটি 'Cultural Tourism Centre' গড়ে তুলছি। একটি তৈরি হচ্ছে সুকিয়াপোখরি ব্লকে, আর একটি কালিম্পং–১ ব্লকে।
- পাহাড়ের সকল মানুষ গণবণ্টন ব্যবস্থার মাধ্যমে ২ টাকা কেজি দরে ৩৫ কেজি খাদ্যশস্য পাচ্ছেন।
- পাহাড়ে ৪টি জলবিদ্যুৎ প্রকল্প হচ্ছে — তিস্তা নদীর উপর ৩টি ও রম্মম নদীর উপর ১টি জলবিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্প হচ্ছে। মোট বিনিয়োগ ৩ হাজার ৩০০ কোটি টাকা।
- নতুন প্রতিভার অন্বেষণে দার্জিলিং–ডুয়ার্স–তরাই ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে।

- রাজ্যের প্রায় ২৮০টি চা বাগানে ১২ লক্ষেরও বেশি মানুষ বসবাস করেন। বর্তমান সরকার এই সমস্ত অঞ্চলে আবাসন, পানীয় জল সরবরাহ, রেশন, চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যব্যবস্থা প্রভৃতি–সহ একাধিক ক্ষেত্রে পরিষেবা প্রদান করে চলেছে।
- খাদ্য সুরক্ষা কর্মসূচিতে চা বাগানের প্রতিটি পরিবারের জন্যে আমাদের সরকার প্রতি মাসে ২ টাকা কেজি দরে ৩৫ কেজি খাদ্যশস্য প্রদান করছে।
- এছাড়া প্রত্যেককে মাসিক মাথাপিছু ৭০০ মিলি কেরোসিন তেলের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- সকল যোগ্য শ্রমিককে FAWLOI (Financial Assistance to the Workers in Locked-Out Industrial Units) প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
- এর আওতায় প্রায় দেড় হাজার শ্রমিক মাসে ১৫০০ টাকা করে ভাতা পাচ্ছেন। এই প্রকল্পে বিশেষ নীতিগত পরিবর্তন এনে, পূর্বের এক বছরের পরিবর্তে এখন চা বাগান বন্ধ হওয়ার তিন মাসের মাথায় সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে।
- চা–বাগানগুলি থেকে পার্শ্ববর্তী হাসপাতালে যাওয়ার জন্য বিনামূল্যে অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা চালু করা হয়েছে।
- চা–বাগানগুলিতে ভ্রাম্যমাণ মেডিক্যোল ইউনিটের মাধ্যমে সপ্তাহে তিনদিন উন্নত মানের পরীক্ষানিরীক্ষা ও চিকিৎসা প্রদান করা হচ্ছে।

- চা–বাগানগুলির অপুষ্ট শিশুদের চিকিৎসা পুষ্টি পুনর্বাসন কেন্দ্রগুলিতে (Nutrition Rehabilitation Centre) করানো হচ্ছে।
- চা–বাগানগুলির অশক্ত ও নিঃসঙ্গ ব্যক্তিদের 'সহায়' প্রকল্পে রান্না করা খাবার সরবরাহ করা হচ্ছে।

আমাদের কাজ ভৌগোলিক অবস্থান নির্বিশেষে বাংলার আপামর মানুষের জন্য উন্নয়ন। যেসব কাজ আমরা করেছি সেগুলিতেই সীমাবদ্ধ থাকলে, আমরা জানি, একদিন আটকে যাবে উন্নয়নের চাকা। আর এই মহৎ যজ্ঞে সকলকে শামিল হতেই হবে। জঙ্গলমহল পাহাড় ও চা–বাগানের শান্তি ও উন্নয়নকে আরও সুদৃঢ় ও চিরস্থায়ী করতে আগামী দিনে যে যে কাজ করতে হবে তার একটি রূপরেখা দেওয়া হল।

- জঙ্গলমহলে শান্তি নিরাপত্তা ও আর্থ–সামাজিক সুরক্ষা অক্ষুণ্ণ রাখা হবে।
- জঙ্গলমহলে উন্নতির জন্য মা–মাটি–মানুষের সরকার সদা তৎপর।
- আরও সার্বিক উন্নয়নের ও পর্যটন প্রসারের মাধ্যমে জঙ্গলমহলকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে।
- আর্থ–সামাজিক পরিস্থিতির দিকে নজর রেখে তপশিলি, আদিবাসী ও ওবিসিদের সম্পূর্ণ সাহায্য করা হবে।
- পাহাড়ও আমাদের বড় ভালোবাসার জায়গা। আমরা বার বার ছুটে গিয়েছি একটাই কারণে — পাহাড় ও জঙ্গলমহল যেন হাসিখুশিতে শান্ত ও সুরক্ষিত থাকে।

- পর্যটনের কাজ প্রসার করা হবে।
- পাহাড়ে যাতে সার্বিক উন্নয়ন ও মানচিত্র বজায় থাকে তার দিকে বিশেষ নজর দেওয়া হবে।
- পাহাড়ে অনেক Welfare Board তৈরি করা হয়েছে ভাইবোনেদের উপকারের জন্য। পাহাড়ে উন্নতির ধারাবাহিকতা বজায় থাকবে — এ ব্যাপারে আরও যদি কেউ এগিয়ে আসে তাদেরও সাহায্য করা হবে।
- তরাই ও ডুয়ার্স ও আদিবাসী, তপশিলি, চা-বাগান শ্রমিক ও পাহাড়ি ভাইবোনেদের সকলের উন্নতির জন্য দৃষ্টি দেওয়া হবে।
- চা-বাগানের উন্নয়নের জন্য আমরা সর্বদা সচেষ্ট। পেনশন, খাদ্য সরবরাহ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা সুনিশ্চিত করার উদ্যোগে আমরা বদ্ধপরিকর। শ্রমিকদের মজুরি ও বকেয়া পাওনা যাতে সময়মতো দেওয়া হয় সেদিকেও বিশেষ নজর দেওয়া হবে।
- চা-শিল্প পুনরুজ্জীবনের জন্য আমাদের দল দায়বদ্ধ।
- সব সম্প্রদায়ের মানুষকে নিয়ে সম্প্রীতি ও সংহতি রক্ষা আমাদের স্থির লক্ষ্য।

অনগ্রসর কল্যাণ ও আদিবাসী উন্নয়ন

অনগ্রসর শ্রেণিভুক্ত ছাত্রছাত্রীদের জন্য উচ্চশিক্ষা লাভের ক্ষেত্রে নানারকম সুবিধার প্রয়োজনীয়তা বুঝেছিলাম চার বছর আগেই। কাস্ট সার্টিফিকেট পাওয়ার প্রক্রিয়া দ্রুততর করার দরকার আছে, এও আমাদের বুঝতে দেরি হয়নি। জঙ্গলমহলের মানুষদের জীবনযাত্রার সর্বাঙ্গীন উন্নতিসাধন ছিল আমাদের অঙ্গীকার। তপশিলি জাতি এবং উপজাতিভুক্ত ছাত্রছাত্রীদের জন্য উচ্চশিক্ষাক্ষেত্রে বৃত্তিলাভের ব্যবস্থা করার সংকল্প ছিল। ছিল তাদের জন্য কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা প্রবর্তনের ইচ্ছাও।

তৃণমূল সরকার লক্ষ্য স্থির রেখে এগিয়েছে। কী পেরেছি, তা নিম্নল্লিখিত তথ্যগুলির থেকেই পরিষ্কার হবে আশা করি।

- আমাদের সরকার আদিবাসী উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি পৃথক Tribal Development Department গঠন করেছে।
- ‘শিক্ষাশ্রী’: পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণির SC ও ST ছাত্রছাত্রীদের স্কলারশিপ প্রদানের লক্ষ্যে রাজ্য সরকার ‘শিক্ষাশ্রী’ প্রকল্প চালু করেছে। এখনও অবধি, ১৩.৪ লক্ষ SC ও প্রায় ২.৪ লক্ষ ST ছাত্রছাত্রী এই প্রকল্পে সুবিধা পাচ্ছে।

আগামী মে মাসের মধ্যে আরও সাড়ে ৯ লক্ষ ছাত্রছাত্রী এর অন্তর্ভুক্ত হবেন।

- বিগত সাড়ে ৪ বছরে, প্রায় ৪২ লক্ষ SC/ST/OBC সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়েছে — যা এক সর্বকালীন রেকর্ড।
- আমাদের সরকার লেপচা, তামাং, শেরপা, ভুটিয়া, মঙ্গর, খাম্বু-রাই ও লিম্বু জনজাতির উন্নয়নের লক্ষ্যে পৃথক পৃথক বোর্ড গঠন করেছে। তাদের বাসস্থান নির্মাণ, শিক্ষা, সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন ও সার্বিক উন্নয়নে বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়িত হচ্ছে।

  এছাড়াও গঠিত হয়েছে তরাই-ডুয়ার্স টাস্ক ফোর্স, পাহাড় ও সমতলের সমস্ত মানুষের উন্নয়নের জন্য।
- আমাদের সরকার জঙ্গলমহলের প্রতিটি আদিবাসী পরিবারে ২ টাকা কেজি দরে খাদ্যশস্য সরবরাহ করছে।
- কেন্দু পাতা কুড়িয়ে জীবন নির্বাহকারী মানুষজনদের সামাজিক সুরক্ষার জন্য নতুন প্রকল্প (West Bengal Kendu leaves Collectors' Social Security Scheme, 2015) প্রণয়ন করা হয়েছে।

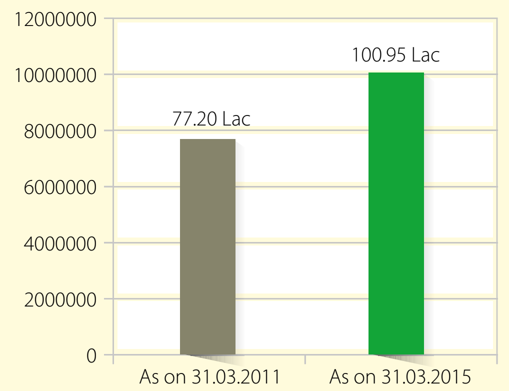

Number of Scholarships disbursed during 2007-11 vs. 2011-2015

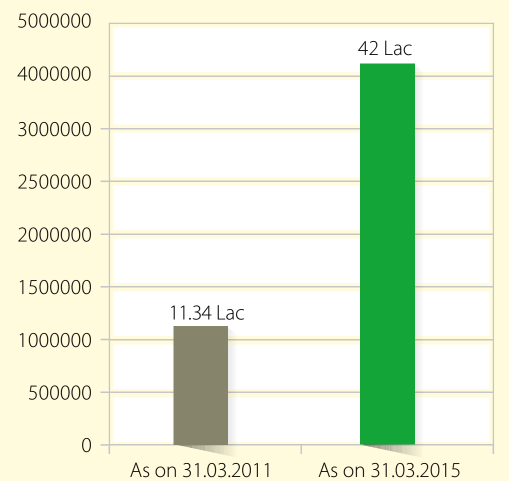

Number of Caste Certificates issued during 2007-11 vs. 2011-2015

- আমাদের সরকার SC ও ST ছাত্রছাত্রীদের বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষায় সুবিধার লক্ষ্যে দেশের মধ্যে পড়াশোনার জন্য সর্বাধিক ১০ লক্ষ টাকা এবং দেশের বাইরে পড়াশোনার জন্য সর্বাধিক ২০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত সহজ শর্তে ঋণের ব্যবস্থা করেছে — এটি সারা দেশের মডেল।

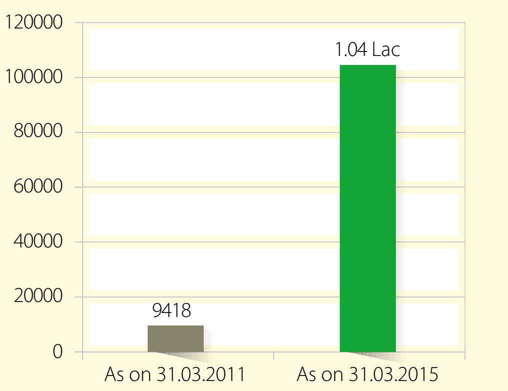

Number of bicycles distributed to ST girl students

- আমাদের জাতীয় জীবনে বাবাসাহেব আম্বেদকরের অতুলনীয় অবদান এবং তাঁর আসন্ন ১২৫তম জন্মবার্ষিকী স্মরণ করে আমরা ৩০ ডিসেম্বর সারা রাজ্যজুড়ে আম্বেদকর দিবস পালন করেছি। রাজ্যের State Institute of Panchayat & Rural Development-এর নতুন নামকরণ আমরা করেছি Dr. B.R. Ambedkar State Institute of Panchayat & Rural Development। জলপাইগুড়ির নাগরাকাটায় এবং উত্তর ২৪ পরগনার বাগদায় আমরা দুটি আম্বেদকর বিদ্যালয় নির্মাণ করছি।

অনগ্রসরকে অগ্রসর করাই আমাদের সরকারের লক্ষ্য। উপরোক্ত কাজের সামান্যতায় এই লক্ষ্য পূরণ করা সম্ভব নয়। তাই আরও কাজ করব। আরও বেশি করে উন্নত করব এই সব মানুষের জীবনযাপনের মান। কী করব, তার কিছুটার উল্লেখ করলাম নীচে।

- অনগ্রসর শ্রেণিকল্যাণ বিভাগের যাবতীয় স্কিমের স্বচ্ছতা, দৃষ্টিগ্রাহ্যতা এবং অভিগম্যতা বৃদ্ধি করা হবে।
- যাবতীয় স্কিম এবং প্রোগ্রামের বিস্তার যাতে আরও বেশি হয় এবং যাতে সেগুলি উদ্দিষ্ট মানুষের কাছে পৌঁছয় সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া হবে।
- যোগ্য অনগ্রসর শ্রেণিগুলি যাতে সংরক্ষণের আওতায় আসে, তার ব্যবস্থা করা হবে।
- স্পেশাল রিক্রুটমেন্ট ড্রাইভে সরকারি বিভাগে সংরক্ষণের মাধ্যমে নিযুক্ত কর্মীসংখ্যা হ্রাসের সমস্যা সমাধান করা হবে।
- অনগ্রসর শ্রেণিভুক্ত সমস্ত যোগ্য ছাত্রছাত্রীদের বৃত্তি প্রদান করা হবে এবং বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দেওয়া হবে।
- প্রান্তিক জাতি ও শ্রেণিভুক্ত মানুষেরা যাতে কাস্ট সার্টিফিকেট পেয়ে বৃত্তি নিতে পারেন, তার জন্য একটি স্পেশাল ড্রাইভ প্রবর্তিত হবে।
- আরও অনেক ছাত্রাবাস, গ্রন্থাগার এবং ছাত্রাবাসে কম্পিউটার শিক্ষার ব্যবস্থা করা হবে।
- সকলের সামাজিক নিরাপত্তা এবং মেয়েদের সামাজিক সুরক্ষার বিষয়টিতে বিশেষ নজর দেওয়া হবে।
- প্রান্তিক মানুষদের কাস্ট সার্টিফিকেট এবং বৃত্তি দেওয়া হবে।
- বিশেষ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অনগ্রসর শ্রেণিভুক্ত ছাত্রছাত্রীদের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় ভালো ফল করার সম্ভাবনা বৃদ্ধি করা হবে।
- ক্রীড়াক্ষেত্রে সব বিষয়ে অনগ্রসর শ্রেণিভুক্ত মানুষদের আরও বেশি করে সুযোগ দেওয়া হবে।
- অবশিষ্ট মহকুমার জন্য কাস্ট সার্টিফিকেটের অনলাইন আবেদন ফর্ম সহজলভ্য করা হবে।
- আম্বেদকর সেন্টার অফ এক্সেলেন্স অনগ্রসর মানুষের সুযোগ সুবিধার জন্য মাল্টি ডাইমেনশনাল প্রোগ্রামে সংযোগ ও পারস্পরিক সহযোগিতা নিয়ে যে কাজ করছে, তা বিভিন্ন জেলায় প্রচার করা হবে।
- অনবরত দক্ষতা বৃদ্ধির বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে অনগ্রসর শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত যুবক–যুবতীদের চাকরি পাওয়ার পথ সুগম করা হবে।

আবাসন

বাসস্থান মানুষের মৌলিক প্রয়োজন এবং, অবশ্যই, অধিকার। আমরা মানুষকে সেই অধিকার দিয়েছি। মাথার উপর ছাদ, দুবেলা দুমুঠো খাবার পাওয়ার অধিকার সবার আছে বলেই মনে করি। আর সেই কারণেই সরকার পরিচালনার প্রথম দিন থেকেই নজর দিয়েছি খেটে-খাওয়া সাধারণ মানুষের আশ্রয়ের বিষয়টিতে।

প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছি :

- আর্থিকভাবে দুর্বল শ্রেণির মানুষের জন্যে চালু হওয়া 'গীতাঞ্জলি' প্রকল্পে বিগত সাড়ে চার বছরে ১.৭৯ লক্ষ পরিবার উপকৃত হয়েছে। আরও অতিরিক্ত ২০ হাজার পরিবার আগামী মে মাসের মধ্যে এর সুবিধা পেতে চলেছে।

- যাত্রীদের সুবিধার্থে 'পথসাথী' প্রকল্পে রাস্তার ধারে ৬৯টি পরিকাঠামো ইতিমধ্যে গড়ে উঠেছে।
- 'আকাঙ্ক্ষা' প্রকল্পে সরকারি কর্মচারীদের জন্যে ৫০ হাজার বাসস্থান গড়ে তোলা হচ্ছে। এটি রূপায়ণের জন্য রাজ্য সরকার বিনামূল্যে জমির সংস্থান করেছে।
- 'প্রত্যাশা' প্রকল্পে পুলিশের কর্মচারীদের জন্য মালিকানাভিত্তিক বাসস্থান গড়ে তোলা হচ্ছে। এটি রূপায়ণের জন্য রাজ্য সরকার বিনামূল্যে জমির সংস্থান করেছে।

জনসংখ্যার বিপুল চাপ সত্ত্বেও মানুষকে আশ্রয় দেওয়ার চেষ্টায় বেশ খানিকটা কাজ করা গিয়েছে। আগামী পাঁচ বছরে আরও যা যা করার ইচ্ছা আছে তা নীচে পেশ করলাম।

- আগামী ৫ বছরে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের জন্য ৫০,০০০ ফ্ল্যাট/বাড়ি নির্মাণ করা হবে।
- রোগীর জন্য যাদের রাত্রে হাসপাতালে থাকা আবশ্যিক হয়, তাদের জন্য ২৫টি 'রাত্রিকালীন প্রতীক্ষালয়' (Night Shelter) গড়ে তোলা হবে।
- পথিকদের চলার পথে সুবিধার জন্য আগামী ৫ বছরে বিভিন্ন সুবিধাযুক্ত পরিষেবা প্রদানের জন্য ১০০টি 'পথসাথী' গড়ে তোলা হবে।
- সীমিত আর্থিক ক্ষমতাসম্পন্ন মানুষের জন্য অনেক rental housing তৈরি করা হবে।

পূর্ত ও পরিবহণ

সভ্যতার অন্যতম সোপান রাস্তা। তাই উন্নয়নের কাজে নেমেই উপলব্ধি করি, আরও রাস্তা চাই, চাই আরও ভালো রাস্তা ও ভালো পরিবহণ কাঠামো।

এই চার সাড়ে-চার বছরে যা যা করেছি তার গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলি উল্লেখ করলাম।

- আমাদের সরকার রাজ্য রাজপথের, ১২৭০ কিমি রাস্তা দুই লেন সমৃদ্ধ করার কাজ ও ২৬৭২ কিমি রাস্তা চওড়া করার কাজ সম্পন্ন করেছে, যা এক অনন্য নজির।
- NH-34-এর বিকল্প হিসাবে উত্তরে মোরগ্রাম থেকে দক্ষিণে মেছোগ্রাম পর্যন্ত North-South Road Corridor, ৩২০০ কোটি টাকা ব্যয়ে গড়ে উঠছে।

- রাজ্যে পরিবহণে নতুন গতি এসেছে। দুর্গাপুরে অন্ডাল বিমানবন্দর দেশের সর্বপ্রথম বেসরকারি উদ্যোগে নির্মিত Greenfield Airport রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। দুর্গাপুর থেকে কলকাতা হয়ে নয়া দিল্লি পর্যন্ত উড়ান চালু হয়ে গিয়েছে।
- এশিয়ান হাইওয়ে প্রোজেক্টের অন্তর্গত পশ্চিমবঙ্গ সংযোগকারী নেপাল–বাংলাদেশ এশিয়ান হাইওয়ে–২ (AH-2) এবং ভুটান–বাংলাদেশ এশিয়ান হাইওয়ে–৪৮ (AH-48) নির্মাণের কাজ চলছে।
- উত্তরবঙ্গ হল উত্তর–পূর্ব ভারতের মূল প্রবেশপথ। পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের সঙ্গে ভৌগোলিক সীমানা রয়েছে দক্ষিণ–পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশ, নেপাল ও ভুটানের। উত্তরবঙ্গের উন্নয়ন ও শিল্প সম্ভাবনার বিকাশ সারা রাজ্যে এক উন্নয়নের জোয়ার আনতে পারে। গত জুন মাসে ভুটানের থিম্পুতে BBIN (Bangladesh, Bhutan, India and Nepal) Motor Vehicle Agreement স্বাক্ষরের মাধ্যমে এই চারটি দেশের মধ্যে

অবাধে যাত্রী ও মালবাহী যান চলাচলের পথ সুগম হয়েছে। এর ফলে ভবিষ্যতে এই অঞ্চলের সামগ্রিক অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশ ত্বরান্বিত হবে।

- বাণিজ্যিকভাবে গাড়ি চালিয়ে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির লক্ষ্যে 'গতিধারা' প্রকল্প চালু করা হয়েছে।
- পরিবহণ ক্ষেত্রের অসংগঠিত কর্মীদের সামাজিক সুরক্ষার লক্ষ্যে 'West Bengal Transport Workers' Social Security Scheme' প্রবর্তন করা হয়েছে।
- কলকাতা–ঢাকা–আগরতলা বাস পরিষেবা চালু করা হয়েছে।
- যাত্রী সুবিধার্থে কলকাতা–মালদা, কলকাতা–বালুরঘাট, কলকাতা–গঙ্গাসাগর, কলকাতা–দিঘা হেলিকপ্টার পরিষেবা চালু হয়ে গেছে।
- AC Bus-সহ ১৫০০টি নতুন স্টেট বাস চালু হয়ে গিয়েছে। আরও ২৫০টি নতুন বাস কেনা হচ্ছে।
- ১৫ হাজার No-Refusal Taxi পথে নেমেছে।
- ৪ হাজার নতুন বেসরকারি বাসের পারমিট প্রদান করা হয়েছে।
- সাঁতরাগাছি বাস টার্মিনাল–সহ ৮২টি নতুন বাস টার্মিনাল গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলিতে গড়ে উঠেছে।

বাংলার সার্বিক উন্নয়নকে অব্যাহত রাখতে আগামী দিনের জন্য এই ক্ষেত্রে প্রস্তাবিত পরিকল্পনাগুলি নীচে রইল।

- কলকাতা–অন্ডাল–বাগডোগরাকে সমন্বয় করে expansion–এর জন্য সচেষ্ট পদক্ষেপ নেওয়া হবে, যাতে আরও বেশি বিমান জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে এই জায়গাগুলিতে যাতায়াত করতে পারে।

- গঙ্গার সৌন্দর্যায়ন ও জলযান বাড়ানোর প্রচেষ্টা করা হবে।
- ‘ভোর সাগর’–এর গভীর সমুদ্র বন্দর (যা ইতিমধ্যেই হাতে নেওয়া হয়েছে) আমাদের রাজ্যের আর্থ–সামাজিক উন্নতিতে যথেষ্ট সাহায্য করবে।
- কলকাতা ও নিকটবর্তী অঞ্চলে মেট্রোরেল প্রকল্পগুলি সুসম্পন্ন হবে।
- কয়েক হাজার নতুন বাস ও নতুন ট্যাক্সি দিয়ে পরিবহণ চাহিদা মেটানোর চেষ্টা করা হবে। e-rickshaw project–এর উপর আরও নজর দেওয়া হবে।

Jetty constructed by WBTIDCL, at Dakshineswar, North 24 Parganas

Newly constructed Bus Terminus at Santragachi

পর্যটন

কবি বলেছেন, 'বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ খুঁজিতে যাই না আর'। অথচ, আমাদের রাজ্যের প্রান্তরে প্রান্তরে ছড়িয়ে থাকা প্রকৃতির সৌন্দর্য অনাবিষ্কৃত থেকে গিয়েছিল এতদিন। আমরা এই চার বছরে আবিষ্কার করেছি, পুনরুদ্ধার করেছি, পরিচিত করেছি সেই সব অঞ্চলকে। পর্যটন শিল্পের হয়েছে ব্যাপক সম্প্রসারণ।

সেই কর্মযজ্ঞেরই সামান্য কিছু উল্লেখ।

- ২০১০–১১ সালে পর্যটনে বাজেট বরাদ্দ ছিল ৪০ কোটি টাকা, যা ২০১৫–১৬ সালে বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ২৫৭ কোটি টাকা।
- পর্যটনের বিকাশে বেসরকারি উদ্যোগকে স্বাগত জানাতে আমরা West Bengal Incentive Scheme, 2015 চালু করেছি। এই নতুন Incentive Scheme, বিনিয়োগকারীদের Eco-Tourism, Home-Tourism, Tea-Tourism, Adventure Sports প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিনিয়োগে উৎসাহিত করবে।
- দুর্গাপুরে State Institute of Hotel Management গড়ে তোলা হয়েছে।
- Home Stay tourism–এর বিকাশে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। Home Stay tourism পর্যটকদের কাছে এক নতুন আকর্ষণ হয়ে উঠেছে।

- তিলোত্তমা কলকাতা মহানগরীকে পর্যটক তথা জনসাধারণের কাছে আরও আকর্ষণীয় করে তোলার লক্ষ্যে 'মিলেনিয়াম পার্ক' তথা গঙ্গার দুই তীরবর্তী অঞ্চল, রবীন্দ্র সরোবর, বৈষ্ণবঘাটা-পাটুলি জলাশয় (বেনুবনছায়া) ইত্যাদির ব্যাপক সৌন্দর্যায়ণ করা হয়েছে। এছাড়া, নিউ টাউনে নতুন ইকো-ট্যুরিজম পার্ক — প্রকৃতি তীর্থ, রবীন্দ্র তীর্থ, নজরুল তীর্থ, মাদার্স ওয়াক্স মিউজিয়াম ইত্যাদি স্থাপনের ফলে কলকাতা আজ পর্যটকদের কাছে আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে।

- পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় মাত্র আঠারো মাসের রের্কড সময়ে 'দিঘা গেট' (সাড়ে ৬ কোটি টাকা ব্যয়ে) নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়া দীঘা, শঙ্করপুর, তাজপুর ও মান্দারমণিতে ওয়াচটাওয়ার, দিঘায় 'বিশ্ববাংলা উদ্যান', দিঘা যুব আবাসের আধুনিকীকরণ, নয়াকালী মন্দির পর্যন্ত সমুদ্র তীরবর্তী রাস্তা, দিঘা-মোহনা রাস্তা-সহ মোট ৯টি প্রকল্পের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। আড়াই কোটি টাকা ব্যয়ে দিঘায় 'বিশ্ববাংলা উদ্যান'-এর সম্প্রসারণ-সহ গাড়ি পার্কিং ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সকল পরিষেবা নির্মাণের কাজ চলছে।

- জলপাইগুড়ির গাজোলডোবায় Public Private Partnership (PPP) Model–এ একটি ইকো ট্যুরিজম পার্ক গড়ে তোলা হয়েছে। প্রায় ১০০ কোটি টাকা ব্যয় করে এখানে রাস্তা, বিদ্যুৎ, পানীয় জল ও অন্যান্য পরিকাঠামো গড়ে তোলা হয়েছে।
- আমরা দার্জিলিং যাওয়ার পথে শিলিগুড়ি থেকে মাত্র ৮ কি.মি. দূরে Bengal Safari Park (North Bengal Wild Animals Park) গড়ে তুলেছি। এই পার্কের নাম রাখা হয়েছে বেঙ্গল সাফারি পার্ক। পর্যটকরা এই বেঙ্গল সাফারিতে বিশেষভাবে নির্মিত গাড়িতে বসে উন্মুক্ত পরিবেশে বিচরণরত বিভিন্ন বন্যপ্রাণীদের দেখে 'আফ্রিকান সাফারি'র অভিজ্ঞতা উপভোগ করতে পারবেন। ২৯৭ হেক্টর জমির উপর এই গড়ে ওঠা পার্কটির মোট প্রকল্প ব্যয় ২৫০ কোটি টাকা, যার মধ্যে রয়েছে ২২ হেক্টর এলাকা জুড়ে Tiger Safari, ২৪ হেক্টর এলাকাজুড়ে Leopard Safari, ২২ হেক্টর এলাকায় Himalayan Black Bear Safari ও ৯১ হেক্টর এলাকাজুড়ে Herbivores Safari।

- গঙ্গা পুনরুজ্জীবন প্রকল্পের অন্তর্গত দক্ষিণ ২৪ পরগনার মুড়িগঙ্গা নদীতীরের সৌন্দর্যায়ণ, রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদির একটি বৃহৎ প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। গঙ্গাসাগর ও কপিলমুনি আশ্রম সংলগ্ন এলাকাকে পর্যটক ও তীর্থযাত্রীদের সুবিধার্থে নতুন রূপে সুসজ্জিত করা হয়েছে।
- দক্ষিণ ২৪ পরগনার সাগরে 'ঢেউ সাগর' ও 'রূপ সাগর' নামে ২টি সমুদ্র সৈকতকে বিশ্বমানের পর্যটনস্থল হিসাবে গড়ে তোলা হচ্ছে।
- দক্ষিণ ২৪ পরগনার ঝড়খালিতে প্রায় ২৫ কোটি টাকা বরাদ্দে (বিশ্বের প্রথম ম্যানগ্রোভ অরণ্যের মধ্যে চিড়িয়াখানা) 'ব্যাঘ্র সুন্দরী–সুন্দরবন বন্যপ্রাণ উদ্যান' গড়ে তোলা হচ্ছে। প্রায় ৪০০ কোটি টাকা বরাদ্দে ঝড়খালিতে একটি ইকো–ট্যুরিজম প্রকল্প গড়ে তোলা হচ্ছে।

- মুর্শিদাবাদের লালবাগে মতিঝিল নতুন Tourism Destination রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে।

- হুগলির বলাগড়ে সবুজদ্বীপ ইকো টুরিজম প্রকল্পে রাজ্য সরকার পিপিপি মডেলে কাজ করছে। রাজ্য পর্যটন দপ্তরের অর্থানুকূল্যে এর মধ্যেই WBTDC দুটি কাঠের জেটি, হুগলি জেলা পরিষদের রাস্তা সংস্কার, PHE-র পানীয় জলের ব্যবস্থা ইত্যাদি কাজ দ্রুত রূপায়িত করছে।

- পশ্চিম মেদিনীপুরের ঝাড়গ্রাম রাজবাড়ির উন্নয়ন করে একটি পর্যটনকেন্দ্র গড়ে তোলার কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে।

- পুরুলিয়া জেলার জয়চণ্ডী পাহাড়ে গ্রামীণ পর্যটন-সহ মোট ৪টি পর্যটন প্রকল্পের কাজ শেষ হয়েছে। পাকবিড়রা, মুরাডি ও তেলকুপি ইকো-ট্যুরিজম প্রকল্পের কাজগুলি সম্পন্ন হয়েছে।

- কলকাতা ক্রিসমাস উৎসব নামক বার্ষিক অনুষ্ঠানের প্রবর্তন করা হয়েছে। উৎসবটি ডিসেম্বরের শেষ দুই সপ্তাহজুড়ে পার্ক স্ট্রিট এবং অ্যালেন পার্কে অনুষ্ঠিত হয়। পর্যটন বিভাগের উৎসব ক্যালেন্ডারে অনুষ্ঠানটি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

- ভূমি ও ভূমিসংস্কার বিভাগের চা পর্যটন পলিসি ঘোষণার পর থেকে চা পর্যটনে বিশেষভাবে উৎসাহ প্রদান করা হচ্ছে। এর মধ্যেই একটি প্রস্তাব মঞ্জুর করা হয়েছে এবং আরও অনেকগুলি প্রস্তাব মঞ্জুরির অপেক্ষায়।

পর্যটন ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের ভবিষ্যৎ সমুজ্জ্বল। অনেক কর্তব্য পালন করেছি। ভবিষ্যতে আরও অনেক কাজের মাধ্যমে এই ক্ষেত্রের উন্নয়ন হবে আমাদের অন্যতম লক্ষ্য। কী করব বলে স্থির করেছি তার যৎসামান্য উদাহরণ নীচে দিলাম।

- রাজ্যে পর্যটক আগমনের হার বেশ কয়েক শতাংশ বাড়ানো হবে।
- গাজলডোবায় স্টার এবং সাশ্রয়কারী রিসর্ট সমেত ইকো ট্যুরিজম হাব নির্মাণ করা হচ্ছে। এছাড়াও থাকবে গলফ কোর্স সমেত রিসর্ট, হসপিটালিটি ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, সুস্বাস্থ্য কেন্দ্র। এলিফ্যান্ট সাফারি, মাছ ধরা, কায়াকিং, পাখি দেখা ইত্যাদিরও ব্যবস্থা থাকবে। মহানন্দা ওয়াইল্ডলাইফ স্যাঙ্কচুয়ারি এবং গরুমারা ও চাপড়ামারি ন্যাশনাল পার্কের সঙ্গে সম্মুখবর্তী এবং পশ্চাদবর্তী ইন্টিগ্রেশন হবে।
- স্টার এবং সাশ্রয়কারী রিসর্ট, পর্যটকদের জন্য সুব্যবস্থা এবং নদীভ্রমণের বন্দোবস্ত–সহ ঝড়খালি ইকো ট্যুরিজম হাবের উন্নয়ন ঘটানো হবে।
- রাজ্যে বেশ কয়েক হাজার ব্র্যান্ডেড হোটেল রুম সৃষ্টি হবে।
- দিঘা–মন্দারমণি–শংকরপুর–বকখালি–হেনরি আইল্যান্ড ইত্যাদি উপকূলবর্তী স্থানের প্রভূত উন্নয়ন হবে। এই সব স্থানে সৌন্দর্যায়ন, অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টসের প্রবর্তন, সমুদ্রসৈকতের পরিষ্করণ, সমুদ্রসৈকতে নিরাপত্তাব্যবস্থার উন্নতি, খাবারের কিয়স্ক, হাঁটার রাস্তা নির্মাণ, পোশাক পরিবর্তনের ঘর তৈরি, শৌচাগার নির্মাণ, বৃক্ষরোপণ ইত্যাদি কাজ হবে।

- চলচ্চিত্র নির্মাতারা যাতে এই রাজ্যে আরও বেশি করে চলচ্চিত্র নির্মাণ করতে আসেন, তার জন্য বিশেষ ইনসেনটিভ স্কিমের ব্যবস্থা করা হবে।
- সুন্দরবন, গঙ্গা এবং উপকূলবর্তী এলাকায় হাউস বোট চালু করা হবে, এতে লেজার ট্যুরিজমের অগ্রগতি হবে।
- রাজ্য দ্বারা স্পন্সর করা একমাত্র পর্যটন অনুষ্ঠান হিসেবে বেঙ্গল ট্রাভেল মার্ট–কে একটি ক্যালেন্ডার প্রোগ্রাম হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হবে এবং ট্যুরিজম ফেয়ার ও ফেস্টিভাল তালিকায় সেটি অন্তর্ভুক্ত করা হবে।
- সংবৎসর বিভিন্ন কার্যক্রম এবং বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গে পর্যটন বিষয়টিকে পাদপ্রদীপের আলোয় আনা হবে। এই কার্যাবলির মাধ্যমে দেশে ও আন্তর্জাতিক স্তরে পশ্চিমবঙ্গ পর্যটনের জায়গা করে দেওয়া হবে।

এসব ছাড়াও আরও অনেক অনেক নতুন পরিকল্পনা আমাদের থাকবে, যার মাধ্যমে বাংলা কৃষি ও শিল্পে এক বিশেষ স্থান অর্জন করবে। শিল্প স্থাপন ও নব প্রজন্মকে প্রাধান্য দিয়ে তৈরি হবে আগামী প্রজন্মের ‘নব বাংলা’।

যে বাংলা দেখে গর্ব করে সাধারণ মানুষ বলবে What Bengal Thinks Today, India Thinks Tomorrow.

বিশ্বসেরা বাংলা গড়াই আমাদের আগামী দিনের লক্ষ্য, স্বপ্ন ও অঙ্গীকার।

জয় হিন্দ

আপনাদের

তৃণমূল মানে ‘এগিয়ে বাংলা’,
শিল্প, শিক্ষা, সংস্কৃতি;
তৃণমূল মানে চার বছরেই,
পূর্ণ সকল প্রতিশ্রুতি।

তৃণমূল মানে বুক চিতিয়ে,
দুর্বৃত্তের মোকাবিলা;
তৃণমূল মানে আজ-আগামীতে,
বিশ্বসেরা বাংলা।

তৃণমূল মানে ঘাসফুল’এ ভোর,
আঁধারে আশার আলো;
তৃণমূল মানে আমি ভালো আছি,
তুমিও থাকবে ভালো।

তৃণমূল মানে শিরদাঁড়া সোজা,
বাংলার মান-হুঁশ;
তৃণমূল মানে সামনে মমতা,
সঙ্গে মা-মাটি-মানুষ ৷৷

আসন্ন ষষ্ঠদশ রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে

সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থীদের

এই চিহ্নে

সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস

ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করুন

সুব্রত বক্সী সভাপতি, রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেস ও পার্থ চ্যাটার্জী মহাসচিব,
তৃণমূল কংগ্রেস কর্তৃক যথাক্রমে প্রচারিত ও সি ডি সি প্রিন্টার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা-৭০০ ০১৫ কর্তৃক মুদ্রিত।